পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 343 Friday, 7 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৪৩ সংখ্যা ✱ ২০ কার্তিক ১৪৩২, শুক্রবার, ৭ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হলেন শত্রুঘ্ন সিনহা এবং আরতি মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ ধনধান্য অডিটোরিয়ামের চারদিক আজ ঝলমল করছে আলোয়, কানে বাজছে গুঞ্জন-সিনেমা উৎসবের। ৬ নভেম্বরের বিকেলটা যেন নিজেই হয়ে উঠেছিল এক চলমান চলচ্চিত্র। সূর্য ডুবছে ধীরে ধীরে, আর সেই সময়ই খুলে গেল কলকাতার সেই বহু প্রতীক্ষিত উসবের পর্দা-চলচ্চিত্র উসবের মহাআরম্ভ। অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-তাঁর উপস্থিতিতে মুহূর্তে যেন স্থির হয়ে গেল সময়। আর সেই আবেগকে প্রাণ দিলেন মঞ্চের দুই সূত্রধার-পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও জুন মালিয়া। প্রাণোচ্ছল সঞ্চালনায় উৎসবের ছন্দে ধনধান্য জেগে উঠল প্রাণবন্ত আলোয়। এমন এক দীপ্তিময় মুহূর্তেই ঘোষণা করা হল বছরের শ্রেষ্ঠ সম্মান-বঙ্গবিভূষণ। মঞ্চ জুড়ে করতালির ঢেউ উঠল, যখন শত্রুঘ্ন সিনহা ও আরতি মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করা হল এই গৌরবময় পুরস্কার। তাঁদের মুখে হাসি, চোখে কৃতজ্ঞতার আলো-এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত, যা শুধু স্মৃতিতে নয়, ইতিহাসেও রয়ে যাবে। ''পাঁচ বছর ধরে এই উৎসবে নিয়মিত আসছি। অনেক সময় তো আমন্ত্রণ ছাড়াই নিজে থেকেই চলে এসেছি, বললেন শত্রুঘ্ন সিনহা। বঙ্গভূষণ পুরস্কার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যখন এই খবরটি জানালেন এবং সম্মান প্রদান করলেন, সত্যিই অভিভূত হয়েছি। এটা তো সর্বোচ্চ সম্মান-আমি তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'' ''এই পুরস্কার আমি সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছি'', বললেন

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আরতি মুখোপাধ্যায়। ''আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিটি কাজকেই গভীর শ্রদ্ধা করি, বিশেষ করে তাঁর সংগীতপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করে। আজ পর্যন্ত কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি এত আন্তরিকভাবে, এত হৃদয় দিয়ে কাজ করতে। তিনি যা করেছেন, তার জন্যই মানুষ তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে। এত কাছে কেউ এত কাছে আসেননি আমি যখন তোমার হাত থেকে এই সম্মানটা গ্রহণ করছিলাম আমি তখন সত্যিই কেঁদে ফেলেছিলাম।'' মঞ্চের চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছিল এক বিরল দৃশ্য। কিংবদন্তি পরিচালক রমেশ সিপ্পি। বাংলার গর্ব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক ও চলচ্চিত্র উসবের চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ, দেব, অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ, রঞ্জি মল্লিক, কোয়েল, পরিচালক সুজয় ঘোষ, তিলোত্তমা সোম, আর সেই সঙ্গে উপস্থিত শত্রুঘ্ন সিনহা ও আরতি মুখোপাধ্যায়-সব মিলিয়ে যেন এক তারার মেলা। বাস্তবের মঞ্চও কখনও কখনও সিনেমার মতোই জাদু তৈরি করে-সেই সন্ধ্যায় তার প্রমাণ মিলল এক নিমিষে। এমন এক দীপ্তিময় মুহূর্তেই ঘোষণা করা হল বছরের শ্রেষ্ঠ সম্মান-বঙ্গবিভূষণ। মঞ্চ জুড়ে করতালির ঢেউ উঠল, যখন শত্রুঘ্ন সিনহা ও আরতি মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করা হল এই গৌরবময় পুরস্কার। তাঁদের মুখে হাসি, চোখে কৃতজ্ঞতার আলো-এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত, যা শুধু স্মৃতিতে নয়, ইতিহাসেও রয়ে যাবে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্যে জেগে উঠেছিল আলো আর ছায়ার খেলা-মাটির গন্ধে, সুরের তালে, আবেগের ছোঁয়ায় এক হয়ে গেল সিনেমা আর নৃত্য। তাঁর পদক্ষেপে যেন ফুটে উঠল পর্দার ছন্দ। আর সেই সঙ্গে ভেসে এল এক গান-এসো মনের দরজা খোলো, এসো এখনই আলো জ্বালো-যার গীতিকার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক শিল্পীর অনুভূতি, এক নেত্রীর সৃষ্টিশক্তি, এক শহরের আত্মা-সব এক সুরে বাঁধা পড়ল সেই গানে।

জীবনকৃষ্ণের জামিন খারিজ বিচারকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ মিলল না জামিন। ইডির তত্ত্বেই সায় দিলেন বিচারক। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় খারিজ অভিযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সাহার জামিন আবেদন। বৃহস্পতিবার ইডির বিশেষ আদালতে চলছিল শুনানি। সেখানেই জামিন-আর্জি খারিজ করে জীবনকৃষ্ণকে আবার হেফাজতে পাঠালেন বিচারক। এদিন শুনানি পর্বে জীবনকৃষ্ণের বিরুদ্ধে 'বড় মাথার' তত্ত্ব তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আইনজীবী। তিনি বলেন, ''নিয়োগ দুর্নীতির গোটা টাকা বিধায়ক ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হয়ে কোনও এক বড় মাথার কাছে পৌঁছেছে।'' অর্থাৎ এ যেন পেঁয়াজের খোসা। যার প্রতি স্তরে বসে রয়েছেন এক বা একাধিক জন। ইডির আশঙ্কাও সেটাই। তাই এবার উপরের স্তরের ব্যক্তিদের খোঁজ পেতে চাইছে তাঁরা। শুধুই 'বড় মাথার' তত্ত্ব নয়, নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে নেমে চাকরিপ্রার্থীদের থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা, দাবি ইডি আইনজীবীর। এদিন জীবনকৃষ্ণের জামিনের বিরোধিতা করে সওয়ালকারী আদালতকে জানান, ''কারা কত টাকা দিয়েছে, সেই টাকা কোথা থেকে কোথায় ঘুরেছে, এই নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য উদ্ধার করা গিয়েছে।'' সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হওয়া ২০১৬ সালের প্যানেলের প্রসঙ্গ উঠে এল জীবন-জামিন মামলাতেও। যোগ্য ও অযোগ্য চিহ্নিত করতে না পারায় সম্প্রতি সুপ্রিম-নির্দেশে বাতিল হয়েছে গোটা নিয়োগ প্যানেল। নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হয়েছে চাকরিহারানো প্রার্থীদের। বৃহস্পতিবার শুনানি-পর্বে উঠে আসে সেই প্যানেল বাতিল প্রসঙ্গ। জীবনকৃষ্ণের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারক বলেন, ''আপনার মক্কেল যে অপরাধ করেছে তা মানুষের সামনে স্পষ্ট। ২৫ হাজারের বেশি জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'' প্রসঙ্গত, ইডির আগে নিয়োগ মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। কিন্তু সেই মামলায় উচ্চ আদালতে জামিন পেয়ে যান তিনি। এরপর এই মামলায় নতুন করে তৎপর হয় ইডি। তবে এবার আর জামিন জুটল না বিধায়কের।

পর্ষদের নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ রাজ্যজুড়ে এবার সকালের প্রার্থনায় বেজে উঠবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। বৃহস্পতিবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিয়েছে- সরকারি ও সরকার-পোষিত সমস্ত স্কুলে প্রতিদিনের প্রার্থনায় রাজ্যসঙ্গীত গাইতে হবে। ২০২৩ সালে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করে গানটি রাজ্যসঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। চলতি বছরের শুরুতে মুখ্যসচিবের নির্দেশে নির্দিষ্ট অংশটুকু-''বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-পুণ্য হউক...'' এক মিনিটের মধ্যে গাওয়ার কথা বলা হয়। এবার এ ব্যাপারে স্কুলগুলিতে নির্দেশিকা জারি হতেই ফের শুরু হয়েছে বিতর্ক। নির্দেশিকার কথা স্বীকার করে নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সেক্রেটারি সুব্রত ঘোষ বলেন, এখন থেকে থেকে স্কুলগুলিতে প্রার্থনা সভায় এই গান বাধ্যতামূলক। পর্ষদের এই নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসতেই শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজনৈতিক মহল-অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, প্রার্থনাসঙ্গীতকে সরকারি ভাবে বাধ্যতামূলক করা কতটা যুক্তিসঙ্গত। কারও কারও মতে, এই প্রয়াসের নেপথ্যে রয়েছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালিয়ানা ও আবেগ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, রবীন্দ্রনাথের গান সকালবেলার প্রার্থনায় গাওয়া যেতে পারে, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সরকার সব কিছু এভাবে চাপিয়ে দিতে পারে না। একাংশ শিক্ষক ও অধ্যাপকও মনে করছেন, রবীন্দ্রনাথের গান বাধ্যতামূলক করলে তার প্রতিক্রিয়া হবেই। গান তো আনন্দের, সেটাকে জোর করে গাওয়ানো উচিত নয়।

আরজি কর মামলা

সরলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ সরে গিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এবার সরে গেলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। বৃহস্পতিবার আরজি করের ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে নতুন করে তদন্ত ও ঘটনা পরিদর্শনের মামলা ছাড়লেন ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি দেবাংশু বসাক। ঠিক কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, তা স্পষ্ট করেননি তিনি। ফলত এবার প্রধান বিচারপতিই ঠিক করবেন এই দু'টি মামলা কোন এজলাসে শুনানি হবে। গত বছর ডিসেম্বর মাসের কথা। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নতুন করে তদন্তের দাবিতে সরব হয় নির্যাতিতার পরিবার। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে নতুন করে তদন্তের আবেদন জানান তাঁরা। মূলত, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সিবিআইয়ের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তৈরি হওয়া অসন্তোষের জেরেই পুনর্তদন্তের আবেদন জানান নির্যাতিতার বাবা-মা। মামলার আবেদনে নির্যাতিতার পরিবার তরফে জানানো হয়, কেন্দ্রীয়

তদন্তকারীদের উপর তাঁদের আর কোনও ভরসা নেই। তাই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিক কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি, নিযুক্ত তদন্তকারীরা যাতে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন, সেই সংক্রান্ত আবেদন জানিয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চের আগে নিম্ন আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেখানে আবেদন খারিজ হলেই উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হতে হয় নির্যাতিতার পরিবারকে। তবে এক বছরের মধ্যেই সেই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মামলা চলে যায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে। এবার সেই মামলা থেকে তিনিও সরে দাঁড়ালেন। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস, মোট ১৬৪ দিনের মাথায় মিলেছে আরজি কর মামলার বিচার। শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে এই ঘটনায় একমাত্র দোষী সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। কিন্তু এই বিচার যথেষ্ট নয় বলেই দাবি নির্যাতিতার পরিবারের। এই ঘটনার সঙ্গে সঞ্জয় ছাড়াও আরও অনেক অভিযুক্তের হাত ছিল বলে দাবি তাঁদের।

কমিশন জানাল

তৃতীয় দিনে ২ কোটির বেশি এনুমারেশন ফর্ম বিলি হয়েছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ গত মঙ্গলবার থেকে এসআইআরের কাজে বুথ স্তরের আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন। ইতিমধ্যে দু'দিন ধরে এই কাজ চলছে, তা চলবে আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টায় কত ফর্ম বিলি হয়েছে? এই তথ্য দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তথ্য বলছে, বুধবার রাত ৮টা পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি ফর্ম বিলি করা হয়েছিল গোটা রাজ্যে। আর বৃহস্পতিবার রাত ৮টার হিসেব বলছে সেই সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২ কোটিরও বেশি। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ২.০১ কোটি এনামুরেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে রয়েছে, তাঁদের কেবল ফর্মে প্রাসঙ্গিক তথ্য পূরণ করে জমা দিতে হবে। প্রত্যেক ভোটার ফর্মের একটি কপি বিএলও-র কাছে জমা দেবেন, আর অন্য কপিটি বিএলও স্বাক্ষর করার পর ফেরত পাবেন। এদিকে বৃহস্পতিবার থেকেই অনলাইন ফর্ম ফিল-আপ করা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওয়েবসাইটে চালু হচ্ছে এই পরিষেবা। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যাঁরা বুথ লেভেল অফিসারদের কাছ থেকে সরাসরি ফর্ম সংগ্রহ করতে পারছেন না, তাঁরা এবার অনলাইনেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। https://ce-owestbengal.wb.gov.in -এই

রাজ্যজুড়ে। রাজ্যে মোট ৮০,৬৮১টি বুথে এই কাজ চলছে। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিএলও-দের পাশাপাশি স্বীকৃত সমস্ত রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই ৬০ হাজারেরও বেশি বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করেছে। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পার্টির মধ্যে বিজেপি সবচেয়ে এগিয়ে, তাঁদের নিযুক্ত বিএলএ সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭০০। তৃণমূলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৩৬৪, সিপিএমের সংখ্যা ২৯ হাজার ১৬০ এবং কংগ্রেসের ৬ হাজার ৯৯৯। রাজ্যের মোট ২৯৪টি কেন্দ্রের মধ্যে উত্তরের ৩টি কেন্দ্র বাদে বাকিগুলিতে শুরু হয়েছে এসআইআরের কাজ। বাকিগুলিতেও শীঘ্রই শুরু হবে। কমিশন জানিয়েছে, যাঁদের নাম ইতিমধ্যেই নির্বাচনী তালিকায় ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে অনলাইন এনুমারেশন ফর্ম। পাশাপাশি কমিশনের ইসিআইনেট অ্যাপ থেকেও ফর্ম পূরণের সুযোগ থাকছে। কমিশন মারফৎ জানা গেছে, প্রথমে ওয়েবসাইট বা অ্যাপ থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে। যেভাবে বিএলওদের সামনে বসে অফলাইন ফর্ম পূরণ করা হয়, ঠিক সেইভাবেই অনলাইনে তা পূরণ করতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে পূরণ করা ফর্মটি আপলোড করতে হবে। গত মঙ্গলবার অর্থাৎ বিএলও অভিযানের প্রথম দিন থেকেই এই ফর্ম অনলাইনে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই চালু হল অনলাইন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া।

'যতক্ষণ না বাংলার সব মানুষ ফর্ম ফিলাপ করবেন আমিও করব না', জানালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ বাংলায় এসআইআর শুরু হয়েছে। আর দ্বিতীয় দিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন বিএলও। দিয়ে এসেছেন এনুমারেশন ফর্ম। তবে মুখ্যমন্ত্রী বুধবার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যতক্ষণ না বাংলার সব মানুষ এই ফর্ম ফিলাপ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনিও এই ফর্ম পূরণ করবেন না। বুধবার সকাল প্রায় ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ ৭৭ নম্বর বুথের বিএলও অমিত কুমার রায় মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাসভবনে পৌঁছন। সেখানে এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে চলে আসেন। আজ সেই বিষয়টি নিয়ে পোস্ট করেন মমতা। তাঁর দাবি, কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে লেখা হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি নিজের হাতে ফর্ম নিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়েছেন, ''এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার।'' তিনি এর পাশাপাশি এও লিখেছেন, 'গতকাল দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও

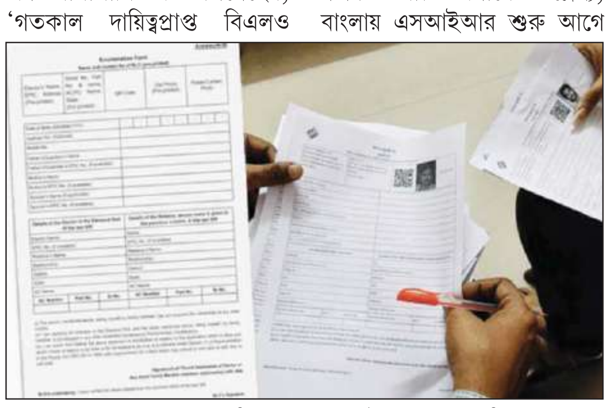

আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করতে। কর্মসূত্রে, আমার রেসিডেন্স অফিসে এসে - রেসিডেন্সের ক'জন ভোটার জেনেছেন এবং ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করিনি এবং করবও না।' এখানে উল্লেখ্য, বাংলায় এসআইআর শুরু আগে থেকেই সরব হয়েছিল তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেছিলেন যে তিনি বাংলায় এসআইআর শুরু করতে দেবেন না। মঙ্গলবার এসআইআর যখন চালু হল, সেদিন অভিষেক-মমতা পথে নামেন। আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা প্রথম থেকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করছি। যদি একটাও নাম বাদ যায়, বিজেপি সরকার ভেঙে ছাড়ব।'' এ প্রসঙ্গে শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দাবি করেন উনি বিএলও-র কাছ থেকে নিজে হাতে ফর্ম নেননি তাহলে বেআইনি কাজ হয়েছে। তাহলে তাতে দাগ দেওয়া উচিত নয়। কারও কমিশন বলেছে পরিবারের কেউ বা নিজেকে থাকতে হবে ফর্ম নেওয়ার জন্য। এবার সেটা না নিলে ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেবেন না দেবেন তাঁর ব্যাপর। এখন যদি উনি চান বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, আফগানিস্তানিদের বাংলার ভোটার বানাবেন তা তো হতে পারে না।''

উপমুখ্যমন্ত্রী বনাম আরজেডি প্রার্থী

'আপনি মাতাল', 'আপনি অপরাধী', বিহারের ভোটে যেন কলতলার ঝগড়া

সংবাদ সংস্থা, লক্ষ্মীসরাই, ৬ নভেম্বরঃ বিহারে ভোটের প্রথম দফাতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী বিজয় কুমার সিনহা এবং আরজেডি প্রার্থী অজয় কুমারের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বাগ্যুদ্ধ শুরু হয় বৃহস্পতিবার সকালে। ঘটনাটি লক্ষ্মীসরাই শহরের একটি রাস্তায়। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, দুই প্রার্থী নিজ নিজ নিরাপত্তারক্ষী এবং সমর্থকদের মাঝে একে অপরকে আক্রমণাত্মক ভাষায় দোষারোপ করছেন। কেউ কারও কথার জবাব দিতে ছাড়ছেন না। অজয় কুমার অভিযোগ করেন, ''বিজয় সিনহা একজন অপরাধী। ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন।'' সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা দেন উপমুখ্যমন্ত্রী, ''ওই লোকটা ব্যর্থ নেতা, উপরে থেকে পুরো মাতাল।'' এর আগের দিনই লক্ষ্মীসরাইয়ে উত্তেজনা চরমে ওঠে। তখন একদল লোক বিজয় সিনহার কনভয়ে জুতো-চটি এবং পাথর ছুড়ে মারে। 'মুর্দাবাদ' স্লোগান ওঠে এলাকায়। বিজয় সিনহার অভিযোগ, ''ওর (অজয় কুমার) গাড়ি এসে আমাদের পথ আটকে দেয়। ও তখন মদ্যপ অবস্থায় ছিল, মুখে সাংঘাতিক গন্ধ। ভোটদখল করতে গিয়েছিল। শুনল আমরা যাচ্ছি, তাই পালিয়ে আসে।'' ভিডিওর শেষ অংশে শোনা যায়, বিজয় অভিযোগ করছেন অজয় কুমার 'মহুয়া'

খেয়ে ছিলেন- যেটি স্থানীয় গাছের ফুল থেকে তৈরি একপ্রকার দেশি মদ। উত্তরে অজয় কুমার বলেন, ''মহুয়া!''- যার জবাবে সিনহা বলেন, ''মদ হোক বা মহুয়া, দুটোই তো এক!'' তবে ভিডিও থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না, অজয় কুমার সত্যিই 'মহুয়া' সেবন করেছিলেন কি না। পরে অজয় কুমার বলেন, ''ওর গাড়ি আমাদের আটকে দেয়, পরে নাটক শুরু করে। ও জানে, এবার ওর পরাজয় নিশ্চিত। বিজয় সিনহার সময় শেষ।'' ঘটনার পর নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ডিজিপিকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, ভোট চলাকালীন এ ধরনের হামলা বরদাস্ত করা হবে না। উপ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নিজের কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পরিদর্শন করতে গেলে লালুপ্রসাদের পার্টির লোকেরা তাঁর উপর হামলা চালায়। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর গাড়ির হামলা হয়। আরজেডি সমর্থকেরা গাড়ির উপর ইট-পাথর ও জুতো ছোড়ে। পরে উপমুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন এনডিএ ফের সরকার গঠন করলে আরজেডির দুষ্কৃতীদের পার্টি অফিস বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। সকালে কয়েকটি বুথে বিদ্যুৎ না থাকার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল লালু প্রসাদের দল। নির্বাচন কমিশন সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব ভোট চলাকালীন পুরোদস্তুর প্রচার চালাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার দ্বারভাঙ্গা এবং ভাগলপুরে জনসভা করছেন। তেজস্বীও গিয়েছেন রাজ্যের উত্তর প্রান্তের জেলাগুলিতে। যেখানে আগামী ১১ নভেম্বর ভোটগ্রহণ করা হবে।

শুরু হতে চলেছে পরিবেশ মেলা ২০২৫

হুগলি, ৬ নভেম্বর ঃ ২১তম পরিবেশ মেলা উদযাপিত হবে চন্দননগরের বড়বাজারে অবস্থিত সবুজের অভিযান প্রাঙ্গণে (ঋত্বিক ঘটক প্রাঙ্গণ) আগামী ২১-২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।এই মেলার আয়োজক পরিবেশ আকাদেমি ও সবুজের অভিযান সহ ১৯টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। পরিবেশ মেলার সহযোগিতায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও চন্দননগর পুরনিগম। পরিবেশ মেলার মঞ্চ উৎসর্গ করা হবে পরিবেশ-শহিদদের স্মরণে।চন্দননগরের পরিবেশ আকাদেমির কার্যকরী সভাপতি কুনাল সেন এবং সবুজের অভিযানের সম্পাদক দ্বৈপায়ন সাঁবুই জানান, এবারের পরিবেশ মেলার বিষয় 'পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য'। মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৩৫০ জনের বেশী সাংস্কৃতিক কর্মী অংশগ্রহণ করবেন।পরিবেশ মেলার উদ্বোধন হবে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ বেলা ৩টের সময়। আমাদের রাজ্যজুড়ে সামাজিক ও পরিবেশ আন্দোলনে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের এই মেলায় সম্মানিত করা হবে। মেলায় কোন প্রবেশমূল্য নেই, আছে পরিবেশ-বান্ধব চিন্তন ও আন্তরিকতা।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগামী ৯ নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত যে সমস্ত শিল্পী পরিবেশ মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান এবং যাঁরা মেলায় স্টল দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা 'সবুজের অভিযান' থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

মিটছে না রাজনৈতিক দলগুলোর বিএলএ সঙ্কট

কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ এখনও বিএলএ অর্থাৎ বুথ লেভল এজেন্ট নিয়ে সঙ্কটে ভুগছে রাজনৈতিক দলগুলো। রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর। বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন আবেদনপত্র বিলি করছেন বিএলও-রা। তাঁদের সাহায্য করছেন বিভিন্ন দলের বিএলএ। বুধবার পর্যন্ত কোন দল কত বিএলএ নিয়োগ করল, নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে সেই তথ্য।কমিশনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, বিএলএ নিয়োগের হিসাবে এগিয়ে বিজেপি। তারা ৩৫ হাজার ৬৫১ জন বিএলএ দিয়েছে। তৃণমূল দিয়েছে ২৭ হাজার ৭৪৪ জন। সিপিএম দিয়েছে ২৭ হাজার ৩৯২। এছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লক ১ হাজার ৯১ জন বিএলএ দিয়েছে। আম আদমি পার্টি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি একজন বিএলএ দেয়নি। ফলে একা একাই বিএলও-রা কাজ করেন। যদিও বিজেপি তুলনামূলকভাবে বেশি বিএলএ দিতে পেরেছে উত্তরবঙ্গে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের নানা জেলায় তুলনামূলক কম বিজেপি-র বিএলএ।

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিহারে জিতবে না এনডিএঃ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

পূর্ব চম্পারণ, ৬ নভেম্বর ঃ বিহারে প্রথম দফার ভোটের দিনই কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বললেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিহারে জিতবে না এনডিএ। বৃহস্পতিবার বিহারের পূর্ব চম্পারণের গোবিন্দগঞ্জে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রিয়াঙ্কা বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি যেখানেই যান না কেন, তিনি বলেন যে বিরোধী নেতারা পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং বিহারের জনগণকে অপমান করছেন। আমরা আপনাদের অধিকার, আপনাদের (জনগণের) ক্ষমতায়নের কথা বলছি। গতকাল, রাহুল গান্ধী দেখিয়েছেন যে হরিয়ানার নির্বাচনে ভোট কারচুপি করা হয়েছে। ২৫ লক্ষ ভুয়ো ভোট। এখন তাদের অহংকার এতটাই যে তারা আপনাদের ভোটকে অসম্মান করে। বিহারে ৬৫ লক্ষ ভোট মুছে ফেলা হয়েছে। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে যদি এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, তাহলে আপনারা এই সরকারকে ফেলে দেবেন এবং একটি নতুন সরকার গঠন করবেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ মনজিন্দর সিরসার, দূষণ নিয়ে দিল্লি সরকারের আত্মবিশ্বাসী দাবি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর ঃলোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে লক্ষ্য করে ফের তোপ দাগলেন দিল্লি সরকারের মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা। বুধবার রাজধানীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিরসা শুধু রাজনৈতিক সমালোচনাই করলেন না, পাশাপাশি দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে তাঁদের সরকারের প্রচেষ্টা ও সাফল্য সম্পর্কেও জোরালো দাবি তুললেন। তাঁর বক্তব্যে একদিকে ছিল ধারালো ইঙ্গিত, অন্যদিকে শাসক দলের আত্মবিশ্বাসী সুর।রাজনীতি হোক বা পরিবেশ-দিল্লির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সিরসার বর্ণনা ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও আত্মবিশ্বাসী। রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতা আজ আর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু নন, বরং তাঁর বক্তব্য ও আচরণ এখন জনমানসে বিনোদনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিরসার ভাষায়, রাহুল গান্ধী ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজের শৈশবে ফিরে যাচ্ছেন। একজন মানুষ যখন বড় হন, কিন্তু রাহুল গান্ধী যেন উল্টো দিকে হাঁটছেন। তাঁর বক্তব্য এখন গম্ভীর রাজনীতির আলোচনায় ভূমিকা রাখে না বরং মানুষের কাছে এটি বিনোদনের মাধ্যম।এই মন্তব্যের পরে তিনি আরও কটূক্তি যোগ করেন। কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার শো-এর জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনা টেনে সিরসার দাবি, এখন কপিলের শো কম মানুষ দেখছে, রাহুল গান্ধীর শো বেশি মানুষ দেখছে। তাঁর কথায়,

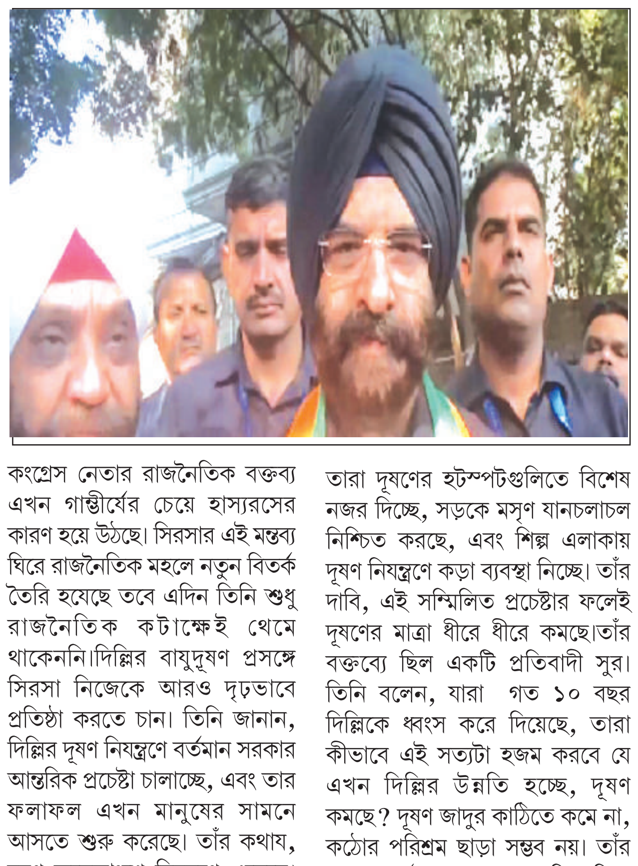

কংগ্রেস নেতার রাজনৈতিক বক্তব্য এখন গাম্ভীর্যের চেয়ে হাস্যরসের কারণ হয়ে উঠেছে। সিরসার এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে তবে এদিন তিনি শুধু রাজনৈতিক কটাক্ষেই থেমে থাকেননি।দিল্লির বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে সিরসা নিজেকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি জানান, দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এবং তার ফলাফল এখন মানুষের সামনে আসতে শুরু করেছে। তাঁর কথায়, দূষণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গত ১০ বছরের তুলনায় গতকাল দিনটি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল প্রায় ২০০। এটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি।তিনি ব্যাখ্যা করেন, শুধুমাত্র সরকার নয়, দিল্লির একাধিক দফতর-পরিবেশ বিভাগ, এমসিডি, জল বোর্ড, পূর্ত দফতর, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলি যৌথভাবে কাজ করছে। তারা দূষণের হটস্পটগুলিতে বিশেষ নজর দিচ্ছে, সড়কে মসৃণ যানচলাচল নিশ্চিত করছে, এবং শিল্প এলাকায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাঁর দাবি, এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই দূষণের মাত্রা ধীরে ধীরে কমছে।তাঁর বক্তব্যে ছিল একটি প্রতিবাদী সুর। তিনি বলেন, যারা গত ১০ বছর দিল্লিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা কীভাবে এই সত্যটা হজম করবে যে এখন দিল্লির উন্নতি হচ্ছে, দূষণ কমছে? দূষণ জাদুর কাঠিতে কমে না, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া সম্ভব নয়। তাঁর মতে, বর্তমান সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও মানুষের সমর্থনই পরিবর্তনের আসল চালিকা শক্তি।এদিন তিনি আরও দাবি করেন, গত এক দশকের তুলনায় আজকের দিল্লি বেশি স্বস্তিদায়ক, বেশি পরিচ্ছন্ন। মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতাও বেড়েছে। এর ফলে প্রতিদিনই পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তিনি বলেন, দিল্লির মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, সেই কারণেই আমরা প্রতিদিন উন্নতির পথে হাঁটছি। দূষণ কমানোর মতো কঠিন কাজও সম্ভব হচ্ছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, আসন্ন বছরের রাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখেই সিরসার এই মন্তব্য। দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি সব সময়ই বিরোধী রাজনৈতিক মহলের সমালোচনার মুখে পড়ে। তাই সরকার দূষণ-হ্রাসের দাবি তুলে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে সরকার বলেও মনে করছেন অনেকে।অন্যদিকে কংগ্রেস বা বিরোধী শিবির সিরসার দাবি ও কটাক্ষকে 'বেপরোয়া' ও 'অভদ্র রাজনৈতিক ভাষা' বলেই আখ্যা দিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক অবস্থানের আক্রমণ করে দিল্লি সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছে। দূষণমাত্রা সত্যিই কমেছে কি না, তা আগামী কয়েকদিনের বাস্তব অবস্থার উপরই নির্ভর করছে। তবে এদিনের ঘটনাচক্রে স্পষ্ট, মনজিন্দর সিং সিরসা রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের সরকারের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ তুলে ধরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চাইলেন। তাঁর মন্তব্য রাজনীতির ময়দানে নতুন বিতর্কের জন্ম দেবে বলেই ধারণা।রাজনৈতিক কটাক্ষ, প্রশাসনিক উদ্যোগ, এবং দূষণ-পরিস্থিতির উপর সরকারের দাবি-সব মিলিয়ে সিরসার বক্তব্য নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে রাজধানীর রাজনৈতিক পরিসরে।

মহাজোটের পরাজয় নিশ্চিত, এনডিএ-র 'মহাবিজয়' সময়ের অপেক্ষা - দাবি শিবরাজ সিং চৌহানের

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর ঃবিহারের ভোটগ্রহণ চলাকালীন রাজনৈতিক তরঙ্গ আরও উঁচুতে তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। বৃহস্পতিবার তিনি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক মন্তব্যকে নিশানা করে দাবি করলেন, মহাজোট আসলে ইতিমধ্যেই পরাজয় মেনে নিয়েছে। সামনে রয়েছে শুধু ফলাফল ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা, আর এনডিএ-র ' এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।রাহুল গান্ধীর ভোট-দুর্নীতি এবং সম্ভাব্য ' চুরি'-র অভিযোগ প্রসঙ্গে শিবরাজ তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এ ধরনের অভিযোগ আসলে আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং নিশ্চিত পরাজয়ের স্পষ্ট লক্ষণ। চৌহান বলেন, রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যেই নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। ভোটের একদিন আগে তিনি বলেছেন ভোট চুরি হবে, কারণ জনগণ তাঁদের ভোট দেন না। তিনি এমন মন্তব্য করে আগেই ফলাফল বুঝে নিয়েছেন।এখানেই থামেননি তিনি। কটাক্ষের সুরে বলেন, মানুষ মাছ ধরার জন্য বা জিলিপি তৈরির জন্য ভোট দেয় না। মানুষ ভোট দেয় উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য। আর সেই কারণেই মহাজোট ইতিমধ্যেই পরাজয় মেনে নিয়েছে। এনডিএ-র মহাবিজয় নিশ্চিত।শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেছেন, আজকের ভোটের প্রবণতাই পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিহারের মানুষ আবারও এনডিএ-কে বেছে নিচ্ছেন। তাঁর কথায়, আজকের ভোট এমনিতেই এনডিএ-র বিশাল জয়ের গল্প বলছে। বিহারের মানুষ ' উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের জন্য ভোট দিচ্ছেন। মানুষের আস্থাই আমাদের শক্তি।প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি লালু প্রসাদ যাদবের শাসনকালকে বিহারের ' অধ্যায়' হিসেবে চিহ্নিত করেন। বলেন, নিজের শাসনকালে লালু শাসন নয়, নিপীড়ন করেছেন। তখন ভয়, দুর্নীতি, ক্ষুধা-এই তিনিই ছিল বিহারের পরিচয়। রাজ্য জুড়ে জঙ্গলরাজের ছায়া ছিল। তাঁর দাবি, এনডিএ-র শাসনে সেই ছবিটাই বদলে গেছে।শিবরাজের ভাষায়, এখন ভয় নেই, আছে আস্থা দুর্নীতি নেই, আছে উদ্ভাবন জঙ্গলরাজ নেই, আছে সুশাসন। বিহারে জনকল্যাণের ইতিহাস লেখা হয়েছে। মানুষ সেই ইতিহাসের ওপর ভরসা রেখেই এনডিএ-কে জয় এনে দেবে। আসন্ন নির্বাচনের ফল নিয়ে এই আত্মবিশ্বাস কেবল রাজনৈতিক ভাষণ নয়, বিজেপির নির্বাচনী প্রচারেও নতুন মাত্রা যোগ করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। দলের অভ্যন্তরেও চৌহানের মন্তব্য রাজনৈতিক মনোবল বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে কংগ্রেস ও মহাজোট শিবির শিবরাজের বক্তব্যকে ' প্রচার' ও ' আত্মবিশ্বাস' বলে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে-এমন ইঙ্গিতও ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে বিরোধী শিবিরে।বিহারের ভোটযুদ্ধ এখন চরমে। ভোটারদের মন কি বার্তা দিচ্ছে, তা সামনে আসবে ফল ঘোষণার দিনেই। তবে আজকের রাজনৈতিক অঙ্গন শিবরাজ সিং চৌহানের এই আক্রমণ ও এনডিএ-র ' দাবি কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হে ওঠাই স্বাভাবিক।

দেশজুড়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযানের আওতায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃকর্মী, জনঅভিযোগ নিষ্পত্তি এবং পেনশন মন্ত্রকের আওতাধীন পেনশন ও পেনশন গ্রহীতাদের কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে সারা দেশে ১-৩০ নভেম্বর ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) অভিযান ৪.০-এর আয়োজন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য পেনশন গ্রহীতাদের ডিজিটাল পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বিষয়ে আরও আগ্রহী করে তোলা। এই কর্মসূচি ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং ইজ অফ লিভিং উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, ২ হাজারেরও বেশি শহরে এই অভিযানের আওতায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। ২ কোটি পেনশনগ্রহীতাকে কর্মসূচিটির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। এক্ষেত্রে আধার-ভিত্তিক মুখাবয়ব যাচাই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। লক্ষ্য হলো জৈবমাত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার না করেও যাতে পেনশন গ্রহীতারা লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারেন তা নিশ্চিত করা। অধিক প্রবীণ এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় ডাক পেমেন্টস ব্যাঙ্ক এই লক্ষ্যে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ডিএলসি পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ তার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এবং ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ সংবিধান দিবসের ভাষণে বলেছিলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া প্রবীণ নাগরিকদের পেনশনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক লাইফ সার্টিফিকেট জোগাড় কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে।দেশজুড়ে প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে ০৬১১২০২৫ তারিখে বর্ধমানে ডিএলসি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আন্ডার সেক্রেটারি সামিন আনসারি ডিএলসি পরিষেবার আওতায় থাকা পেনশন গ্রহীতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ভারতীয় ডাক পেমেন্টস ব্যাঙ্ক, ইউআইডিএআই, এনআইসি এবং স্থানীয় পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে সমন্বয় বিষয়টিও খতিয়ে দেখবেন তিনি। উল্লেখ্য, এনআইসি-র ডিএলসি পোর্টালের মাধ্যমে ডিজিটাল

ভোটাধিকার প্রয়োগে অনুপ্রেরণা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের, গণতান্ত্রিক উৎসবে বিহারের সকালের বার্তা

পাটনা, ৬ নভেম্বরঃবিহারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণে নিজে ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা ও নাগরিকদের সচেতনতার নজির স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার সকালে পাটনার বখতিয়ারপুরের একটি বুথে পৌঁছে তিনি নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সাদামাটা উপস্থিতি, মুখভরা হাসি এবং ভোটারদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তিনি যেন এই নির্বাচনের প্রথম দিনের ছবিতে এক নীরব বার্তা ছড়িয়ে দেন-গণতন্ত্র সক্রিয় নাগরিকের ওপরই টিকে থাকে।ভোটদান শেষে বুথ চত্বরে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে প্রথাগত সৌজন্য বিনিময় করেন তিনি। এরপর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি তুলে ধরেন ভোটদানের গুরুত্ব। তাঁর লেখায় স্পষ্ট ছিল দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার আহ্বান। তিনি লিখেছেন, গণতন্ত্রে ভোটদান কেবল আমাদের অধিকারই নয়, এটা আমাদের দায়িত্বও বটে। তাঁর এই বার্তা শুধু বিহার নয়, দেশের বিস্তৃত গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা বহন করে।প্রথম দফার ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে এদিন বহু এলাকায় সকাল থেকেই ভোটারদের ভিড় দেখা যায়। সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বান

ভোটারদের আরও উজ্জীবিত করতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। নীতীশ কুমার এদিন তাঁর পোস্টে আরও লিখেছেন, আজ বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ চলছে। সব ভোটারের কাছে আমার আবেদন, আপনারা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। অন্যদেরও ভোটদানে উৎসাহিত করুন।তাঁর বার্তার সুরে ছিল এক ধরনের দৃঢ়তা-যে দৃঢ়তা গণতন্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয়। যে কোনও নির্বাচনের প্রথম দিনের ছবি আসলে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলনের ভিত্তি তৈরি করে। এই দিনে মানুষের অংশগ্রহণ যত বেশি হয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রামাণিকতা ততই দৃঢ় হয়। তাই প্রথম দফার মুখ্য দিনে নীতীশ কুমারের এমন আহ্বান ভোটারদের সিদ্ধান্ত ও উপস্থিতিকে আরও উৎসাহিত করেছে।রাজনৈতিক মহলে নীতীশ কুমারের ভোটদানের ছবি এবং তাঁর বার্তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। জেডিইউ শিবিরের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই উপস্থিতি এবং ভোটদানে নাগরিকদের উৎসাহিত করা দলের সংগঠনে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরও মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকে সম্মান জানিয়ে ভোটারদের বেশি করে অংশ নিতে উৎসাহিত করছে।বিহারের নির্বাচনী সংস্কৃতি বরাবরই প্রাণবন্ত, এ রাজ্যে ভোটকে উৎসবের মতো করে দেখা হয়। গ্রামের মাঠ থেকে শহরের পাড়া-সর্বত্র ভোটদান কেন্দ্রগুলি যেন একদিনের উৎসবমুখর প্রাঙ্গন। সেই উৎসবেই এদিন নিজে গিয়ে অংশ নিলেন রাজ্যের অন্যতম প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা নীতীশ কুমার। তাঁর উপস্থিতি যেন আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল-গণতন্ত্রের সুরক্ষার শক্তিঃ কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, বরং জনগণের হাতে। আর জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রযগে করলেই সেই শক্তি সত্যিকার অর্থে কার্যকর হয়।প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরই সামনে আসবে নির্বাচনের অন্য পর্যায়গুলো। কিন্তু তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই সরল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা নির্বাচনী পরিবেশে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর কথায, দায়িত্ববান নাগরিকের চর্চাই গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ করে। ভোট শুধু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয-এটি ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণের এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।বিহারের ভোটযজ্ঞের প্রথম দিনে নীতীশ কুমারের এই সকালের বার্তা তাই আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল-নাগরিক অংশগ্রহণই গণতন্ত্রের প্রাণ। ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা শুধু অধিকার নয়, এটি একজন দায়িত্বশীল সমাজের সত্যিকারের পরিচয়।

দেশীয় বাজারে কমল সোনার দাম, একাধিক শহরে নেমে এলো দামের সূচক

মুম্বই, ৬ নভেম্বর ঃসপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে দেশীয় বাজারে স্বস্তির হাওয়া। শুক্রবার বিভিন্ন মহানগরে সোনার দর নিম্নমুখী হল। আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রভাবে বহুদিন ধরেই সোনার দামে রদবদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এদিন দেশে ২৪ ক্যারেট ও ২২ ক্যারেট সোনার দর আগের তুলনায় কিছুটা কমল।এদিন দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,২১,৬২০ টাকা, আর ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৪৯০ টাকা। মুম্বইতেও দামের হেরফের দেখা যায়-সেখানে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২১,৪৭০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৩৪০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।গুজরাটের বাণিজ্যনগরী আহমেদাবাদে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,২১,৫২০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৩৯০ টাকা। দক্ষিণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহর চেন্নাইতেও একই দামের সুর। ২৪ ক্যারেট সোনা ১,২১,৪৭০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনা ১,১১,৩৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।পূর্ব ভারতের বৃহত্তম শহর কলকাতায় সোনার বাজারে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়নি। এখানেও প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২১,৪৭০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৩৪০ টাকা।উত্তর ভারতের জনবহুল শহর লখনউয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,২১,৬২০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৪৯০ টাকা। একইভাবে পাটনায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২১,৫২০ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৩৯০ টাকা। জয়পুরে ২৪ ক্যারেট সোনা বিক্রি হয়েছে ১,২১,৬২০ টাকায় এবং ২২ ক্যারেট সোনা ১,১১,৪৯০ টাকায়।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্বজুড়ে একাধিক অর্থনৈতিক সূচক এবং বাণিজ্যিক অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি সোনার দামের ওপর পড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য ওঠানামা, মার্কিন ডলারের বিনিময় হার, বৈশ্বিক শুল্ক পরিবর্তন থেকে শুরু করে ইকুইটি মার্কেট, বন্ড মার্কেট এবং বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি-সবকিছুই প্রতিদিন সোনার দরের গতিপথ নির্ধারণ করে।সোনার বাজার সাধারণত নিরাপদ বিনিয়োগের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিতে সামান্য অনিশ্চয়তা তৈরি হলেই সোনার চাহিদা বাড়ে। আবার কিছু সময় আন্তর্জাতিক বাজার স্থিতিশীল থাকলে সোনার দাম কমতে দেখা যায়। শুক্রবারের দাম হ্রাস তাই অনেকটাই বৈশ্বিক অস্থিরতার সামগ্রিক চিত্রের প্রতিফলন।দেশীয় বাজারে সোনার এই পতন ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির খবর। উৎসবের মৌসুম শেষ হলেও বিয়ের মরসুম সামনে। সেই সময় সোনার দরের এই সামান্য পতন খুচরো বাজারে কেনাকাটায় খানিকটা সাশ্রয় এনে দিতে পারে। বড় শহরগুলিতে দামের এ হ্রাস পরবর্তী কয়েকদিনেও বজায় থাকবে কি না, তা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক বাজারের পরবর্তী গতিবিধির উপর।ফলে আপাতত শুক্রবার দেশের সোনা বাজারে হালকা নিম্নমুখী সুর তৈরি হলেও আগামী সপ্তাহে দাম কোন দিকে মুখ ঘোরাবে, তা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাজার ও বিনিয়োগকারী মহল।

অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান, কংগ্রেস-আরজেডিকে নিশানা করে আরারিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা

আরারিয়া, ৬ নভেম্বর ঃবিহারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে উত্তাপে আরও ঘৃতাহুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার আরারিয়ার জনসভায় তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ, নিরাপত্তা-ইস্যুতে দৃঢ় অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক আস্থার প্রতি আপসহীনতার ঘোষণা। এনডিএ সরকারের অনুপ্রবেশবিরোধী নীতি নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েই তিনি কংগ্রেস ও আরজেডি-কে সরাসরি কোণঠাসা করার চেষ্টা করলেন।সভায় প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনুপ্রবেশকারীরাই। তাঁর দাবি, এনডিএ সরকার এই সমস্যাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য সততার সঙ্গে কাজ করছে। তিনি জোর দিয়ে জানান, এটি শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়-এটি দেশের নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।এই প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি আক্রমণের নিশানায় নেন কংগ্রেস ও আরজেডি-কে। তাঁর অভিযোগ, এনডিএ যেখানে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে, সেখানে বিরোধী শিবির উল্টোভাবে তাঁদের রক্ষা করতে তৎপর। তিনি বলেন, আরজেডি এবং কংগ্রেসের লোকজন অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে ব্যস্ত। তারা নানা মিথ্যা প্রচার চালায়, জনগণকে বিভ্রান্ত করতে রাজনৈতিক সফর করে। মোদীর মতে, এই বিরোধী জোটের লক্ষ্য দেশের নিরাপত্তা নয়, বরং রাজনৈতিক লভ্যাংশ রক্ষা করা।কেবল নিরাপত্তা নয়, সাংস্কৃতিক আস্থা নিয়েও বিজেপি নেতার বক্তব্য ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। ছটপুজো-বিহারের অন্যতম বৃহৎ উৎসব-নিয়ে কংগ্রেসের মন্তব্যকে তিনি সরাসরি জনগণের বিশ্বাসে আঘাত বলেই মনে করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের ' বিহারে এসে ছঠি মাইয়া পূজাকে নাটক বলে অভিহিত করেছে। এটি ছঠি মাইয়ার অপমান, আমাদের আস্থার অপমান।মোদীর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল আবেগের সুর। তিনি উল্লেখ করেন, ছটপুজোর সময় মা-বোনেরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে উপবাস থেকে কঠোর আচারের পালন করেন, জলপর্যন্ত গ্রহণ করেন না। সেই পবিত্র আচারকে ' বলা শুধু ভুল নয়, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি অবমাননাও।বিহারে ভোটের আগে রাজনৈতিক পারদ তীব্রভাবে চড়ছে। আরারিয়ার এই সভায় মোদীর ভাষণ সেই উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দিল। নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ, সংস্কৃতি-এই তিনটি ইস্যুকে সামনে রেখে বিজেপি শিবির যে ভোটারদের আবেগ ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাইছে, সেটি এদিনের ভাষণেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।এনডিএ সরকারের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তিনি জানিয়ে দেন, দেশের নিরাপত্তা কোনও আপসের বিষয় নয়। তাঁর ভাষায়, দেশের নিরাপত্তা এবং আস্থার বিষয়ে কংগ্রেস বা আরজেডির কোনও চিন্তা নেই। তাই তারা দেশের বিশ্বাস, সংস্কৃতিকে অবমাননা করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চায়।জনসভায় উপস্থিত মানুষের সমর্থন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য ভোটের আবহকে আরও তীব্র করেছে। আগামী দিনে এই বক্তব্য রাজনৈতিক অঙ্গনে কী প্রভাব ফেলবে, তা এখন ভোট-পরবর্তী ফলাফলের অপেক্ষা।

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ে প্রশংসা শচীন-সৌরভ-কোহলির

কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ প্রথমবারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। স্মৃতি মান্ধানা-হরমনপ্রিত কৌরদের বিশ্বজয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বয়ে যাচ্ছে প্রশংসার ঝড়। ভারতের কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি, বিরাট কোহলিরা প্রকাশ করেছেন উচ্ছ্বাস।শচীন টেন্ডুলকার ১৯৮৩ তে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের উদাহরণ টেনে বলেছেন, '১৯৮৩ আমাদের এক প্রজন্মকে ব। স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নকে তা।। করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমরাও অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জিতেছি।আজ আমাদের মহিলা ক্রিকেট দল সেই অসাধারণ কাজটা করে দেখাল। তারা এই বিশ্বকাপ জিতে দেশের বহু তরুণীকে অনুপ্রাণিত করেছে। আগামী প্রজন্মকে তারা ব্যাট ও বল হাতে তুলে নিতে প্রেরণা জাগালো। এটি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের যাত্রায় এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অভিনন্দন, টিম ইন্ডিয়া। তোমরা পুরো দেশকে গর্বিত করেছ।'ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছেন, 'মেয়েদের অসাধারণ সাফল্য! গত ৬ বছরে তারা অনেক দূর এগিয়েছে। ওরা আজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ।ওদের নিয়ে আমরা ভীষণ গর্বিত।'বিরাট কোহলি শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'আগামী প্রজন্মের জন্য প্রেরণা হয়ে উঠেছ তোমরা। তোমাদের নির্ভীক ক্রিকেট আর অটল বিশ্বাসে প্রত্যেক ভারতীয় গর্বিত। তোমরা এই সাফল্যের সকল প্রশংসার যোগ্য - এই মুহূর্তটা উপভোগ করো পুরোপুরি। দারুণ খেলেছ, হরমন এবং দল। জয় হিন্দ।'

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জন্য খুবই ইতিবাচক এবং আনন্দের দিন হবে। উদ্যমী এবং উৎসাহী বোধ করবেন, চারপাশের লোকেদের অনুপ্রাণিত করবেন। আত্মবিশ্বাস উচ্চ থাকবে, যা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন সুযোগের মুখোমুখি হতে সাহায্য ।
বৃষঃ শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বা।। নতুন টাকাপয়সা বানানোর সুযোগ লাভজনক হতে পারে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন। ভালোবাসার মানুষটি রোম্যান্টিক মেজাজে থাকবে।
মিথুনঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সর্দিকাশিতে ভুগতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য অতিরিক্তঃ ঝুঁকি নেবেন না। পরিবারের কোনও সদস্যের জন্য গর্ব বোধ করবেন। গৃহঋণের আবেদন মঞ্জুর হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃদাম্পত্য জীবনে কিছুটা মানসিক অশান্তি থাকবে। ছোট অস্ত্রোপচার বা রক্তপাতের যোগ রয়েছে। আইনি কাজকর্মের ক্ষেত্রে আজ কিছুটা বাধা পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
সিংহঃ সারাদিন আপনার মধ্যে ভরপুর শক্তি থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন। ব্যবসায়ীরা ভালো ফল পাবেন। স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে।।
কন্যা ঃআজ অবিবাহিতদের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হতে পারে। শারীরিক কষ্ট ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে যেতে পারে। কর্মস্থানে অধস্তন কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়াতে পারেন। অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে লোকসান হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
তুলাঃবিনিয়োগকারীরা ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভালো। চুক্তি সম্পন্ন হবে। এই রাশির কোনও কোনও জাতক ছোটখাটো স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগতে পারেন। আপনার মেজাজের পরিবর্তন পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে। যাঁরা নতুন বাড়ির সন্ধান করছেন, তাঁরা সঠিক জায়গা খুঁজে পাবেন। শুভ দিন।
বৃশ্চিকঃব্যবসায় আজ মুনাফা বাড়বে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের। আজ নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করুন, না হলে বড় বিপদে পড়তে পারেন। হাড়ে আঘাত পাওয়ার যোগ রয়েছে। আইনি সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কাছের বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। শুভ দিন।
ধনুঃ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। দীর্ঘ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। এই রাশির জাতক-জাতিকার মধ্যে কেউ কেউ সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য
মকরঃ আজ আয় মন্দ হবে না মকর রাশির জাতকদের। প্রতিবেশীর কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। আগের আটকে থাকা টাকা ফিরে পেতে পারেন। কাউকে বিশ্বাস করে আর্থিক সাহায্য করলে ক্ষতি হতে পারে। দাম্পত্যে মতভেদ বাড়বে। কমিশন ভিত্তিক কাজে আয় বাড়বে।
কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জন্য একটি ইতিবাচক এবং অনুপ্রেরণামূলক দিন হতে পারে। নতুন সুযোগ এবং অভিজ্ঞতা তৈরি হবে। সামাজিক জীবন প্রাণবন্ত এবং অর্থপূর্ণ হবে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলিকে ভালবাসা এবং সম্প্রীতির সঙ্গে সমৃদ্ধ করবেন। ঃ সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করবে।।
মীনঃ আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। আপনার

আবহাওয়া

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে মোটের ওপর এখন আবহাওয়া থাকবে শুস্ক। তবে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্ত ভাবে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী দুই থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।সেই মতো মঙ্গলবার সকালে পারদ সামান্য নেমেছে। মৃদু ঠান্ডাও অনুভূত হয়েছে। এদিন ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি কম। যদিও উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিনে তাপমাত্রার আর খুব বেশি হেরফের হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়ে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরের উপর। সেই নিম্নচাপের প্রভাবে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ফলে ৫ তারিখ পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মিনিটে।

তিন বছর পর শুরু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প

দুরন্তবার্তা, সুমন দে ঃ প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প পুনরায় শুরু হতে চলেছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ৩১ অক্টোবরের জব কার্ড হোল্ডারদের তথ্য যাচাই ও ই-কেওয়াইসি আপডেটের কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে সম্পন্ন করা যায়নি যা দ্রুত শেষ করতে জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প পুনরায় শুরু হলে রাজ্যের ২ কোটি ৫৬ লক্ষের বেশি জব কার্ড হোল্ডার উপকৃত হবেন।

বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে মন্ত্রী পুলক রায়

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে বসে জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের মহেশপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এস. আই. আর. সহায়তা বা বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে মন্ত্রী পুলক রায় ফর্ম পূরনের বিষয়ে সহযোগিতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। মন্ত্রী পুলক রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আজিজুল হক, সুলতানা বেগম, মহেশপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্না বর সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ।

বিজেপির বি এল এ সহ বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর ঃ বারুইপুরে বিজেপির বি এল এ সহ দু'জন বিজেপিকে কর্মীকে মারধর, কাঠগড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে এস আই আরে-র কাজ। আর বুধবার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকার বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০ কলোনি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তথা বি এল ও অঞ্জনা মন্ডলের সঙ্গে দেখা করেন এস আই আর কাজ শুরু করার আগেই বি এল এ সুরজিৎ বিশ্বাস। তার পরিচয় পত্র ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছেঅঞ্জনা মন্ডলের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় বিজেপির বি এল এ সুরজিৎ বিশ্বাসকে চড় মারার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। সেই সময় সেখানে উপস্থিত থাকা এলাকার তৃণমূল কর্মী ও বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান রিয়া বর্মনের স্বামী চয়ন বর্মনের নেতৃত্বে তৃণমূলের লোকজন সুরজিৎ বিশ্বাসকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। দলের বি এল এ কে মারধর করতে দেখে ঠেকাতে গিয়ে বিজেপির স্থানীয় শক্তি প্রমুখ তাপস রায় কেও বেধড়র মারধর করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিজেপির বারুইপুর পশ্চিম ১নং মন্ডল সভাপতি গৌতম চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল ইচ্ছা করে আমাদের কর্মীর উপর আক্রমণ করেছে। যদিও সেই হামলা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত তৃণমূলের চয়ন বর্মন। তার পাল্টা দাবি অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করেছে অভিযুক্ত বি এল এ। বারুইপুর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভোটার তালিকায় কাজের অগ্রগতি দেখতে প্রতিনিধিদল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী পর্বে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল আজ আলিপুরদুয়ারে পরিদর্শন করে। কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতির নেতৃত্বে এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস, আলিপুরদুয়ারের জেলা নির্বাচন আধিকারিকসহ সংশ্লিষ্ট জেলার ইআরও, এইআরও ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর সামগ্রিক অগ্রগতি, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া, এবং বুথ লেভেল অফিসারদের কাজের পর্যালোচনা করা হয়। কোনও বৈধ ভোটার যাতে বাদ না পড়েন এবং মৃত, স্থানান্তরিত, অনুপস্থিত বা ডুপ্লিকেট ভোটার যাতে তালিকাভুক্ত না হন তা নিশ্চিত করতে হবে বলে বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার ও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এদিন জেলা নির্বাচন আধিকারিককে নির্দেশ দেন, ভোটারদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে। বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ও অন্যান্য দফতরীয় আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে কুচবিহার জেলার উদ্দেশে রওনা দেন।

২০০২ ভোটার তালিকা ধরে কেন এস.আই.আর? নির্বাচন কমিশনের হলফনামা তলব হাইকোর্টের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে রাজ্যজুড়ে উত্তেজনার আবহের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে প্রশ্ন তোলে; কেন ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে এই এস.আই.আর. চালানো হচ্ছে? সেই প্রশ্নের কারণ এবং আইনগত যুক্তি পরিষ্কার করতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলাটির পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে আগামী ১৯ নভেম্বর। এদিন আদালতে জনস্বার্থ মামলাকারীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান এস.আই.আর. প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সরকারি কর্মীরা হুমকির মুখে পড়ছেন। তাঁদের দাবি, এলাকায় এলাকায় যাঁরা সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ভোটার তালিকার নাম বাছাই বা বাদ দেওয়া নিয়ে। অভিযোগ উঠেছে, নাম বাদ পড়লে বা কোনও বিভ্রান্তি তৈরি হলে সমীক্ষার কাজে থাকা সরকারি কর্মীদের 'দেখে নেওয়া' হবে বলে হুমকি দিচ্ছেন কিছু মানুষ। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের সব ক্ষেত্রেই শাসকদলের একটি অংশ এস.আই.আর. আতঙ্ককে কারণ দেখিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে; এমন অভিযোগও মামলাকারী পক্ষ আদালতের নজরে

আনে। শুনানির সময় ডিভিশন বেঞ্চ পরিষ্কারভাবে জানতে চায়, কেন বিশেষভাবে ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে মানদণ্ড ধরা হয়েছে? কেন আগের বা পরের কোনও তালিকা নয়? আদালত জানতে চায়, কমিশন কি কোনও নির্দিষ্ট আইন বা নির্দেশনার ভিত্তিতে এই তালিকাকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতকে জানান, ২০০২ সালে শেষবার এস.আই. আর. হয়েছিল। সেই সময় একটি 'ফ্রেশ' বা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে আর কোনও এস.আই.আর. হয়নি। ফলে দীর্ঘ ২৩ বছরের পুরনো সেই তালিকাকেই এখন পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। কমিশনের যুক্তি, যেহেতু ওই সময়ের তালিকাকে সম্পূর্ণ বিবেচনা করা হয়েছিল, তাই সেই তালিকার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সংশোধনের কাজ করা হচ্ছে। তবে এই যুক্তিতে আদালত সন্তুষ্ট হয়নি। ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের আইনি ভিত্তি ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সহ বিস্তারিত হলফনামা জমা দিতে হবে। মামলাকারী পক্ষ আরও জানান, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এস.আই. আর. সমীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারিত নানা ভুল তথ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে। বহু মানুষ মনে করছেন, ২০০২ সালের তালিকা ভিত্তি ধরে নাম না থাকলে তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার চলছে বলেও অভিযোগ। মামলাকারীর দাবি, ফলে মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে এবং সমীক্ষা পরিচালনাকারী কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। আদালতের এই প্রশ্ন ও নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য নজির বলে মনে করছেন আইনি মহল। কারণ এর মাধ্যমে এস.আই.আর. প্রক্রিয়ার মূল কাঠামো এবং কমিশনের সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি হল। বিশেষভাবে ২০০২ সালের তালিকা কেন এত গুরুত্ব পেল, তা নিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক বিতর্কও তীব্র। বিরোধীদের অভিযোগ, এই তালিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে এবং শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক ভাষ্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, আদালতে নির্দেশ অনুসারে আগামী শুনানির আগেই একটি বিস্তারিত হলফনামা প্রস্তুত করা হবে। সেখানে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে; ২০০২ সালকে ভিত্তির পেছনে কোন আইনগত ও প্রশাসনিক যুক্তি রয়েছে এবং এস.আই. আর. প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হবে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়ায়। এস.আই.আর. নিয়ে একাধিক মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশ আরও গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তী শুনানিতে কমিশনের হলফনামার ভিত্তিতে স্পষ্ট হবে; এস.আই. আর.-এ ব্যবহৃত তালিকার নির্বাচন কতটা যৌক্তিক ছিল এবং ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া চালাতে কমিশন কী ধরনের পরিবর্তন বা সতর্কতা গ্রহণ করতে পারে।

বিদেশে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে টাকা প্রতারণার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ ঃ বিদেশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার মূলচক্রী। হিঙ্গলগঞ্জ থানায় দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ আসছিল হিঙ্গলগঞ্জ থানার হিঙ্গলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলের মাঠ এলাকার বাসিন্দা আব্দুল হামিদ গাজী দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা, বসিরহাট, বারাসাত, হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বিদেশে কাজের লোভ দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। দুবাই, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুর সহ একাধিক জায়গায় কাজের প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ আব্দুল হামিদ গাজীকে গ্রেপ্তার করে। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পাসপোর্ট উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গেছে,পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে তার সঙ্গে এই কাজে যুক্ত ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার বাসিন্দা সেলিম লস্কর। তারা দু'জনে মিলেই ফন্দি এঁটে মানুষকে প্রতারিত করতো। কারো কাছ থেকে এক লাখ, কারো কাছ থেকে দেড় লাখ। এমনকি কারো কাছ থেকে তিন থেকে চার লাখ টাকা পর্যন্ত আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে এই দুজনের বিরুদ্ধে। ধৃত আব্দুল হামিদ গাজীকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তাকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশের তরফে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক কোনো চক্রের যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ।

বিশ্বভারতীতে শুরু হল 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন'

দুরন্তবার্তা, দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন ঃ হেরিটেজে প্রথমবার হচ্ছে 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন'। বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে ৬ ও ৭ নভেম্বর, দুই দিনের এই সম্মেলনে অংশ নেবে প্রায় ৭৫ টি ছোট-বড় বহুজাতিক সংস্থা। ৯ টি কোম্পানি এই সম্মেলনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করছে। রিলায়েন্স, টাটা, আইটিসি, আইবিএম সহ প্রায় ৭৫টি ছোট-বড় বহুজাতিক সংস্থা অংশ নিচ্ছে। আর এই সম্মেলনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করছে ৫টি ব্যাঙ্ক সহ চিনের কনস্যুলেট। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি, এ্যাক্সিস ও বন্ধন ব্যাঙ্ক সহ বেলজিয়ামের জিঙ্ক এসোসিয়েট (আইজেডএ), হুর্ল প্রভৃতি। এ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ। এত গুলো বড় বড় কোম্পানি এসেছে, ভবিষ্যতে পড়ুয়াদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপকার হবে। নতুন ট্যালেন্ট খুঁজে পাওয়া যাবে, কর্মসংস্থান হবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী আমাদের কাছে গর্বে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি আমাদের লক্ষ্য' ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বভারতীতে আন্তর্জাতিক স্তরের 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন ২০২৫-এ কলকাতা স্থিত চিনের কনসুল জেনারেল স্কু উই-কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানান, এই সম্মেলনে পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন, কর্মসংস্থান হবে। ইতিমধ্যেই জোর কদমে তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই সম্মেলনের সূচনা করার কথা। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। তিনি বলেন, 'প্রথমবার এই সম্মেলন হচ্ছে। প্রথমবারেই সবার কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। আপনারা জানেন বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ, এই তকমা ধরে রাখতে হবে কোন কোম্পানি যদি এই দায়িত্ব নেয়, আমাদের সুবিধা। এছাড়া, বিশ্বভারতীর হাসপাতাল থেকে শিল্প, নৃত্য, গীত, কলাকে কেউ যদি প্রমোট করে সকলের সুবিধা। এই সকল একাধিক উপকার হবে। পড়ুয়াদের অনেক সুবিধা হবে। সব দিক মাথায় রেখে আমরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত দুটি কোম্পানিও অংশ নিচ্ছে। সম্মেলনের সূচনা করার কথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যান টিজি সিতারাম, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব বিনীত জোসি, বন্ধন ব্যাঙ্কের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ ও কলকাতা স্থিত চিনের কনসুল জেনারেল স্কু উই। বিশ্বভারতীর কলাভবন, শিল্পসদন, বিজ্ঞান বিভাগ সহ একাধিক ভবন ও বিভাগের পড়ুয়ারা অংশ নিচ্ছেন এই বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলনে। বিশ্বভারতীর অন্যতম সঙ্গীতভবনের পড়ুয়ারাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করবেন।

পোস্টিং মামলায় হাইকোর্টে বড় স্বস্তি অনিকেত মাহাতোর, ফেরার পথ খুলল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর পোস্টিং-সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তিদায়ক রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রায়গঞ্জে বদলির নির্দেশ বাতিল করে তাঁকে আগের কর্মস্থল; আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই ফের পোস্টিং দেওয়ার নির্দেশ বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে অক্ষত রেখে দেয়, যার ফলে অনিকেতের পক্ষে একটি বড় আইনি জয় স্পষ্ট হলো। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক মাস আগে, যখন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসক আনিস খানের মৃত্যু, নিগ্রহ এবং কর্মপরিবেশ নিয়ে একাধিক অভিযোগ ঘিরে এক বিস্তৃত আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় মুখ হিসাবে উঠে আসেন চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, চিকিৎসকদের সুরক্ষা, ন্যায্য তদন্ত; এই দাবিগুলি নিয়ে অনিকেত ও তাঁর সহকর্মীরা রাস্তায় নেমেছিলেন, যার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ্যজুড়ে। আন্দোলন বাড়তে থাকায় প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। ঠিক সেই সময় আচমকাই অনিকেতের নামে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে বদলির নোটিশ জারি হয়। চিকিৎসক মহলের একটি বড় অংশের দাবি ছিল; এই বদলি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হলেও তার পিছনে আন্দোলন দমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই বেশি ছিল। অনিকেত নিজেও আবেদন করেন যে, তাঁর বদলি অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিষয়টি আদালতের দ্বারস্থ হলে হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ রায় দেন; অনিকেত মহাতোকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই পোস্টিং দিতে হবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যপক্ষ আপিল জানালে মামলাটি ওঠে ডিভিশন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে জানায়; সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ যথার্থ এবং তা বহাল রাখা হচ্ছে। ফলে অনিকেতের বদলি কার্যত বাতিল হয়ে গেল, এবং তিনি ফের নিজের কর্মস্থলেই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আদালতের এই রায়ে শুধু অনিকেত নয়, আর জি করের আন্দোলনরত চিকিৎসকদের একাংশও স্বস্তি পেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনিক চাপে বদলি বা বহিষ্কারের আতঙ্ক বাড়ছিল। আদালতের এই সিদ্ধান্ত সেই আতঙ্ক দূর করেছে। আইনজীবী মহলের মতে, এই রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে; কোনও আন্দোলন বা মতপ্রকাশের অধিকার চর্চা করলেই তাকে প্রশাসনিক শাস্তির মুখে পড়তে হবে, এমন নয়। বিশেষত চিকিৎসা ক্ষেত্র, যেখানে নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা গণস্বার্থের অংশ, সেখানে বদলির মতো সিদ্ধান্ত আদালতের কাছে যথেষ্ট গুরুতর বলে গণ্য হয়েছে। অনিকেত মাহাতো আদালতের রায়ের পর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় জানান, 'বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। এই রায় শুধু আমার ব্যক্তিগত জয় নয়, বরং সেই সমস্ত চিকিৎসকদের জয়, যারা ন্যায্য দাবির জন্য আন্দোলনে সামিল ছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাব এবং রোগীদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করব।' রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে আর কোনও আইনি পথে এগোনো হবে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে স্বাস্থ্য মহলের মতে, আদালতের রায়ের ফলে প্রশাসনের ওপর এখন অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে; চিকিৎসকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও অভিযোগগুলির প্রতিটি দিক আরও সঠিকভাবে পর্যালোচনা করার। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে নেটমাধ্যমে অনিকেতের পোস্টিং ও আন্দোলন নিয়ে নানা ভুয়ো খবর ছড়িয়েছিল বলে অভিযোগ। এ দিনের রায়ের পর সেখানে কিছুটা স্বচ্ছতা ফেরার আশা করা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশের ফলে অনিকেতের আর জি কোরে ফেরত যাওয়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

অফিসপাড়ায় আগুনে তীব্র চাঞ্চল্য, লালবাজারের কাছেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ব্যস্ত অফিসসময়ের শহর কলকাতার হৃদয়স্থল লালবাজারের কাছে বৃহস্পতিবার সকালেই হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে একটি গুদাম। সকাল ঠিক ১০টা নাগাদ আরএন মুখার্জি রোডের ওই গুদাম থেকে প্রথমে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়েরা। মুহূর্তের মধ্যেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ ঢেকে দিলে ছুটে আসে আতঙ্ক। অফিসবাহী মানুষ, পথচারী, দোকানদার; সবাই নতুন করে বিপদের আঁচ টের পান। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পাঠানো হয় মোট ছ'টি ইঞ্জিন। কিন্তু তার পরও আগুন নেভানো সহজ হয়নি। কারণ গুদামে মজুত ছিল প্রচুর পরিমাণ দাহ্য পদার্থ, গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং সম্ভবত কয়েক ধরনের রাসায়নিকও। কালো ধোঁয়ার ঘন চাদরে মুহূর্তে ঢেকে যায় গোটা এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ধোঁয়া এবং গন্ধে শ্বাস নিতে পর্যন্ত অসুবিধা হচ্ছিল। উদ্ধারকাজে নেমে তাঁদের মুখে মাস্ক, চোখে সুরক্ষা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা জুড়ে জড়ো হয় অফিসগামী মানুষের ভিড়। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, গুদামটিতে গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ছাড়াও দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। এই কারণে আগুন লাগার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা ভয়াবহ আকার নেয়। দমকল আধিকারিকদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। যেহেতু গুদামে রাসায়নিক থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না দমকল কর্মীরা, তাই আগুনের তীব্রতা আরও বেড়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। লালবাজার এবং আরএন মুখার্জি রোড এলাকায় সকাল ৯টা থেকে ১১টা অফিসযাত্রার কারণে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ভিড় তুঙ্গে থাকে। এই সময়ে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বহু মানুষের মনে। বহু মানুষের অফিসে পৌঁছানোর সময়সূচিও বিঘ্নিত হয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় কলকাতা পুলিশের বড়সড় বাহিনী। এলাকায় ব্যারিকেড বসিয়ে যান চলাচল আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ দমকলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিতে শুরু করে। তবে দমকলের দ্রুত তৎপরতায় সেই আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়নি। দমকলের এক আধিকারিক বলেন, 'এ ধরনের গুদামে যথাযথ অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা জরুরি। না হলে যে কোনও সময় বড় বিপদ হতে পারে।' অগ্নিকাণ্ডে কেউ আহত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। তবে দমকলের দাবি, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আশপাশের মানুষজনকে সরে যেতে বলা হয়েছিল ও অধিকাংশই সময়মতো নিরাপদ স্থানে চলে যান। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুনের তীব্রতা কিছুটা কমানো গেলেও পুরোপুরি নেভাতে আরও সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। শহরের বুকে লালবাজারের মতো জনবহুল এলাকায় এ ধরনের অগ্নিকাণ্ড আবারও প্রশ্ন তুলেছে কলকাতার ব্যস্ত বাণিজ্যিক অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপরে। অফিসপাড়ার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও দমকল ও পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলেই মত বহু মানুষের। আগুনের উৎস ও গুদামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশের তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

আরটিও-র দালালরাজ শেষ করতে বড় পদক্ষেপ, ঘরে বসেই মিলবে ৫০টি মোটরযান পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে মোটরযান পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে এবং দালালচক্রের দৌরাত্ম্য থামাতে বড় পদক্ষেপ নিল পরিবহণ দপ্তর। লার্নার লাইসেন্স থেকে শুরু করে পারমিটের আবেদন কিংবা কন্ডাক্টর লাইসেন্স নবীকরণ; এখন থেকে এসব পরিষেবার জন্য আর আরটিও অফিসে লম্বা লাইন দিতে হবে না সাধারণ মানুষকে। বাড়িতে বসেই অনলাইনেই মিলবে সমস্ত পরিষেবা। পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, 'ফেসলেস সার্ভিস' ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ৫০টি পরিষেবা চালু করা হচ্ছে, যার যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে আধার-ভিত্তিক প্রমাণীকরণের মাধ্যমে। সম্প্রতি পরিবহণ দপ্তরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, অনলাইন পরিষেবার প্রসার বাড়াতে ও শারীরিক যাচাইয়ের প্রয়োজন কমাতে এনআইসি-র সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। নবান্নের সূত্রে খবর, গত ১৪ অক্টোবর ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আধার-ভিত্তিক যাচাইয়ের বাধ্যতামূলক প্রয়োগের বিষয়ে সম্মতি জানায় পরিবহণ দপ্তর। এক আধিকারিক বলেন, ''আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের ঘনঘন আরটিও অফিসে যাতায়াত কমানো। বহু মানুষের অভিযোগ, লাইসেন্স বা যানবাহন-সংক্রান্ত কাজ করতে গেলে বারবার দফতরে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দালালদের সাহায্য ছাড়া কাজ এগোয় না। নতুন ফেসলেস পরিষেবা সেই সমস্যারই সমাধান করবে।'' তিনি আরও জানান, শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন না থাকায় সময় বাঁচবে, আর অনলাইন ব্যবস্থার ফলে দালালচক্রের ভূমিকা অনেকটাই কমে যাবে। নতুন পরিষেবার আওতায় লার্নার লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আবেদন, যানবাহন নিবন্ধন, পারমিট ইস্যু ও নবীকরণ, কন্ডাক্টর লাইসেন্স নবীকরণ;সব মিলিয়ে মোট ৫০টি পরিষেবা অনলাইনেই পাওয়া যাবে। আবেদনকারীরা প্রয়োজনীয় নথি নিজেরাই আপলোড করতে পারবেন। অনলাইনেই করতে পারবেন ফি প্রদানের কাজ। এরপর অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের আপডেট সরাসরি মিলবে পোর্টালের মাধ্যমে। পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন জানিয়েছেন, ''আধার-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ ব্যবস্থার ফলে নাগরিকরা আরটিও অফিসে না গিয়েই অধিকাংশ কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। এতে মানুষের সময় এবং শ্রম দুই-ই বাঁচবে।'' তবে পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, আধার তথ্য এবং লাইসেন্স বা যানবাহন নিবন্ধন তথ্যের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি থাকলে আবেদন বাতিল হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বায়োমেট্রিক বা পরিচয় সংশোধনের জন্য আরটিও অফিসে উপস্থিত হতে হতে পারে। নাম বা জন্মতারিখে বড় ধরনের সংশোধনের প্রয়োজন হলে সশরীরে যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই অংশটুকু ছাড়া প্রায় সব পরিষেবা সম্পূর্ণ ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে দপ্তর। নতুন পরিষেবাগুলি সংযোজন করার পাশাপাশি তিন দিনের মধ্যে একটি বিশদ রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। দপ্তরের আশা, এই ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হলে আরটিও দফতরে ভিড় কমবে, অভিযোগও কমবে সাধারণ মানুষের। বহু বছর ধরে আরটিও অফিসে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য নিয়ে ক্ষোভ ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। নতুন ফেসলেস পরিষেবা ব্যবস্থা এক বড় স্বস্তির খবর এনে দিয়েছে রাজ্যের কোটি কোটি পথ-ব্যবহারকারীর জন্য।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/Br-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EEC/I/001/58/2025-2026 Name of work : **Repairing of bustee privies at 48/1/H, 7, etc. Satchashi Para Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,975.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

2. NIT No. : KMC/EEC/I/001/77/2025-2026 Name of work : **Replacement of Broken Privy Doors at 89/1 Cossipore Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,99,225.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

3. NIT No. : KMC/EEC/I/001/93/2025-2026 Name of work : **Repairing of bustee privies at 22/H/29, 22/2/H/27 K.C. Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,673.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

4. NIT No. : KMC/EEC/I/001/98/2025-2026 Name of work : **Relaying of Kerb and Channel at 3, 9 etc. Pran Nath Sur Lane in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,49,916.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

5. NIT No. : KMC/EEC/I/001/121/2025-2026 Name of work : **Repairing of UG sewer at 4 etc. Seals Garden Lane in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,645.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

6. NIT No. : KMC/EEC/I/001/122/2025-2026 Name of work : **Repairing of UG sewer at 3, 9 etc. Pran Nath Sur Lane in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,559.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

7. NIT No. : KMC/EEC/I/001/124/2025-2026 Name of work : **Repairing of UG sewer at 87A etc. Cossipore Road in Ward No. 001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,567.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

8. NIT No. : KMC/EEC/I/001/126/2025-2026 Name of work : **Repairing of UG sewer at 35/1 B.T. Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,687.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

9. NIT No. : KMC/EEC/I/001/130/2025-2026 Name of work : **Repairing of UG sewer at 44/1B, 66A etc. PG Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,673.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

10. NIT No. : KMC/EEC/I/001/136/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 5/H/6, 5/H/7 etc. Kashiswar Chatterjee Lane in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,940.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

11. NIT No. : KMC/EEC/I/001/137/2025-2026 Name of work : **Improvement of IPS passages at 51, etc. satchashi Para Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,914.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

12. NIT No. : KMC/EEC/I/001/138/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS Passages at 48, 47, etc. satchashi Para Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,49,987.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

13. NIT No. : KMC/EEC/I/001/142/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS Passages at 5/8/H/10, 5/H/7, etc. S.P. Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,879.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

14. NIT No. : KMC/EEC/I/001/143/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS Passages at 6C, 6N, 6L, etc. S.P. Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,921.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

15. NIT No. : KMC/EEC/I/001/144/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS footpath at 40/4 etc. Kashinath Dutta Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,771.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

16. NIT No. : KMC/EEC/I/001/146/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 39 G.C. Ch. Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,922.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

17. NIT No. : KMC/EEC/I/001/149/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 5/2A/8, 6/2H/4, etc. P.N.C Lane in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,983.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

18. NIT No. : KMC/EEC/I/001/150/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passage at 28 Ratan Babu Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,899.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

19. NIT No. : KMC/EEC/I/001/151/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passage at 30, 45, 44 etc. Ratan Babu Lane in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,652.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

20. NIT No. : KMC/EEC/I/001/154/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 37A/1/A/5 to 37/A Cossipore Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,788.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

21. NIT No. : KMC/EEC/I/001/156/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 96/H/5, 46/H/6 etc. Cossipur Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,947.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

22. NIT No. : KMC/EEC/I/001/165/2025-2026 Name of work : **Improvement of IPS passage at 6, BT Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,978.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

23. NIT No. : KMC/EEC/I/001/170/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 8 etc. Seals Garden Road & 32/A/H/11 BT Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,259.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

24. NIT No. : KMC/EEC/I/001/172/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 34C Barrackpur Trank Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,935.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

25. NIT No. : KMC/EEC/I/001/173/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 35/1, 36 etc. B.T. Road in Ward No. 001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,838.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

26. NIT No. : KMC/EEC/I/001/175/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 99/H/11, 99/H/15 etc. Cossipore Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,706.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

27. NIT No. : KMC/EEC/I/001/176/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 99A/H/1, 99A/H/2 etc. Cossipore Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,930.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

28. NIT No. : KMC/EEC/I/001/181/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 99/D/H/4, 100/2, etc. Cossipore Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,359.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

29. NIT No. : KMC/EEC/I/001/184/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 22/2/H/11/2, 22/2/H/11/3 etc. K.C. Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,983.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

30. NIT No. : KMC/EEC/I/001/187/2025-2026 Name of work : **Repairing of IPS passages at 22/H/3 to 22/1/H/14 etc. K.C. Road in Ward No.001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,917.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

Last Date and Time of submission of Bid : **17.11.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 30).** Tender will be opened on **19.11.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 30).** The bid forms and other details are available on and from **08.11.2025 - 6 p.m. (for Sl.No. 1 to 30)** from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 30).**

1326 / 25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৩৩, সংখ্যা, শুক্রবার ২১ কার্তিক ১৪৩২

মুম্বইকি অভিনেতা

আসল নাম নয় ছদ্মনামেই তিনি জনপ্রিয়। ছোটবেলা থেকেই নাটক করতে ভালবাসতেন।আর্থার মিলারের 'অল মাই সন্স' নাটকে মাত্র ২২ বছর বয়সে এক থুত্থুরে বুড়োর ভূমিকায় অভিনয় করে চমকে দেন। ভারতীয় সিনেমার ব্লকবাস্টার ছবি ' শোলে'র আইকনিক 'ঠাকুর বলদেও সিংহ'-এর চরিত্রে তাঁর অসামান্য অভিনয় কেউ কী কখনও ভুলতে পারবেন! কিংবা সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী'র জন্য তাঁকে ভোলা কি সম্ভব! ছবিতে অভিনয় করার জন্য ' চরিত্র ' তাঁর কাছে আসল।হার্টের সমস্যা নিয়ে জন্মেছিলেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সেই সমস্যা বাড়ে। অকালে চলে গিয়েছেন। বম্বেতে তাঁর বাড়িতে ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন সস্ত্রীক সত্যজিৎ রায় । অবিবাহিত ছেলের বিয়ের জন্য মানিকবাবুদের কাছে মায়ের অনুরোধ তারা যেন ছেলেকে বিয়েতে রাজি করাতে পারেন। অভিনেতার কানে পৌঁছে যায় মায়ের সেই বিশেষ অনুরোধে কথা, সব শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন। বেশির ভাগ সময় এমন সব চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যেত, যে চরিত্রের বয়স অভিনেতার বয়সের চেয়ে ঢের বেশি। আসলে তিনি অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন অভিনেতা হয়ে বেঁচে আছেন চলচ্চিত্র অনুরাগীদের হৃদয়ে। তাঁর নাম হরিহর জেঠালাল জরিওয়ালা মানুষ তাঁকে চেনেন অভিনেতা সঞ্জীব কুমার নামে। নায়কোচিত চেহারা। সব ছবিতে নায়ক হয়ে না উঠলেও শান দেওয়া ব্যক্তিত্ব ও রূপে বিশেষ করে অনুরাগিনীদের মনে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছিলেন। শুধু মাত্র সিরিয়াস ছবি নয় কমেডি ছবিতেও সঞ্জীব কুমারের অভিনয় অনবদ্য। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'অর্জুন পণ্ডিত' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কারও লাভ করেন।'পতি, পত্নী অউর ওহ', 'আঙ্গুর', 'বিবি-ও-বিবি', 'হিরো' ছবিতে সঞ্জীব কুমারের অভিনয় মাত করেছিল দর্শকদের। 'ফোর্বস'-এর বিচারে 'আঙ্গুর' ছবিতে তাঁর দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় ভারতীয় ছবির সেরা ২৫টি পারফর্ম্যান্সের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। 'চরিত্রহীন', 'অঙ্গারে', 'গৃহপ্রবেশ' বা 'আঁধি', নানা ছবিতে সঞ্জীব অনবদ্য। হেমা মালিনীর সঙ্গে সঞ্জীবকুমারের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯৭৬ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেই সম্পর্ক ছিল । সুলক্ষ্মণা পণ্ডিত সঞ্জীবের প্রেমে পড়েন ও বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে সঞ্জীব সে ডাকে সাড়া দেননি। সুলক্ষ্মণাও সঞ্জীবের মত সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন। সঞ্জীবের ঠাকুরদা শিবলাল জরিওয়ালা এবং সঞ্জীবের বাবা জেঠালাল জরিওয়ালা দু'জনেই পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যান। সঞ্জীব নিজে জন্মগ্গ্রহণ করেছেন হার্টের সমস্যা নিয়ে।প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পর আমেরিকাতে অস্ত্রোপচারও হয় তাঁর। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ধাক্কাটা আর সামলাতে পারেননি তিনি। ১৯৮৫ সালের ৬ নভেম্বর মাত্র ৪৭ বছর বয়সেই মৃত্যু হয় এই জনপ্রিয় অভিনেতার। চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানকে কথা স্মরণ করে তাঁকে বিশেষ সম্মান জানাতে ভারতীয় ডাক বিভাগ সঞ্জীব কুমারের সচিত্র ডাকটিকিট প্রকাশ করে ২০১৩ সালে। আজ সঞ্জীব কুমারের আরও একটি প্রয়াণ দিবস আমরা স্মরণ করি ভারতীয় চলচ্চিত্রের শক্তিশালী এই অভিনেতাকে।

শিল্পী উমা সিদ্ধান্ত

উমা সিদ্ধান্ত। ব্রোঞ্জ নির্মিত এক বলিষ্ঠ আত্মা। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ কর না ফেরার দেশে চলে গেলেন ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত মহাশয়া। শেষের কয়েকবছর ডিমেনশিয়ায় ভুগছিলেন তিনি। উমা সিদ্ধান্ত কলিকাতায় এক সংস্কৃতি পরিবেশ সমৃদ্ধ পরিবারে ১৯৩৩ সালের ১১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকার পাশাপাশি পুতুল গড়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নন্দলাল বসুর ছাত্র ফণীভূষণ দাসের কাছে তিনি তাঁর প্রথম শিল্পকলার পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে হাত পাকিয়েছিলেন বাটিক ও চামড়ার কাজেও। পরবর্তীকালে নিজের পছন্দের মূর্তি গড়া নিয়ে পড়াশুনা করবেন বলে কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে আবেদন করেন। সেটি এমন একটি সময় যখন আর্ট কলেজে ছাত্রীরা কারুশিল্পের জন্য ভর্তি হতেন এবং ভাস্কর বিভাগে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র ছিল। ভর্তি প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হলেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছেন। এইসময় বিখ্যাত ভাস্কর ও ক্যালকাটা গ্রুপের কর্ণাধার প্রদোষ দাশগুপ্তকে শিক্ষক হিসেবে পেলেন। ঐ বিভাগ থেকেই কলেজের প্রথম ছাত্রী হিসেবে উত্তীর্ণ হন। সারাজীবন শিল্পসাধনায় দিন কেটেছে, অন্য নারীশিল্পীদের ভাস্কর্যে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। ভাস্কর্যের বিভিন্ন মাধ্যম মাটি কাঠ পাথরে কাজ করলেও উমা সিদ্ধান্তের মূল আগ্রহ ছিল ব্রোঞ্জ। ওনার বেশিরভাগ কাজই বড়মাপের ব্রোঞ্জের ঢালাই এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যেগুলি তখন নিজের কাছে রেখেছিলেন, বিনা আয়েশে নিয়মিত ঝাড়াপোঁছা করতেন। ভাস্কর্য তাঁর কাছে ছিল সন্তানসমা। নিজস্ব চিন্তাভাবনার জন্য ১৯৭৯ ও ১৯৮০ দুই বছর পর পর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। মানুষ ছিল শিল্পীর প্রিয় বিষয়, রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে যাদের দেখা যায়, মা ও শিশু, বস্তিবাড়ির মেয়েদের উকুন বাছাই এর মতন বিষয়ও স্থান পেয়েছিল উমা সিদ্ধান্তের রচনায়। আবার সিগমুন্ড ফ্রয়েড ভাবনায় অনুপ্রাণিত Primitive' সিরিজের কাজগুলির জন্য ১৯৯২ সালে ললিতকলা থেকে পুরস্কৃত হয়, যেখানে তিনি মানুষের মুখের অভিব্যক্তি নিয়ে নিজের মত করে অনুবাদ করেছিলেন। ঞ্ছ্বাঙ্ক ভাস্কর উমা সিদ্ধান্তের শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে। এছাড়া দেশে বিদেশে অসংখ্য সংগ্রাহকের সংগ্রহে তাঁর শিল্পকর্ম যথাযত সম্মানে বিরাজ করছে। তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (কিফ) প্রদর্শিত হয় উমা সিদ্ধান্তকে নিয়ে অবন্তী সিংহের নির্দেশনায় তৈরি তথ্যচিত্র 'উমা'।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

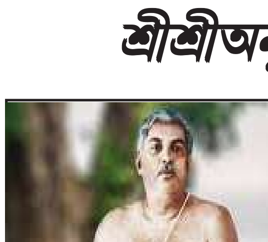

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদিয়া জেলায় বিভিন্ন উৎসবের সূচনা করে জেলার সুনাম বৃদ্ধি করে যান

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর খ্যাতি যেমন বাংলা ছাড়িয়ে পড়েছিল ঠিক সেই রকম সারা ভারতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল নবদ্বীপের রাসের মেলা। সারা বিশ্বের সমাদর লাভ করতে শুরু করেছে এখন। নবদ্বীপের সন্তান গবেষক শিক্ষক শান্তিরঞ্জন দেব তাঁর

রচিত 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস' গ্রন্থে সবিস্তারে সেই কথাই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। **ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাসের উদ্ভব**- ১৭২৮ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসলেন। তাঁর মাথার ওপরে ছিল পিতৃ ঋণের বোঝা। বিশ লক্ষ টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসেন। সেই ঋণ পরশোধ করা নিয়ে মহারাজকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রেখে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খানকে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহায্য নিয়ে। ১৭৪৫ সালে কারারুদ্ধ এবং বর্গী আক্রমণে মরাহাজ ব্যতিব্যস্ত হতে শুরু করলেন। ১৭৫১ সাল থেকে তিনি এই সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের জোরজুলুমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে নিয়েছিলেন নবাবকে পরাস্ত করতে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের মধ্যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বছরগুলিকে 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। এই সময়ে মহারাজ জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেছিলেন। বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক মোহিত রায় বলেছেন যে ১৭৬৪ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'বারদোল' প্রবর্তন করেন।

ডক্টর অলোক কুমার চক্রবর্তী এই যুক্তিকে খণ্ডন করে তিনি বলেন যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে ওই মেলার প্রবর্তন করেছিলেন মহারাজা। মহারাজ অবগত ছিলেন যে কার্তিকী পূর্ণিমাতে নবদ্বীপের শাক্ত পণ্ডিতেরা নিজ নিজ গৃহে শক্তি পুজোর আয়োজন করতেন। মহারাজ ভাবলেন এই পুজোকে যদি নবদ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরিপূর্ণ উৎসব হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে এবং সবাই এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তারপর থেকে মহারাজ শক্তিশাধনার পৃষ্টপোষকতা করতে শুরু করেন। 'ঘটে' এবং 'যন্ত্রে' পুজোর সঙ্গে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শক্তি পুজোর শুরু হল। নবদ্বীপের রাসের প্রথম মৃন্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা হল সেটা হল দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী'। এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়। দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী' পুজিত হওয়ার পরে আমপুলিয়ার পাড়ার শবশিবা, ব্যাদড়াপাড়ার শবশিবা ও দণ্ডপাণিতলার মুক্তকেশী'র দেবীর পুজা শুরু হয়। যাঁরা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মূর্তি নির্মাণ করতেন তাদেরকে মহারাজা এক টাকা (ষোল আনা) অনুদান দিতেন। নবদ্বীরে শাক্ত রাসের আড়ঙও শুরু হয় ১৭৫৬ সাল থেকে। আর বর্তমানে রাস কার্নিভ্যাল শুরু হয়েছিল ১৭০০ সাল থেকে। ১৭৫২ সাল থেকে মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয়। ১৭৫৬ সালে পোড়ামাতলায় প্রতিমাগুলি নিয়ে এসে শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পুরস্কৃত করে শোভাযাত্রার (আড়ঙ) সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। **সপ্তম অধ্যায়ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাস বৈষ্ণব বিরোধী নয়**- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুলদেবতা হলেন নারায়ণ। কিন্তু তিনি ছিলেন চৈতন্য উপাসক বিদ্বেষী। চৈতন্যদেবকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার ব্যাপারটা তিনি পচছন্দ করতেন না। শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্যের বংশীয় পরম বৈষ্ণব পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন গোস্বামীর সঙ্গে বেলডাঙ্গা গ্রামে গোস্বামীর কোনও এক শিষ্যের বাড়িতে মহারাজের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনায় মহারাজ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর মত পরিবর্তন করেন। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের চক্ররাস শুরু হয়েছিল ১৮৬৮ সালের পর ১৯১০ সালে হরিসভা মন্দিরে। কিন্তু নবদ্বীপ বিখ্যাত বৈষ্ণবদের রাসের জন্য নয়, শাক্ত রাসের জন্য নবদ্বীপ বিখ্যাত হয়ে উঠে। **অষ্টম অধ্যায়ঃ কয়েকটি প্রতিমা পরিচিতি ও প্রাচীনত্বের সন্ধান** -১) এলানে কালীঃ দেয়ারা পাড়ায় এলানে কালী পুজো শুরু হয়। এলানে কালী যেখানে পুজো হয় তাকে বলা হয়ে থাকে পঞ্চমুণ্ডির আসন। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় এবং দেয়ারা পাড়ার নিবাসী শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ পঞ্চমুণ্ডির আসনে এলানে কালী পুজো শুরু করেন। প্রতিমার উচ্চতা ১০ ফুট। ২) আমপুলিয়া পাড়ার শবশিবাঃ মহামোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতিদের গৃহদেবী ছিলেন। পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পরিবার তঁদের গৃহদেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পুজো শুরু করলেন। ৩) তেঘরী পাড়ার বড় শ্যামাঃ বড় শ্যামা ২০ হাত বা ৩০ ফুট উচ্চ। সাধক চুড়ামণি ভৃগুরাম চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) এই পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই পুজো করে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ৪) শ্রীশ্রী বামাকালীঃ রামসীতার মোড়ে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মন্দিরের কাছে শ্রীশ্রী বামাকালীর পুজো হয়। আগে দশ বারো হাত কালী হতো। এখন তা বেড়ে চোদ্দ বা পনেরো হাত কালী প্রতিমা তৈরি হয়। পুজোতে ইলিশ মাছ এবং মাংস দেওয়ার রীতি রয়েছে। পাঁঠাবলিও দেওয়া হয়। ৫) কৃষ্ণকালীঃ ফাঁসিতলা ঘাট রোড এবং পাতাল সাধু সরণির সংযোগ স্থলেন ফাঁসিতলার মোড়ে কৃষ্ণকালীর পুজো হয়ে থাকে। নন্দকুমার পাল এই প্রতিমা তৈরি শুরু করেন। ৬) রণকালীঃ রাধাবাজার অঞ্চলে পোড়ামা তলা রোডে 'শ্রুতিমাইক' কাছে রণকালী পুজো হয়ে থাকে। চন্দ্রভূষণ দাস এই পুজোর প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিমা ১৫ হাত উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়। ৭) মহারাবণ বধঃ রাধাবাজারে পোড়ামাতলা রোড এবং বৈদিক পাড়া সংযোগ স্থলে এই প্রতিমার পুজোর আয়োজন করা হয়। ১৯৪৫ সালে ছোট আকারে শুরু হয়েছিল প্রতিমা পুজো। ৮) আনন্দময়ীঃ এই দেবী পুজো কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। রমাপ্রসাদ গোস্বামী নবদ্বীপের রাস নিয়ে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রবন্ধ লিখলেন। সেখানে আনন্দময়ী দেবীর কোনও নাম ছিল না। তবে গোরাচাঁদ বিশ্বাসের বয়স ধরে অনুমান করলে ১৯৫০ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ৯) ভুবনেশ্বরীঃ বড়াল ঘাটে এই প্রতিমা পুজো হয়ে থাকে। এই প্রতিমা সূচনা কাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) ১৯৮৬ সালে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্গা-চণ্ডী-মহিষামর্দিন কাত্যায়নী প্রতিমা -১) কৃষ্ণমাতাঃ রামসীতা পাড়ার রাজবংশীরাই এই পুজোর আয়োজন শুরু করেছিলেন। এই প্রতিমার রূপ দিয়েছিলেন নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ। এই মূর্তিতে শাক্ত এবং বৈষ্ণব মতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ২) আমড়াতলার মহিষমর্দিনীঃ আগমেশ্বরী পাড়া বাজারে এই প্রতিমা পুজিত হতে দেখা যায়। ষোল থেকে সতেরো হাত প্রতিমা তৈরি করা হয়ে থাকে। এইখানকার বাসিন্দা অমূল্যকুমার বসু বলেছেন যে তিনশো বছরের প্রাচীন এই পুজো। তবে এই ু জো করে সঠিক কবে শুরু হয় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ৩) ডুমুরেশ্বরীঃ রাধাবাজারের এস কে নন্দীর বাড়ির সামনেই ওই প্রতিমার পুজো হয়। কুড়ি বাইশ ফুট উচ্চ প্রতিমা। ৪) মহিষমর্দিনী (রাধাবাজার মোড়)ঃ রাধাবাজার মোড়ে এই পুজো হয়ে থাকে। প্রতিমার রূপ দিয়েছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মৃতি পণ্ডিতপ্রবর ত্রিপথনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতিতীর্থ। ৫) নবদূর্গাঃ তেঘরি পাড়ার কালীতলা মোড়ের তেঘরি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এই প্রতিমা পুজো হয়। এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। কিন্তু প্রতিমা পাদপীঠে লেখা রয়েছে ১৯৩১ সাল। ৬) মহিষমর্দিনী (অভয়ামাতলা)ঃ পাঁচমাথার মোড়ে অভয়া মায়ের মন্দিরের পাশে এই প্রতিমা পুজো করা হয়। ডক্টর বংশীধর মোদক এবং ডক্টর প্রদ্যোৎ কুমার গোস্বামী কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বলেছেন যে এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালে। তবে লেখক শান্তিবাবু মনে করেন এই পুজো শুরু হয় ১৯৩৫ সালে। ৭) রণচণ্ডী (পাঁচমাতার মোড়)ঃ শঙ্কর মণ্ডল ১৯৫০ সালে জগদীশ বিশ্বাসকে দিয়ে অভয়া তলার মহিষমর্দিনী মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুতরাং বলা যেতে পারে ১৯৫০ সাল থেকেই পাঁচমাথা মোড়ে রণচণ্ডী মাতার পুজো শুরু হয়। ৮) অকালবোধনঃ দেয়ারা পাড়ায় ১৯৩৭ সাল থেকে পুজো শুরু হয়ে গিয়েছিল। শুরুতে দণ্ডপাণিতলায় এই পুজো হয়। তারপরে দেয়ারা পাড়ায় পুজো চলে আসে। দেবীর উচ্চতা ২০ ফুট। ৯) কাত্যায়নীঃ বড়োশিবতলায় অমলেন্দু ব্রহ্মচারী পুজো করেন।

লেখক শীর্ষেন্দু ভূতের গল্প লিখে সাড়া ফেলে দেন

মনোজ হালদার

নয়ের দশকের এক দুপুরে, হিন্দু স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি তখন, যখন প্রথমবার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা হাতে নিয়েছিলাম। জানলার বাইরের রোদের আলো তির্যক হয়ে বেঞ্চের ওপর এসে পড়েছিল, সেই আলোয় বইয়ের পাতায় শব্দগুলো কেমন যেন চকচক করছিল;যেন অক্ষর নয়, কোনো রহস্যময় আলো ঝলকাচ্ছে। বাইরে থেকে দোতলার উঠোনে ছেলেদের কোলাহল ভেসে আসছে, কিন্তু আমি অন্য কোথাও। আমার হাতে মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। স্কুলের গ্রন্থাগারের পুরনো বই, পাতাগুলো একটু হলদে, কিন্তু গল্পের ভেতর ঢুকতেই মনে হচ্ছিল আমি এমন এক দরজা খুলে ফেলেছি, যেখান থেকে আমি আর কখনো পুরোপুরি ফিরে আসব না। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাষা ছিল যেন এক মায়াবী আলো। তিনি লিখছিলেন ভূত, রহস্য, গোপন দরজা, অচেনা মানুষ, অথচ তাঁর সেই গল্পের প্রতিটি লাইন যেন আমার জীবনেরই কোনো লুকোনো পর্দা টেনে দিচ্ছিল। মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি তখন শুধু কিশোর উপন্যাস নয়, আমার নিজের জীবনের এক আবিষ্কার। আমি তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন ভাবলে দেখি;এই প্রথম আমি অনুভব করেছিলাম কল্পবাস্তবতার স্পর্শ। বাস্তব জগতে যেমন সব কিছু নিখুঁত নয়, তেমনি শীর্ষেন্দুর জগতে বাস্তব আর কল্পনা একসঙ্গে হেঁটে যায়। সেই জগতে ভূত যেমন বাস্তব, তেমনি ভালোবাসাও অলৌকিক, ভয়ও কাব্যিক। স্কুলের ছুটির পরে, কলেজ স্কোয়ারের ধারে বই বিক্রেতাদের স্টলে দাঁড়িয়ে আমি বারবার খুঁজতাম তাঁর বই। গোসাইবাগানের ভূত, নীল ঘরের নীলুদ, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি;এই নামগুলো তখন আমার কানে মন্ত্রের মতো শো নাত। আমি বুঝতাম না, এরা আসলে শিশুদের জন্য লেখা, না বড়দের, কারণ আমি নিজেই তো তখন দুইয়ের মাঝামাঝি;একদিকে কিশোর, অন্যদিকে পৃথিবী-দেখা এক কৌতূহলী মানুষ। শীর্ষেন্দু ঠিক সেই মাঝখানে দাঁড়ানো পাঠকের লেখক। তিনি আমাকে শেখালেন, বাস্তব মানে কখনোই কঠিন বা শুষ্ক নয়, বরং বাস্তবের ভেতরই আছে অদ্ভুত আলো, যে আলোয় প্রতিটি ছায়া ভিন্ন আকার নেয়। শীর্ষেন্দুর গল্পে আমি প্রথম যে জিনিসটি আবিষ্কার করি, তা হলো তাঁর দৃষ্টির কবিতাময়তা। তিনি কখনো কোনো দৃশ্যকে কেবল দৃশ্য হিসেবে আঁকেন না;তিনি সেই দৃশ্যের ভেতর ঢুকে পড়েন। তগোসাইবাগানের ভূতদ পড়ার সময় আমি বুঝেছিলাম, ভূত এখানে ভয় নয়, বরং এক ধরণের নিঃসঙ্গতা। যেন কোনো পুরনো আত্মা বন্ধুহীন হয়ে এসেছে এক শিশুর কাছে, যে একমাত্র তাকেই দেখতে পায়। আমার নিজের জীবনের একাকিত্বের সঙ্গে এই ভূতের একাত্মতা তখন আমার কাছে গভীরভাবে বাস্তব মনে হয়েছিল। তখনও আমি জানতাম না মায়াবাস্তবতা কথাটা কী, কিন্তু আমি তা অনুভব করছিলাম।

নয়ের দশকের সেই দিনগুলোতে, কলকাতার রাস্তা, হিন্দু স্কুলের চক-গন্ধ, বাসের কাচে ধুলো;এই সব বাস্তবের মাঝেও আমি মাঝে মাঝে অনুভব করতাম, যেন সব কিছুর উপর এক অদৃশ্য পর্দা আছে। সেই পর্দার আড়ালেই শীর্ষেন্দুর পৃথিবী। মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি-র রহস্য কিংবা তঅলৌকিক গল্পদ-এর ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর অস্বস্তি;সব যেন আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল।

শীর্ষেন্দু যে বাস্তবতার নির্মাণ করেন, সেই বাস্তব আসলে এক প্রকার অনুভব, এক ধরণের প্রতিফলন;যেমন আয়নায় মুখ দেখা যায়, কিন্তু সেই মুখের পিছনে আরেকটি মুখ লুকিয়ে থাকে। শীর্ষেন্দুর প্রতিটি গল্প আমার কাছে হয়ে উঠেছিল এক একটি কবিতা। অপরিচিতা-য় যখন তিনি নারীর আত্ম-সন্ধানের কাহিনি বলেন, তখন বুঝেছিলাম, তাঁর লেখার জাদু কেবল কাহিনিতে নয়, দৃষ্টিভঙ্গিতে। সমাজ, প্রেম, আত্মপরিচয়; সবকিছুকে তিনি দেখান মায়ার আলোয়, যেখানে সত্যি ও স্বপ্ন পাশাপাশি বসে থাকে। মানবজমিন-এ সেই দৃষ্টি আরও গভীর হয়। মানুষ, প্রকৃতি, মাটি, সময়;সবকিছু যেন পরস্পরের প্রতিরূপ। তাঁর এই মায়াবাস্তবতা কখনো বিদেশি জাদুবাস্তবতার অনুবাদ নয়। এটি সম্পূর্ণ আমাদের মাটির, আমাদের নদীর, আমাদের হাওয়ার। শীর্ষেন্দুর ভূত, দেবতা, মায়া, প্রেম;সবকিছুই এত বাঙালি, এত ঘরোয়া, অথচ তাতে এক আশ্চর্য কসমিক পরিসর খোলা থাকে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, মানুষ আসলে নিজের অদ্ভুত স্বপ্নেরই বন্দি। সেই বন্দিত্বের মধ্যেই তিনি স্বাধীনতার সন্ধান দেন। আমার নিজের জীবনের যেসব মুহূর্ত অন্ধকারে ঢাকা ছিল, শীর্ষেন্দু সেখানে আলো ফেলে দিয়েছেন। তঅলৌকিক গল্পদ হাতে নিয়ে এক গ্রীষ্মের দুপুরে আমি যেন হঠাৎ বুঝেছিলাম, মৃত্যু আসলে কোনো শেষ নয়, বরং জীবনের এক নতুন ছন্দ। তিনি লেখেন, মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার গল্প থেকে যায়;এই বাক্য আমার জীবনের এক দর্শন হয়ে উঠেছে। যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন পড়ার সময় আমার মনে হয়েছিল, এই গল্পের সময় যেন সরলরেখায় চলে না। পৌরাণিক ও আধুনিক একসঙ্গে জেগে ওঠে, যেন বাস্তবের ওপর অতীতের এক ছায়া পড়ে আছে।

রাসের আড়ং দেখার জন্য বহু দর্শকের ভীড়

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

দেবতাদের কিছু অংশ আরাধনা বিধি নিয়ম উপাচার মেনে। সেখানে যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট সেই মতো পুজো উপাচার। লোকে বলে জগাই মাধাই এর রাস,মদ মাংস মাতালের রাস কিন্তু আজ বিবর্তন হয়ে সেখানে নিয়ম মেনে উপাচার। ভোগ সাজানো হয়েছে চারিচারা বাজারের ভদ্রাকালী মায়ের, এখানে মাছ ব্যবসায়ী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত

ভজন দাদু ছোড়দাদুর মামের ছোটকাকুর বন্ধু,পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী দাদু কাকুর বাড়ি তাই প্রসাদ পাওয়া হয়। আমাদের শাক্ত মতের পুজোতে মাছ মাংস ভোগ হয় আগে বলি হতো আমাদের মা রণকালির, ঝুলন্ত বলি ৮০-১০০। মানতের সেই মাংস আর মেটে ভাজা মাকে নিবেদন করা হয়। মাছ ভাজা পোলাও মায়ের বিশেষ প্রিয় তাই সেটা থাকে অবশ্য, কিছু বৈষ্ণব ও শৈব আরাধনার ক্ষেত্রে ফলমূল সিঙ্গা মঠ নৈবেদ্য হয়,অন্ন ভোগ হয়না, নারায়ণ এর ক্ষেত্রে সিন্নি নিবেদন করা হয়। বেশিরভাগ পোলাও আলুর দম পনির রসা চাটনী পায়েস, খিচুড়ি পাঁচ তরকারি ভোগে থাকে। নরনারায়ণ সেবার আয়োজন,পাত পেড়ে অনেক বারোয়ারী আজ এই সেবায় নিয়োজিত হয়, প্রতি বছর এর মতো এবারও সৌভাগ্য লাভ ঘটে সেখানে অনুদান প্রদান করার ক্ষেত্রে। মামের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, একটা পূর্ণ করলাম ।এই ভাবে তর্পণ সারা, সে মানুষটা যেন পরপারে ভালো থাকে সেই কামনা পরমেশ্বরের কাছে। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন। এবছরের মতো রাসের পুজো শেষ কাল আড়ং প্রতিমা নিরঞ্জন সারা শহর ঘুরে সন্ধ্যা থেকে সারা রাত। এবছর দুদিন আড়ং সুবিধার জন্য পরের দিন কার্নিভাল। এই আড়ং এর ঐতিহ্য ছিল বাবাই দের মুখে শোনা রাত থাকতে সুবিশাল প্রতিমাকে ধুড়ো বাঁধতে হতো,রণকালি মায়ের দুয়ার ধরা বাবাই পকাই ওরফে ছোটকাকু। অন্ধকার থাকতে গিয়ে তখন গরুর গাড়িতে চাকা লাগিয়ে কাঠামোকে বেঁধে দেওয়া হতো, যেহেতু তখন পর্যাপ্ত আলো ছিল না রাস্তায় সকালে আড়ং সম্পন্ন হতো, সন্ধ্যায় হ্যাজাকের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য সব বারোয়ারীর ছিল না। সামনে বিশাল বাঁশ নিয়ে মাথায় দুজন থাকতেন, যাতে অগ্নিসংযোগ না ঘটে ইলেক ট্রনিক তারে সেদিন ঠাকুর মূল রাস্তায় আসার পর থেকে কারেন্ট অফ করে দেওয়া হতো সারা শহরের, বছরের একদিন ঘন অন্ধকার আর চাঁদের আলো ভরসা নবদ্বীপ বাসী র কিন্তু ভালোবাসার টানে নবদ্বীপের লোকজন কিছু অভিযোগ করতেন না। তখন নকশাল আন্দোলনের সময় ঠাকুর ঠাকুর এর রেষারেষির জেরে কত মায়ের কোল খালি হয়েছে ইয়াত্তা নেই। বোমা ভোজালি সহ প্রতি ঠাকুর এর অস্ত্র প্রদর্শন ছিল আড়ং এর শক্তি প্রদর্শন এর জায়গা, ভাবটা রাসে দেখে নেবো,রাস আসা ইস্তক মায়েদের ছেলেদের নিয়ে বিনিদ্র প্রহর গোনার প্রতীক্ষা। বাবাইরা তখন কলেজে, বিদ্যাসাগর কলেজের নিবাচিত একজন প্রতিনিধি সে, সেই বছর আমাদের বাড়িতে রাস দেখতে আসা আমাদের এক লুঙ্গি মহাজনের ছেলে প্রায় বাবাই এর সম বয়সী বন্ধু সম,রাসের আড়ং এর সময় রাস্তায় দুপক্ষের বোমা ছোড়াছুড়ি তে প্রাণ হারান। সেই সময় মানুষ দিনে দুপুরে খুন হতো, রাস হচ্ছে প্রতিশোধের সময়,মামরা পোড়ামা তলায় পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্তটি দাস দাদুর ছাদ থেকে আড়ং দেখার সময় গন্ডগোল এ কত সামনাসামনি খুন হতে দেখেছেন তার পিসিদের প্রেমিক থেকে পাশের পাড়ার কাকুদের। এটা রাসের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, মদ মাংস আর মারামারি তিন ম মিলে আড়ং। তখন মামা মদনমামা যুবক, তখনো এই আগুন নেভেনি পাশের পাড়ার সঙ্গে রেষারেষির জেরে তাদের প্রায় মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। বাবাই এর মধ্যস্থতায় সে সব মেটে প্রাণে বাঁচে, সেবার পরের দিন সেই ছেলেগুলো ক্ষমা পর্যন্ত চাইতে এসেছিল মামার বাড়িতে, বাবাই এর তখন বেশ প্রভাব খাটতো,পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত সুবল কংসবনিক কাকু খুব স্নেহ করতেন কারণ বেশ মোটা অঙ্কের টাকা আমাদের মালের জন্য তহবিলে দিতে হতো প্রতি বছর সে সময় বর্ধমান এ নবদ্বীপ থেকে ৪০৭করে সপ্তাহে দুদিন মাল যেত আমাদের সেই সুবাদে। পরের দিন সেই গুণ্ডা মামাগুলো এসে ক্ষমা চাইলে ছোটদাদু ওরফে মামের ছোটকাকু তাদের মিষ্টি খাইয়ে বাড়ি পাঠান চৌধুরী বাড়ির থেকে,প্রথম জীবনে গুণ্ডা দেখা ও যে তাদের ছেলেদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল প্রাণে মারতে চেয়েছিল তাকে মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়ন করা।এখন বুঝি সবাই কে নিয়ে চলতে কিছু সত্যি মুখ বুঝে সহ্য করতে হয় চাপা দিতে হয় সকলের স্বার্থ রক্ষার জন্য, ব্যবসায় সবার মন জুগিয়ে না চললে ব্যবসা করা যায় না। এদিকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন ঘটছে রাসের এই ধুড়ো প্রায়ই ভেঙে রাস্তায় পড়ে থাকতো ফলে অন্য ঠাকুর না গিয়ে আড়ং বন্ধ হয়ে যেত। যতদূর জানি এই সমস্যার আশু সমাধান করেন আমাদের বাড়ির একজন দিগপাল বিখ্যাত মানুষ তিনি আর কেউ নয় চৌধুরী বাড়ির সেজ জামাই ওরফে মামের সেজ পিসামশাই পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মলয় কুণ্ডু দাদু। প্রথম হরিসভা পাড়াতে ভদ্রাকালী মায়ের জন্য তৈরি করা হয় বলবেয়ারিং দেওয়া লোহার গাড়ি,আজ যেই বলবেয়ারিং গাড়িতে করে সুবিশাল ঠাকুরগুলো যায় তার উদ্ভাবক তিনি। সুদর্শন গুণী মানুষ টি স্টেয়ারিং বসে গাড়ির গতি পরিচালনা করতেন। সে সময় পোড়ামাতলায় বঙ্গবাণী স্কুলের বিপরীতে দাঁড়াতো ভদ্রকালী চৌধুরী বাড়ির বড়মা ওরফে মামের ঠাকুরমা আর ও বাড়ি ছোট ঠাকুরমা এক মাথা ঘোমটা টেনে স্বগর্বে এসে দাঁড়াতেন গলির মোরে জামাই এর ঠাকুর দেখতে, শুধু ইনি একা নন এই বাড়ির জামাইরা সব নবদ্বীপ বিখ্যাত রথী মহারথী একদা। নবদ্বীপের রাস উৎসব আমার প্রিয়।

কলেজে পড়া পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা

'পথের দাবী' উপন্যাসটি বাংলায় সাড়া ফেলে দেয়

শঙ্করলাল কর্মকার

অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০ তম জন্ম দিবস। কালজয়ী কথাসাহিত্যিক ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী। ছিলেন কংগ্রেসের স্থানীয় দায়িত্ব শীল সদস্যও। মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা থেকেই শরৎবাবু রাজনীতিতে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছিলেন। একপর্যায়ে তাঁর সাহিত্যেও রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রয়াগ ঘটান। ১৯২০ সালের পরের সময়টায় স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে খুব সোচ্চার হন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় লিখেছিলেন পথের দাবী উপন্যাস। তবে এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রথম দিকে ফেলেই রেখেছিলেন শরৎ বাবু। পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে নিজেই সংশয়ে ছিলেন তিনি। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একরকম জোর করেই বঙ্গবাণীর জন্য উপন্যাসটি চেয়ে নেন। এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে পথের দাবী। তিন বছর তিন মাস ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় উপন্যাসটি। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে পথের দাবী উপন্যাসটি বই আকারে বাজারে নিয়ে আসেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কটন প্রেস থেকে ছাপা হওয়া বইটির দাম রাখা হয়েছিল তিন টাকা। প্রথমবারেই ৩০০ কপি ছাপান প্রকাশক। প্রকাশের দিনই ১০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়। বাকি ২০০ কপি শেষ হতে দুই সপ্তাহও লাগেনি।

কিন্তু জনপ্রিয়তাই কাল হয় দাঁড়ায় বইটির জন্য। ব্রিটিশ সরকারের চোখ পড়ে বইটিতে। সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে। এ ঘটনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উকিল বন্ধুরা বলেন, এতে তাঁর কোনো লাভ হবে না, কেবল অর্থই ব্যয় হবে। এমন পরিস্থিতিতে কবিগুরুর শরণাপন্ন হলেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বইটি পাঠিয়ে মতামত চাইলেন শরৎবাবু। তিনি ভেবেছিলেন, বিশ্বকবি তাঁর পক্ষে কিছু লিখবেন। কিন্তু তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি পৌঁছেছিল, তাতে বেশ হতাশই হয়েছিলেন এই কথাশিল্পী। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৭ মাঘ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি লেখেন তা হল-'তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে;কারণ, লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন, তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে দেখলাম;একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশি বা বিদেশি প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবে না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথকে লিখেন-.আপনি লিখেছেন ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে politicianদের propaganda হতো, কিন্তু বই হতো না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করে ছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে...।

লালগোলায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা,একসঙ্গে প্রাণ গেল একই পরিবারের তিন সদস্যের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার নিমতলা এলাকায় দু'টি বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল তিন যুবকের। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন। আহতরা বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে। লালগোলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতদেহ তিনটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই বাইক দুর্ঘটনায় মৃত তিন যুবকের নাম ইমানুল হাসান (১৬), এহসানুল হক (২০) এবং আরমান শেখ (২০)। মৃত তিন যুবকের বাড়ি লালগোলার দেওয়ানসরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিদাদপুর গ্রামে। মৃত তিন যুবক একই পরিবারের সদস্য বলে জানান গেছে। এহসানুলের মামার ছেলে হন ইমানুল এবং আরমান। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রাম জুড়ে। গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন লালগোলা থানার চুঁয়াপুকুর গ্রামের বাসিন্দা আরিফ শেখ এবং গণেশপুর গ্রামের বাসিন্দা মর্জিনা বিবি নামে আরও দু'জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে মিদাদপুর গ্রাম থেকে লালগোলা বাজারের দিকে কোনও একটি কাজে গিয়েছিলেন ওই তিন যুবক। এরপর রাতের দিকে তারা একটি বাইক করে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসছিলেন। ইমানুল, এহসানুল এবং আরমান যখন লালগোলা-রাজারামপুর রাজ্য সড়কের উপর নিমতলা মোড়ের কাছাকাছি ছিলেন সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি স্কুটির সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় তিন যুবক যে বাইকটিতে ছিলেন সেটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল। বাইকটি বাঁক নেওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা স্কুটিকে সময় মতো দেখতে না পেয়ে হঠাৎ করেই ব্রেক চিপতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, স্কুটির সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বাইকটি বেশ কিছুটা ছেঁচড়ে যায়। এরপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোর পেছনে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। তারা আরও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় বাইকের কোনও আরোহীরই মাথায় হেলমেট ছিল না। টোটোর সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর তাদের মাথা এবং শরীরে গুরুতর চোট লাগে। তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়ানসরাই অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ উজির হোসেন বলেন,' টোটোর সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর ইমানুলের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এহসানুলকে কৃষ্ণপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে আরমানকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।' স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত তিন যুবক রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে যে এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার কাছেই মর্জিনা বেওয়ার ছেলের একটি সাইকেল সারাই করার দোকান রয়েছে। ঘটনার সময় তিনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বাইকটি তাকে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারায় তিনিও গুরুতর আহত হয়েছেন।

এসসি ও ওবিসি সেলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি হলেন বিধায়ক অলোক মাঝি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ নভেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পেলেন

জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। বৃহস্পতিবার দলের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যের সব জেলার এসসি (তফসিলি জাতি) ও ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) সেলের সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই তালিকায় পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় অলোক মাঝির। দায়িত্ব ঘোষণার খবর পৌঁছাতেই আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে জামালপুর তৃণমূল কার্যালয়। ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে আজই বিধায়ক অলোক মাঝিকে 'মা' পড়িয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিকসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, দল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এলাকার বিধায়ককে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া সত্যিই গর্বের। অলোক মাঝি বলেন, দল যখনই আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেছি। নতুন দায়িত্বটিও আমি সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে পালন করব।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Sangita Koley W/o Soumen Koley ঠিকানা 80/2, Tanti Para Lane, PO-Santragachi, PS-Chatterjeehat নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Jahangir Chowdhury S/o Nijam Chowdhury ঠিকানা Sansat, Sansat, Birbhum-731240 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪১_২০২৫/কে/৯২৬; তারিখ: ০১-১১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ৪১_২০২৫।** **কাজের নাম ঃ** (i) কাটিহার ডিভিশনে ২ বছরের জন্য বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। (ii) কাটিহার ডিভিশনে ২ বছরের জন্য বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৭৫ কেভিএ-এর কম ক্ষমতার ডিজি সেটের শিডিউল রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য:** ৬৮,৪৮,৫৬৬.৫৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৩৭,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৫-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender

NIeT No. 10 Dated:- 04/11/2025

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for Development of Play Ground near Bandardanga Shasan in Ward No. 10 within Ramjibanpur Municipality, Booth No.-70 under APAS Scheme and other works (total 19 nos works) through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-10/2025-26, Tender ID : 2025_MAD_938459 Last date & time for submission of bid through online is 25.11.2025 upto 02.50 P.M. The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board,

Sd/- Chairman,
Ramjibonpur Municipality

Khandari Gram Panchayet.
Jambedia , Barjora, Bankura

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e- Tender for total **17(seventeen) nos work**. Last date of documents downloads and bid submission is **18 th November, 2025 at 16:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

Office of the Block Development Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 3815 & 3816/BDO, Singur dt. 03.11.25 for Construction of 38 nos. Civil works under APAS within Singur Development Block, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 28/11/25. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2025_ZPHD_939235_1 to 18 & 2025_ZPHD_938651_1 to 20).

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMPS/EO/4041/NIT-130/25-26 Dt. 04.11.2025 for **Sl. no. 1** to **6** for different schemes at **EO,T.M. Panchayet Samity. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name of Work - Sl. no. 1 to 6 for different Road Works. Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity.

Bid Submission date Started on **06.11.2025 at 19.00 Hrs**. (As per server clock) and Bid Submission End date **29.11.2025 at 09.00 Hrs.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **01.12.2025 at 11.00 Hrs.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity, South 24 Parganas

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
NIT NO.-80/S.S.M./EO/PANCHLA/2025-2026

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the work of **Construction of 1 NO. Dinning Hall at 2(Two) different places**. Bid Submission starting from **06/11/2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **14/11/2025 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **17/11/2025 at 17.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

LN/EL
লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৭০১০৯ডব্লিউবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৪৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেল আইডিঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর প্রবিধান ২৯ এবং ৩৩ এর ৪৭ অনুযায়ী, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা **১৪ নভেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার** অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ১) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডে গ্রহণ, ২) কোম্পানি সচিবের পদত্যাগপত্র বিবেচনা এবং অনুমোদন।

বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.lnsel.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ/- মহেশ গুপ্তা
(সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(ডিআইএনঃ ০১৬০৬৬৪৭)

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. বিএমএলএইচ_০৩_৩০_মেশিনিং-১০০-১ তারিখঃ ০৩.১১.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি/বিজিবিবি, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১ অরর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭ কর্তৃক **টেন্ডার নং. বিএমএলএইচ_০৩_৩০_মেশিনিং-১০০-১**-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** কাজের পরিধি অনুসারে ফার্মের তরফ থেকে ৫-অ্যাক্সিস মেশিন ব্যবহার করে এলএইচবি বগি ফ্রেমের মেশিনিং; **বিডিং-এর ধরণ ঃ** সাধারণ টেন্ডার; **টেন্ডারের ধরণ ঃ** ওপেন; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ৪৫,৯৬,১০০.০০; **বিডিং-এর পদ্ধতি ঃ** প্রতিটি শিডিউলে আইটেমের জন্য একক দর; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৯১,৯০০/-; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **টেন্ডার শুরুর তারিখ ঃ ১১.১১.২০২৫; বিডিং-এর সিস্টেমঃ** একক প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১১.২০২৫** বিকাল ৬টা ১২ মিনিটে; **অফারের বৈধতা (দিন)ঃ** ১২০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ বেলা ১২টায়। টেন্ডারদাতারা কেবলমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MISC-266/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল রফিকুল মিঞা, পিতা নফিজুদ্দিন মিঞা, তাহার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে তাহার নাম রফিকুল মিঞা রহিয়াছে এবং তাহার প্যান কার্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এর সমস্ত সার্টিফিকেট এ তাহার পিতার নাম নফিজুল ইসলাম রহিয়াছে এবং তাহার কন্যার Registration Certificate of U.G.B., Malda এ তাহার পিতার নাম রফিকুল মিঞা রহিয়াছে। উক্ত কারণে আমার মক্কেল ১১.০৯.২০২৫ তারিখে ৫৪৫০ নং Judicial Magistrate (1 Class), Balurghat, D/D এর নিকট একটি এভিডেভিট দ্বারা আমার মক্কেল রফিকুল মিঞা, রফিকুল ইসলাম এবং রফিকুল সরকার এক এবং অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইল। উক্ত মর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইল। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন।

আইনজীবি
সঞ্জয় রায়
বালুরঘাট আদালত, দক্ষিন দিনাজপুর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল মাহফুজা খাতুন, স্বামী আসরারুল হক, তাহার কন্যা রাফিয়া খাতুন এর জন্ম পরিচয় পত্রে তাহার নাম মাহফুজা খাতুন রহিয়াছে এবং তাহার কন্যার School Leaving Certificate এ এবং Birth Certificate এ তাহার নাম ভুল বশত মাফুজা বিবি রহিয়াছে। উক্ত কারনে আমার মক্কেল ০৩.১১.২০২৫ তারিখে ৫১৭৭ নং Judicial Magistrate (1 Class), Balurghat, D/D এর নিকট একটি এভিডেভিট দ্বারা মাহফুজা খাতুন এবং মাফুজা বিবি এক এবং অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইল। উক্ত মর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইল। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন।

আইনজীবি
সঞ্জয় রায়
বালুরঘাট আদালত, দক্ষিন দিনাজপুর

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা

আর. ও. কলকাতা মেট্রো, ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কর্মস্থলঃ যমুনা ভবন, ১ম তলা, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
মোবাইলঃ ৮৩৬৯৬৫৪৭৩০, ইমেলঃ ubin0554731@unionbankofindia.bank

ঋণগ্রহীতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত করার নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (প্রয়োগ) বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৬ (২)/৮ (৬)

নং. ১ তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫

প্রতি,
ঋণগ্রহীতা(গণ)ঃ

মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল, উনসানি, নস্করপাড়া, মাহিয়ারি রোড, পোস্টঃ উনসানি, থানা-জগাছা, হাওড়া-৭১১৩০২।

এছাড়াও এখানেঃ গ্রাম - কোশদেলপুর, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৭০৪।

মহঃ আমিনুর মোল্লা, পিতা মহঃ আজিবর মোল্লা, গ্রাম- হালদহ, পোস্ট- কাশবালন্দা, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪২৫।

মহঃ আব্দুর রহমান সাহাজী, পিতা মৃত শেরআলি সাহাজি, গ্রাম- কোশদেলপুর, পোস্ট-এগুমা, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৭০৪।

নূর ইসলাম শাহজি, গ্রাম- কোশদেলপুর, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৭০৪।

গ্যারান্টারঃ সবিকুন নাহার, গ্রাম- কোশদেলপুর, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৭০৪।

স্যার/ম্যাডাম,

ঋণগ্রহীতা মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল, মহঃ আমিনুর মোল্লা, মহঃ আব্দুর রহমান সাহাজি, নূর ইসলাম শাহজির সম্পত্তির উপ-বিক্রয়, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া শাখা (এখন অ্যাকাউন্টটি এআরবি, কলকাতায় স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, ১৭-০৪-২০১৮ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, ০৪-০৭-২০১৮ তারিখে সুরক্ষা সুদ (প্রয়োগ) বিধি, ২০০২ এর বিধি ৬ / বিধি ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিন পরে অনলাইন মোডের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং যে পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম পরিচালিত হবে তার বিবরণ আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যদি আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ, পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে আপনি আপনার সম্পত্তি খালাস করতে পারবেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ

১. কারখানার জমি এবং ভবনের দলিল নং. ৭৬৭ আর.এস. দাগ নং **১১৯,১৩৮**, এল.আর. খতিয়ান নং. ৫৭২, ৬২, মৌজা- দক্ষিণ, এল. নং. ৫৭২, ৬২, মৌজা- দক্ষিণ, জে. নং. **১২১**, তৌজি নং ২০০৭, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পঞ্চায়েত্ পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- দক্ষিণ সরাই, খশদেলপুর টাকি রোড, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৭০৪, **নূর ইসলাম সাহাজির মালিকানাধীন।**

দলিল নং ৪৬৬৪ রাইস মিলের জমির পরিমাপ ১৩.৭১৭ ডেসিমেল আর.এস. দক্ষিণ সরাই, আর.এস. নং ২৫, জে. এল. নং **১২১**, তৌজি নং ২০০৭, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পঞ্চায়েত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত্, গ্রাম- দক্ষিণ সরাই খশদেলপুর টাকি রোড, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, জেলার-৪২, পিনগনা, ৪৭-এর **নাম মোঃ নূর ইসলাম সাহাজী।**

দলিল নং ৪৬৬৩ আর.এস. / এল.আর. দাগ নং **১২০, ১৩৬, ১৩৭**, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯৮, ৪৩৫, ৭৬২, ৯২৮, ১১৮৮, আর.এস. খতিয়ান এবং **১০১৭** নং-এ **১৩.৭১৭** দশমিক ৭১৭ দশমিক মাপের রাইস মিল জমি, মৌজা- দক্ষিণ সরাই, আর. এস. নং ২৫, জে. এল. নং **১২১**, তৌজি নং ২০০৭, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পঞ্চায়েত্ পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম দক্ষিণ সরাই, খশদেলপুর টাকি রোড, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবনা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৭০৪, **আব্দুর রহমান সহজীর নামে।**

দলিল নং ১১৩৩ আর.এস. দাগ নং **১১৯, ১৩৮**, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭২, ৬২, মৌজা- দক্ষিণ সরাই, আর.এস. নং ২৫, জে. নং ২০, উত্তর জেলা থেকে ১৩.৩১৩ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত কাঠামো সহ কারখানার শেড। পঞ্চায়েত্ পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত্, গ্রাম- দক্ষিণ সরাই, খশদেলপুর টাকি রোড, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৭০৪, **মহঃ আব্দুর রহমান সাহাজির মালিকানাধীন।**

দলিল নং ০৪৩৫ আর.এস. দাগ নং ১৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭২, মৌজা- দক্ষিণ সরাই, আর.এস. নং ২৫, জে. এল. নং **১২১**, তৌজি ২০২, উত্তর জেলা, ০২, ০৪ নং জেলায় ৪.৮৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত কাঠামো সহ কারখানার শেড। পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- দক্ষিণ সরাই, খশদেলপুর টাকি রোড, পোস্ট-গুমা, থানা- হাবরা, জেলা - ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৭০৪, মহঃ আব্দুর রহমান সাহাজির মালিকানাধীন।

২. দলিল নং ১৬২৯/২০১৭ গ্রাম- খোসদেলপুর, মৌজা- দক্ষিণ সরাই, জে.এল. নং **১২১**, পুনঃ আরই. এসএ ২৫, তৌজি ২০০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭১৪, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৩৬, ১৩৭, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ প্রগনা, পিন- ৭৪৩৭, **শ্রীমতি সাবিকুন নাহারের মালিকানাধীন।**

৩. দলিল নং ৪২০২/২০১৭ গ্রাম- খোসদেলপুর, মৌজা- দক্ষিণ সরাই, জে.এল. নং. **১২১**, পুনঃ আরই. ২৫, তৌজি ১৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮২০, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং. ১৩৬, ১৩৭, পোস্ট- গুমা, থানা- হাবরা, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৭০৪। **মহঃ আমিনূর মোল্লার মালিকানাধীন।**

তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থানঃ কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং. ২ তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫

প্রতি,
ঋণগ্রহীতাঃ

মেসার্স তুলি এন্টারপ্রাইজ, ৩সি৭, এম. এম. দত্ত রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৭

শ্রীমতি সুজাতা মণ্ডল (মেসার্স তুলি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী), ৩সি৭, এম. এম. দত্ত রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩৭

গ্যারেন্টারঃ শ্রীপ্রদীপ কুমার মণ্ডল, ৩সি৭, এম. এম. দত্ত রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৭।

স্যার/ম্যাডাম,

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতা মেসার্স তুলি এন্টারপ্রাইজ, মিসেস সুজাতা মণ্ডল এবং শ্রী প্রদীপ কুমার মণ্ডলের সম্পত্তি বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কিডডারপুর, কলকাতা শাখা (এখন অ্যাকাউন্টটি এআরবি, কলকাতায় স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, ১০.০১.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, ১৯.০৮.২০২৫ তারিখে সুরক্ষা সুদ (প্রয়োগ) বিধি, ২০০২ এর বিধি ৬ / বিধি ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিন পরে অনলাইন মোডের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং যে পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম পরিচালিত হবে তার বিবরণ আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যদি আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ, পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে আপনি আপনার সম্পত্তি খালাস করতে পারবেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ

৩১টি সাতক জমির মধ্যে ০২ কাঠা বা ৩.৩১০ সাতক বা ১৪৪০ বর্গফুটের সমান জমির সমস্ত অংশ, যার তৌজি নং ৩৯৬, মৌজা - জয়চণ্ডীপুর, জে. এল. নং **১১**, রে. সা. নং ২৪, আর. এস. খতিয়ান নং ৪৮৫, এল. আর. খতিয়ান নং ৭৪১ এবং ৭৪২, আর. এস. দাগ নং ৪১০, এল. আর. দাগ নং ৫৫৪, ৩সি৭, মাইকাল মধুসূদন দত্ত রোড, থানা-বজবজ, ওয়ার্ড নং ১৮, বজবজ পৌরসভা, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, **প্রদীপ কুমার মন্ডলের মালিকানাধীন। সীমানা- উত্তরঃ** বাস্তু জমিতে একই দাগ নং এবং শ্রী অমল মন্ডলের বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণঃ** দাগ নং ৪০৯-এ শৈলেন মন্ডলের বাড়ি দ্বারা, **পূর্বেঃ** দাগ নং ৪০৪-এ ঝর্ণা হাজরার বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমঃ** দাগ নং ৪১০-এ পুকুর দ্বারা।

তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থানঃ কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা

আর. ০. কলকাতা মেট্রো, ১৪ / ১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১
কর্মস্থলঃ যমুনা ভবন, ১ম তলা, ৫৫ / ৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১
মোবাইলঃ ৮৩৬৯৬৫৪৭৩০, ইমেলঃ ubin0554731@unionbankofindia.bank

ঋণগ্রহীতার কাছে বিক্রয় সম্পর্কে অবহিতকরণের নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)
নিরাপত্তা স্বার্থের নিয়ম ৬(২) / ৮ (৬) (প্রয়োগ) নিয়ম ২০০২

নং ১ তারিখ ৩১.১০.২০২৫

ঋণগ্রহীতার কাছে

মেসার্স মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ, ২৫ / ২২, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ। শাহ রোড, গলফ গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫. এছাড়াও এখানেঃ প্লট নং ১৫০, চাপাঝার, পৃ. ০. ঃ মালিপাদা, জেলাঃ খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫২০১৮, এছাড়াও এখানেঃ ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি, ৩য় তলা, ডুলস অ্যাপার্টমেন্ট, গোবিন্দ প্রসাদ, ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা- তহসিল নগর, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১০০৭, এছাড়াও এখানে- প্লট নং. ০৩, ০৬, ০৭, মৌজা- ছোট নবগ্রাম, গ্রাম- ছোটোলালপুর, রানিগঞ্জ - ছাতনা রোড, থানা- গঙ্গাজলঘাটি, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭২২ ১৩৩।

গ্যারান্টর(রা)ঃ **অরিজিত ভট্টাচার্য,** (মেসার্স ইউনিটিরিভেনি ওভারসিজের অংশীদার ও গ্যারান্টর), এস/ও রণজিত ভট্টাচার্য, CL 64/ FI 2, সল্ট লেক, সেক্টর II, ব্লক CL, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০০৯১।

ইন্দ্রজিত ভট্টাচার্য, (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের অংশীদার ও গ্যারান্টর), এস/ ও রণজিত ভট্টাচার্য, CL 64/ FI 2, সল্ট লেক, সেক্টর II, ব্লক CL, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০০৯১।

রণজিত ভট্টাচার্য, (মেসার্স ইউনিটিরিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টর), এস/ ও রণজিত ভট্টাচার্য, CL 64/FI 2, সল্ট লেক, সেক্টর II, ব্লক CL, বিধাননগর ইস্ট, কলকাতা - ৭০০০৯১, এছাড়াও এখানে- ২৫ / ২২, প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা, পিন - ৭০০০৯৫।

স্বাতী ভট্টাচার্য, (মেসার্স ইউনিটিরিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টর), এস/ ও রণজিত ভট্টাচার্য, CL 64/FI 2, সল্ট লেক, সেক্টর II, ব্লক CL, বিধাননগর ইস্ট, কলকাতা - ৭০০০৯১। এছাড়াও এখানে- ২৫/ ২২, প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা, পিন - ৭০০০৯৫।

অভিজিত ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিটিরিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টর), এস / ও রেবতী কুমার ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ১ম তলা, পূর্ব রুসা রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩। এছাড়াওঃ সি-১৬, ৪র্থ তলা, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪ / ৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫।

সোমা ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টার), এস /ও রেবতী কুমার ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ১ম তলা, পূর্ব রুসা রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩। এছাড়াও এখানেঃ সি-১৬, ৪র্থ তলা, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪ /৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫।

সুতপা জিষ্ণু মিত্র (মেসার্স ইউনিটিরিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টর), ব্লক নং. ২, ভিলু ভিলা বাংলো, ইউনিটি কম্পাউন্ড, জুহুতারা রোড, সিটিজেন হোটেলের কাছে, সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট, মুম্বাই - ৪০০০৪৯। এছাড়াওঃ ১০/ ২, রামচন্দ্র বিশ্বাস লেন, রানাঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১, এছাড়াও এখানেঃ ফ্ল্যাট নম্বর ৪০২, ৪র্থ তলা, ডিএন অক্সি পার্ক, টাওয়ার অ্যাস্টার, ডুমডুমা মৌজা, তহসিল- ভুবনেশ্বর, থানা- খন্ডগিরি, জেলা খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১০৩০, এছাড়াওঃ ১০৬২, ৬ তলা, ডিএন অক্সি পার্ক - অ্যাপার্টমেন্ট টাওয়ার-১, দমদম মৌজা, থানা - খন্দগিরি, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা, পিন -৭৫১০৩০

স্যার / ম্যাডাম,

ঋণগ্রহীতা মেসার্স ইউনিটিরিভেনি ওভারসিজ, মিঃ অরিজিত ভট্টাচার্য, মিঃ ইন্দ্রজিত ভট্টাচার্য, মিঃ রণজিত ভট্টাচার্য, মিসেস স্বাতী ভট্টাচার্য, মিঃ অভিজিত ভট্টাচার্য, মিসেস সোমা ভট্টাচার্য, মিসেস সুতপা জিষ্ণু মিত্রের সম্পত্তির উপ-বিক্রয়, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংকের প্রাপ্য পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ওভারসিজ, কলকাতা শাখা (এখন অ্যাকাউন্টটি এআরবি, কলকাতায় স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ১৭.১১.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে, যাতে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, যা ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম ৬ / নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত, ৫.০৬.২০২৪ তারিখে সিকিউরড সম্পদের দখল নিয়েছেন, ১১.০৬.২০২৪ তারিখে সিকিউরড ১ এর সম্পত্তির, ১১.০৬.২০২৪ তারিখে সিকিউরড ৩ এর সম্পত্তির এবং ২০.০৬.২০২৪ তারিখে সিকিউরড ২ এর সম্পত্তির।

সুরক্ষিত সম্পত্তি দখল করার পরেও, আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিন পরে অনলাইন মোডের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, যদি আপনি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ, পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংক কর্তৃক উত্তীর্ণ ব্যয় পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে আপনি আপনার সম্পত্তি খালাস করতে পারবেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ

৭৩৪ দশমিকের প্লট নং ০৩ এর টুকরো এবং পার্সেল, খতিয়ান নং ১৫০ /১, জে. এল. নং ৫১, মৌজা - সুদর্শনপুর এবং প্লট নং ০৬, ০৭, খতিয়ান নং ২২৪/ ১, জে. এল. নং ৫৪, মৌজা- ছোট নবগ্রাম, গ্রাম - ছোটলালপুর, রাণীগঞ্জ - ছাতনা রোড, থানা- গঙ্গাজল ঘাটি, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২১৩৩, মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের নামে। সীমানা - উত্তরঃ মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণঃ রাণীগঞ্জ- ছাতনা রোড, পূর্বঃ রাস্তা, পশ্চিমঃ অন্যদের সম্পত্তি।

তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫ — অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্থানঃ কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

নং. ২ তারিখ ৩১.১০.২০২৫

প্রতি,
ঋণগ্রহীতা

শ্রী সুকল্যাণ ঘোষ, গ্রাম এবং পোষ্ট - দিঘা, নওদা রোডর পশ্চিমমংশ চাঁদপাড়া, থানা - গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৪৫

শ্রী প্রসেনজিত ঘোষ, গ্রাম এবং পোষ্ট - দিঘা, নওদা রোডর পশ্চিমমংশ চাঁদপাড়া, থানা - গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৪৫

স্যার / ম্যাডাম,

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে ব্যাংকের প্রাপ্য পরিমাণ আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতা শ্রী সুকল্যাণ ঘোষ এবং শ্রী প্রসেনজিত ঘোষের সম্পত্তির উপ-বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ওভারসিজ কলকাতা শাখা (এখন অ্যাকাউন্টটি ARB, কলকাতায় স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, ০৬.০৯.২০১৯ তারিখে আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে, যাতে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, ০৩.০৩.২০২০ তারিখে সুরক্ষা সুদ (প্রয়োগ) বিধি, ২০০২ এর বিধি ৬ বিধি / ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তি দখল করার পরেও, আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিন পরে অনলাইন মোডের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, যদি আপনি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ, পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংক কর্তৃক উত্তীর্ণ ব্যয় সহ পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে আপনি আপনার সম্পত্তি খালাস করতে পারবেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনা

জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং তার উপর থাকা কাঠামো জে. এল. নং ৫০, সি. এস. দাগ নং ১৪৪৫, এল. আর. দাগ নং ১৬৮০ এবং ১৬৮১, প্রজা খতিয়ান নং ১৫৭, তৌজি নং ১৭, মৌজা - ঢাকুরিয়া গ্রামে অবস্থিত - ঢাকুরিয়া, রামচন্দ্রপুর রোড, পোস্ট - ঢাকুরিয়া, থানা - গাইঘাটা জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) যার পরিমাপ ৭.২৬১ সাতক, শ্রী সুকল্যাণ ঘোষ এবং শ্রী প্রসেনজিত ঘোষের নামে। নিম্নলিখিতভাবে সীমানাযুক্ত এবং সীমানাযুক্ত - উত্তর মানিক ঘোষের বাড়ি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ- শঙ্কর সরকারের বাড়ি, পশ্চিম- পূর্ব রেলওয়ের জমি।

তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫ — অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্থানঃ কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Office of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING TENDER

1. **e-Tender Reference No-P-1/38/3452/BDO/Pathashree, Dated-04/11/2025**, Tender ID: 2025_ZPHD_938913_1 to 7 has been floated 7nos. Tender under Purbasthali-I Dev. Block Fund Pathashree IV(2025-26). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-B.D.O/E.O.
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত) রেল গজ ফেস লুব্রিকেটর মেশিন-এর সরবরাহ, স্থাপন, সম্পাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ।" **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫,৮৮,৯৯,৬১৬.২০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,৪৪,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৬০ (ষাট) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.১১.২০২৫, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৩৮-২০২৫-(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR,DIST.-HOWRAH, PIN-711404
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works:60 (SIXTY) nos of schemes from SBM scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. NIT NO-BAR-II/635A/APAS/2025, 06/11/2025 TO BAR-II/652/APAS/2025, 07/11/2025. Last date of submission of tender: 27/11/2025 (15:00 PM). For further details see wbtenders.gov.in & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

Sd/-Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMB/BDO/2250/NIT-126/25-26 Dt. 03.11.2025 for **Sl. no. 1** to **77** for different schemes **BDO,Thakurpukur Maheshtala, Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name: Sl No. 01 to 77 for different Schemes..Thakurpukur Maheshtala Development Block.

Bid Submission date Started on **07-11-2025 at 9.00A.M**. and Bid Submission End date on **29-11-2025 at 9.0 A.M.** details on NIT & Tender Documents may be download from: http://wbtenders.gov.in & e mail No. bdothakurpukur@gmail.com.

Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
NIT NO.-79/STATE FUND/EO/PANCHLA/2025-2026

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the work of **Construction of Concrete road**. Bid Submission starting from **06/11/2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **21/11/2025 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **24/11/2025 at 17.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-15/EO/25-26 Dt-04/11/2025 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2025_ZPHD_939709_1 & One(1) no. Corrigendum Notice. Dt-06/11/2025. **Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-JANAI BAZER PO-JANAI Dist-Hooghly West Bengal

-Tender are invited by the Prodhan of JANAI Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no-358/JGP dt 04.11.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_939673_1 Publish Date-06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: REPAIRING OF Naladighi Prathamik SCHOOL BOOTH NO 117 ; Estimated Amount- Rs. 101740.00 **SL. NO 2:-NIT no-359/JGP dt 04.11.2025 Tenderid-2025_ZPHD_939695_1 Publish Date- 06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: RENOVATION OF ROAD FROM GABTALA ROAD BOOTH NO 117 ; Estimated Amount- Rs. 113265.00 **SL. NO 3 :-NIT no-360/JGP dt 04.11.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_939711_1 Publish Date-06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: PILING WORK FROM THE HOUSE OF GABTALA ROAD BOOTH NO 117; Estimated Amount- Rs. 102827.00 **SL. NO 4:-NIT no-361/JGP dt 04.11.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_939725_1 Publish Date- 06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: CONSTRUCTION OF COVERED SLAB FROM H/O BARUN MALICK TO HO SHYAMA MALICK BOOTH 117 ; Estimated Amount- Rs. 102685.00 **SL. NO 5:-NIT no-362/JGP dt 04.11.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_939736_1 Publish Date- 06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: INSTALLATION OF HIGH MUST LIGHT AT RAKSHAKALI TALA; Estimated Amount- Rs. 113281.00 **SL. NO 6:-NIT no-363/JGP dt 04.11.2025 Tenderid-2025_ZPHD_939890_1 Publish Date- 06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: INSTALLATION OF STREET LIGHTS 100 WORD INFRONT OF 21 STREET LIGHT IN 7 NO SPOT BOOHT 106; Estimated Amount- Rs. 106567.00 **SL. NO 7:-NIT no-363/JGP dt 04.11.2025 Tenderid-2025_ZPHD_939890_1 Publish Date- 06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: INSTALLATION OF STREET LIGHTS 100 WORD INFRONT OF 21 STREET LIGHT IN 7 NO SPOT BOOHT 106; Estimated Amount- Rs. 106567.00 **SL. NO 8:-NIT no-364/JGP dt 04.11.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_939905_1 Publish Date- 06.11.2025 11.00 AM** Name of The Work: INSTALLATION OF STREET LIGHT AT JANAI SONI MONDIR , DORGHAMONDIR BOOTH NO 104; Estimated Amount- Rs. 106643.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID **upto:-26.11.2025, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **28.11.2025 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিডবলু/পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট/ই-অকশন/২০২৪ তারিখ ০৪.১১.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনের মোট ০৬টি স্থানে নুঙ্গী (এনএআই), মদনপুর (এমপিজে), ব্যারাকপুর (বিপি), লালগোলা (এলজিএল), হোটর (এইচটি) এবং শিয়ালদহ (পিএফ নম্বর ৯) (এসডিএএইচ)-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **অ্যাডমিন ইউনিট/জোন ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশন - কমার্শিয়াল/পূর্ব রেল; **অকশন ক্যাটালগ নম্বর ঃ পিএনইউ-এসডিএএইচ-১৯-২৫; অকশন কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ; **অকশন শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ১৩.১১.২০২৫, দুপুর ১টা; **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১৩.১১.২০২৫, দুপুর ২টা ২০ মিনিটে; **অটো এক্সটেনশন জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড; **অটো এক্সটেনশন সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড; **প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ** ৩০ মিনিট; **ক্রমাগত লট ক্লোজিং ব্যবধান ঃ** ১০ মিনিট; **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন ঃ** ১০ বার; যার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি, বিবরণ এবং লটের শেষ তারিখ ও সময়** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** পিএনইউ-এসডিএএইচ-এনএআই-টিওআই-৭৯-২৩-২(পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট); শিয়ালদহ ডিভিশনের নুঙ্গী (এনএআই) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণের সুবিধার্থে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, শৌচাগার, প্রস্রাব বা টয়লেটের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা; ১৩.১১.২০২৫ দুপুর ১:৩০:০০ টায়। **এএ/২;** পিএনইউ-এসডিএএইচ-এমপিজে-টিওআই-৪৩-২৫-১(পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট); শিয়ালদহ ডিভিশনের মদনপুর (এমপিজে) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণের সুবিধার্থে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, শৌচাগার, প্রস্রাব বা টয়লেটের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা; ১৩.১১.২০২৫ দুপুর ১:৪০:০০ টায়। **এএ/৩;** পিএনইউ-এসডিএএইচ-বিপি-টিওআই-২১-২৫-১(পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট); শিয়ালদহ ডিভিশনের ব্যারাকপুর (বিপি) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণের সুবিধার্থে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, শৌচাগার, প্রস্রাব বা টয়লেটের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা; ১৩.১১.২০২৫ দুপুর ১:৫০:০০ টায়। **এএ/৪;** পিএনইউ-এসডিএএইচ-এলজিএল-টিওআই-১৩-২৫-১(পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট); শিয়ালদহ ডিভিশনের লালগোলা (এলজিএল) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণের সুবিধার্থে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, শৌচাগার, প্রস্রাব বা টয়লেটের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা; ১৩.১১.২০২৫ দুপুর ২:০০:০০ টায়। **এএ/৫;** পিএনইউ-এসডিএএইচ-এইচটি-টিওআই-৭৮-২৫-১(পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট); শিয়ালদহ ডিভিশনের হোটর(এইচটি) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণের সুবিধার্থে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, শৌচাগার, প্রস্রাব বা টয়লেটের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা; ১৩.১১.২০২৫ দুপুর ২:১০:০০ টায়। **এএ/৬;** পিএনইউ-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-টিওআই-২৩-২৫-১(পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট); শিয়ালদহ ডিভিশনের শিয়ালদহ (এসডিএএইচ) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ৯-এ জনসাধারণের সুবিধার্থে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, শৌচাগার, প্রস্রাব বা টয়লেটের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা; ১৩.১১.২০২৫ দুপুর ২:২০:০০ টায়। **ট্রিপ/দিন ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৬ প্রতিটির জন্য ১০৯৬; **রেট ইউনিট ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৬ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নূন্যতম বৃদ্ধি (%) ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৬ প্রতিটির জন্য ০.২। **লট স্ট্যাটাসঃ** এএ/১ থেকে এএ/৬ প্রতিটি ড্রাফট ক্যাটালগে নতুন।

SDAH-247/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অফবিট

লালকেল্লার পার্কিং লটে পুলিশকর্মী 'থান সিংহ কি পাঠশালা'য় স্বপ্ন দেখছে ১০০ শিক্ষার্থী

সি. আর. দাস

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার প্রাঙ্গণে প্রতিদিন বিকেলে এক অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। ব্যস্ত ভিড় এবং উঁচু দেয়ালের কাছাকাছি, সাই বাবা মন্দিরের পার্কিং এলাকায় স্কুল ব্যাগ কাঁধে করে ডজনখানেক শিশু জড়ো হয়। তাদের গন্তব্য কোনো ঐতিহ্যবাহী স্কুল নয়-বরং 'থান সিংহ কি পাঠশালা', যা দিল্লি পুলিশের হেড কনস্টেবল থান সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি খোলা আকাশের নিচে ক্লাসরুম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দিল্লির বস্তি এলাকার প্রায় ৮০ শিশু, যারা আগে ফালতু কাজ যেমন কাগজ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত, এখন পড়াশোনা করতে পারছে। থান সিংহের নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টাই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। থান সিংহের জীবনীতি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। রাজস্থানের ভরতপুরের বস্তিতে জন্মগ্রহণ করে দিল্লির বস্তিতে বেড়ে ওঠা সিংহের বাবা রাস্তায় কাপড় ইস্ত্রি করে জীবন যাপন করতেন, আর ছোটবেলায় সিংহ নিজে রাস্তায় ভুট্টা বিক্রি করত। তবু, তিনি পড়াশোনাকে কখনো হালকাভাবে নেননি। ''আমার স্কুল ফি ছিল মাত্র ৩ টাকা। বাবা পুলিশ অফিসার হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিবারের দায়িত্বে তা সম্ভব হয়নি। আমি তার স্বপ্ন পূরণ করতে দিল্লি পুলিশের পরীক্ষায় দু'বার চেষ্টা করে ২০০৯ সালে সফল হয়ে ২০১০ সালে চাকরি পাই'', সিংহ 'দ্য বেটার ইন্ডিয়া'-কে বলেন। ২০১৩ সালে লাল কেল্লার কাছে রাগপিকিং করতে দেখা শিশুদের দেখে তার শৈশবের স্মৃতি জেগে ওঠে। তাই, ২০১৫ সালে মন্দিরের প্রাঙ্গণে শুরু করে পাঠশালা, যা প্রথমে মাত্র ৫ শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হয় এবং এখন ১০০-এর বেশি শিক্ষার্থী এবং ৫০ স্বেচ্ছাসেবকের সাথে চলছে। এই পাঠশালার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অভিভাবকদের বিশ্বাস অর্জন। ''এই শিশুদের বাবা-মা নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী থেকে। প্রথমে তারা স্কুলে পাঠানোর ভয় পেয়ে যেত। তাই আমি তাদের ভয় দূর করার সিদ্ধান্ত নিই'', সিংহ বলেন। নিয়মিত কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি তাদের শিক্ষার মূল্যবোধ এবং শিশুদের ভবিষ্যত গঠনে এর ভূমিকা বোঝান। ফলে, রাজঘাট, বিজয়ঘাট, শান্তিবান, লোহে-ওয়ালা-পুলের মতো বস্তি এলাকার শিশুরা এখন নিয়মিত ক্লাসে যোগ দেয়। ৩ থেকে ১৫ বছরের শিশুরা প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত, রবিবারসহ সপ্তাহের সাত দিন ক্লাস করে। স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ব্যাটারি রিকশা চালকরাও সাহায্য করেন, শিশুদের ঘর থেকে পাঠশালায় নিয়ে আসেন। পাঠশালার ফলাফল ইতিমধ্যে দৃশ্যমান। ফর্মাল স্কুলে ভর্তির পর ৯ জন শিক্ষার্থী ক্লাস টপার হয়েছে। ''এই শিশুরা প্রমাণ করেছে যে যারা বলত তারা কিছু অর্জন করতে পারবে না, তারা ভুল'', সিংহ গর্ব করে বলেন। গত বছর ৭০ জন শিক্ষার্থী সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ জন সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখানে স্বপ্ন দেখে। এক তরুণী শিক্ষার্থী বলে, ''আমি আইপিএস অফিসার হতে চাই, এবং এই স্কুলে আইপিএস-এর প্রস্তুতি নেব।'' অন্য একজন, অজয় আহিরওয়াল, যার বাবা পর্যটন স্পটে শ্রমিক, বলে, ''সোশ্যাল সায়েন্স আমার সবচেয়ে পছন্দের বিষয়, এবং আমি থান সিংহ চাচার মতো পুলিশ অফিসার হয়ে শিশুদের পড়াব।'' এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ ডোনেশনের উপর চলে, কোনো ফি নেয় না। থান সিংহ বলেন, ''যদি আপনি সাহায্য করতে চান, তাহলে শিশুদের সাথে দেখা করুন। যা দিতে চান, সরাসরি তাদের দিন।'' ২০২৫ সালের মার্চ মাসে নিউজএক্স-এর রিপোর্ট অনুসারে, পাঠশালায় এখন ২০০ শিক্ষার্থী, যার মধ্যে ৬ বছরের কর্ম চাঁদের মতো শিশু যারা আগে কখনো স্কুলে যায়নি, এখন শিক্ষার মূল্য বুঝেছে। অনুরাধার মতো শিক্ষার্থী বলেন, ''থান সিংহ তাদের ঘর ধ্বংসের পর আশ্রয়, খাবার এবং কাপড় দিয়েছেন। কোভিড-১৯-এর সময় মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনটেন করে ক্লাস চালানো হয়েছে।'' থান সিংহের সিনিয়ররাও সাহায্য করেছেন, আর্থিক সহায়তা দিয়ে। তিনি বলেন, ''আমার লক্ষ্য এই শিক্ষার্থীদের সঠিক-ভুল বোঝাতে এবং তাদের বাবা-মাকে সাহায্য করতে শেখানো। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার ২০২০ রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিংহ প্রতিদিন ডিউটি শেষ করে সন্ধ্যা ৫টায় ক্লাস শুরু করেন, যা এখনও চলছে। আইএন নিউজের জুন ২৫ রিপোর্টে উল্লেখ, পাঠশালা ২০১৫ সাল থেকে চলছে এবং শিশুরা এখন তাদের বয়সের সাথীদের সাথে পাল্লা দিতে পারছে। ফ্রি প্রেস জার্নালের ২০২৩ রিপোর্টে বলা, এটি ক্রাউডফান্ডিং এবং ডোনারদের সাপোর্টে চলে, যা শিশুদের অপরাধ এবং শ্রমের জীবন থেকে মুক্ত করে। থান সিংহ কি পাঠশালা শুধু শিক্ষা নয়, বরং একটি সম্প্রদায়ের গল্প। এখানে শিশুরা মোরাল ভ্যালু শেখে, বাস-রিকশা-দোকানের নাম চিনতে শেখে এবং স্বনির্ভর হয়। সিংহ বলেন, ''পুলিশের কাজ মানুষের কাছে যাওয়া, তাদের সমস্যা বোঝা।'' এই উদ্যোগ দিল্লির মতো বড় শহরে শিক্ষার অসমতুল্যতা কমাতে অনুপ্রেরণা যোগায়। ২০২৪ সালের এপ্রিলে দ্য বেটার ইন্ডিয়ার রিপোর্টে ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে শিশুরা লাল কেল্লার পার্কিংয়ে জড়ো হয়। গুড নিউজ নেটওয়ার্কের ২০২৩ রিপোর্টে বলা, ৭০ শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এই পাঠশালা প্রমাণ করে যে একজনের প্রচেষ্টা কতটা পরিবর্তন আনতে পারে। থান সিংহের মতো ব্যক্তিরা শিক্ষাকে অ্যাক্সেসিবল করে, শিশুদের স্বপ্নের পথ খুলে দেন। যারা সাহায্য করতে চান, তারা লাল কেল্লার সাই বাবা মন্দির এসে শিশুদের সাথে দেখা করতে পারেন। এই উদ্যোগ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় আশার আলো জ্বালিয়েছে, যা এক শিশু করে এক শিশু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

CHANGE OF NAME

I, SAKUNTALA NASKAR W/o Sri Monojit Naskar residing at Vill. Naskarpara, P.O. & P.S. Domjur, Dist-Howrah-711405, India do hereby declare my actual name SAKUNTALA NASKAR instead of SUKUNTALA NASKAR which is wrongly recorded in my son SOUMYOJIT NASKAR's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Howrah on dated 04/11/2025. SUKUNTALA NASKAR and SAKUNTALA NASKAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MIR NOWSAD S/o Mir Samsad residing at Bankra Khan Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 do hereby declare my actual name MIR NOWSAD instead of SK NOWSHAD ALI and my wife's actual name SAJIYA BEGUM instead of SAJEYA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Alipore on dated 03/11/2025. MIR NOWSAD and SK NOWSHAD ALI both are same and one identical person. SAJIYA BEGUM and SAJEYA KHATUN both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SEKH SAHID SALMAN S/O SK RAJAUL Residing at Vill-Kendemari, P.O-Kendemari, P.S.-Nandigram, District - East Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK SAHID SALMAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 06-11-2025. SEKH SAHID SALMAN and SK SAHID SALMAN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, NADIRA KHATUN W/O SK RAJAUL Residing at Vill-Kendemari, P.O-Kendemari, P.S.-Nandigram, District - East Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NADIRA BIBI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 06-11-2025. NADIRA KHATUN and NADIRA BIBI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SEKH REJAUL S/O SK SIDDIK Residing at Vill-Kendemari, P.O-Kendemari, P.S.-Nandigram, District - East Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK RAJAUL as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 06-11-2025. SEKH REJAUL and SK RAJAUL both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SARIKA BEGUM (Old Name) W/O MOKARRAM HOSSAIN Residing at Vill & P.O.- Mahammad Bazar, P.S.-Mahammad Bazar, District - Birbhum, Pin - 731127 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SARIKA KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 11-09-2025. SARIKA BEGUM (Old Name) and SARIKA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK. NOWSAD(Old Name) S/o SK SAMSAD(Old Name) residing at Bankra Khan Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 India have changed my name and shall henceforth be known as MIR NOWSAD(New Name) S/o MIR SAMSAD(New Name) and also do hereby declare my mother's actual name JULEKHA BEGUM instead of JULEKHA BEGAM which is wrongly recorded in my Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Alipore on dated 03/11/2025. SK. NOWSAD S/o SK SAMSAD and MIR NOWSAD S/o MIR SAMSAD both are same and one identical person. JULEKHA BEGUM and JULEKHA BEGAM both are same person.

CHANGE OF NAME

I, SK. WASHIM AKRAM S/o SK. SELIM residing at Bankra Sardar Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 do hereby declare my father's actual name SK. SELIM instead of MD. SELIM, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Alipore on dated 03/11/2025. MD. SELIM and SK. SELIM both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MIR NOWSAD S/o Mir Samsad residing at Bankra Khan Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 do hereby declare my actual name MIR NOWSAD instead of SK NOWSHAD and my father's actual name MIR SAMSAD instead of SK SAMSAD, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Alipore on dated 03/11/2025. MIR NOWSAD and SK NOWSHAD ALI both are same and one identical person. SK SAMSAD and MIR SAMSAD both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MIR NOWSAD S/o Mir Samsad residing at Bankra Khan Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 do hereby declare my actual name MIR NOWSAD instead of SK NOWSHAD and my father's actual name MIR SAMSAD instead of SK SAMSAD, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Alipore on dated 03/11/2025. MIR NOWSAD and SK NOWSHAD ALI both are same and one identical person. SK SAMSAD and MIR SAMSAD both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AZHARUDDIN LASKAR S/o Alamgir Laskar residing at Bankra Piyada Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 do hereby declare my actual name AZHARUDDIN LASKAR instead of AZAHARUDDIN LASKAR, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Alipore on dated 03/11/2025. AZAHARUDDIN LASKAR and AZHARUDDIN LASKAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MIR NOWSAD S/o Mir Samsad residing at Bankra Khan Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 do hereby declare my actual name MIR NOWSAD instead of NOWSAD ALI SK and my wife's actual name SAJEYA KHATUN instead of SAJEYA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Alipore on dated 03/11/2025. MIR NOWSAD and NOWSAD ALI SK both are same and one identical person. SAJEYA KHATUN and SAJEYA BEGUM both are same and one identical person.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লিউএইচ/২০২৫, তারিখ ০৩.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-এইচডব্লিউএইচ-নভ-০৭; অকশন শুরুর তারিখ/সময় ঃ ১৮.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.০০ টায়। ক্রম নং., লট নম্বর ও স্টেশনের নাম যথাক্রমে ঃ (১) পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-বিএইচআর-টিডব্লিউ-১৮১-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার); ভদ্রেশ্বর; (২) পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-এনডিএই-টিডব্লিউ-২৯০-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার); নবদ্বীপধাম; (৩) পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-বিএমএই-টিডব্লিউ-২৯১-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার); বেলমুড়ি; (৪) পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-জেআইটি-টিডব্লিউ-২৭-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার); জিরাট; (৫) পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-ডিএইচএই-টিডব্লিউ-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার); দাঁইহাট; (৬) পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-এনএইচটি-এমএক্স-২৯৩-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার, থ্রি হুইলার, ফোর হুইলার); নলহাটী; (৭) পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-সিএনএস-আরডব্লিউ-২৯২-২৫-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার টোটো/অটো); চুঁচুড়া;

HWH-373/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-ওএফসি-কেএইচএন-আরপিএইচ-২৫, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-ওএফসি-কেএইচএন-আরপিএইচ-২৫-এর অন্তর্গত নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ হাওড়া ডিভিশনের অধীনে খানা-রামপুরহাট, শেওড়াফুলি-গোঘাট, রামপুরহাট-দুমকা এবং নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখায় ২ x ৪৮ ফাইবার ওএফসি কেবল স্থাপন; বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ₹ ৮,২০,২৪,৬৮৮.৭২; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৫,৬০,১০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ₹ ০.০০; বিডিং সিস্টেম ঃ সিঙ্গল প্যাকেট; বিডিং শুরুর তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৫; অফারের বৈধতা (দিন)ঃ ৬০; সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ১২ মাস। টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ ০৪.১১.২০২৫, বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে। টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ এবং সময় ঃ ২৮.১১.২০২৫, দুপুর ৩টায়। বিডাররা তাদের মূল/সংশোধিত বিডগুলি কেবলমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে।

HWH-374/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

'আমার হুমকিতে ওরা অবাক হয়ে গেছিল'

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বরঃ এক কথায়- রেকর্ড যেন আটকে গেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের! আবারও তিনি ভারত-পাকিস্তান সংঘাত আটকানোর দাবি করেছেন। তবে এবার দিয়েছেন কিছু নতুন 'তথ্য'! কী বলেছেন তিনি? ট্রাম্পের আবারও দাবি, তাঁর হস্তক্ষেপেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্ভব হয়েছে। ফ্লোরিডার মায়ামিতে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রিপাবলিকান নেতা বলেন, বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের হুমকি না দিলে নাকি দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ যুদ্ধ থামাত না। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ''আমি তখন ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ জানতে পারলাম তারা যুদ্ধ করতে চলেছে! আমি বললাম, তোমরা যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তাহলে কোনও চুক্তি সম্ভব নয়। আমি বাণিজ্য করব না।''

ফের পাকিস্তান মদতে ভারতে হামলার ছক!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বরঃ অপারেশন সিঁদুর-এ নাস্তানাবুদ হয়েও লজ্জা নেই। ফের জম্মু-কাশ্মীরকে অশান্ত করতে নয়া ছক কষছে পাকিস্তান। ইসলামিক স্টেট খোরসান প্রভিন্স বা আইএসকেপি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের জন্য চারটি বিশেষ শিবির বা ক্যাম্প গড়েছে পাকিস্তান। সেখানেই এই জঙ্গিদের অস্ত্র, বোমা, আত্মঘাতী বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে সেখান থেকে কাশ্মীরে এই জঙ্গিদের ঢোকানোর ছক কষছে পাকিস্তান। আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তান ও ইসলামিক স্টেট জঙ্গিরা কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। আফগান তালিবানরা দুজনেরই শত্রু। তাদের উপরে হামলা করতেই প্রাথমিকভাবে ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের বিশেষ ট্রেনিং দিচ্ছে ইসলামাবাদ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সন্দেহ, পাকিস্তানের চারটি গোপন লোকেশনে অন্তত এক হাজার ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে আফগানিস্তানে হামলা ও পরে ভারতে ওই জঙ্গিদের ঢোকানোর ছক কষছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, এই জঙ্গিদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাক সেনার বড়কর্তারা এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বেশ কয়েকজন পাক সেনা ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর ভয়ে এই সব জঙ্গি শিবিরে আসতে চাইছে না। তাদের জায়গায় কট্টরপন্থী প্রাক্তন সেনাকর্তাদের এনে এই শিবির পরিচালনা করছে আইএসআই, বলছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। যে পাকিস্তান বারবার দাবি করে এসেছে, তাদের মাটিতে কোনও আইএস জঙ্গি শিবির নেই, সেখানে যে আদতে জঙ্গি চাষ হচ্ছে, সেই চক্রান্তই এবার প্রকাশ্যে চলে এল। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বেশ

কয়েকজন ইসলামিক স্টেট জঙ্গিকে চোরাগোপ্তা বালোচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়ার ক্যাম্পে পাঠিয়েছে পাকিস্তান। যুদ্ধক্ষেত্রে তালিবানদের মোকাবিলা করতে গেরিলা লড়াইয়ের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিরা শুরু থেকেই তালিবান বিরোধ। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের সুযোগে, ইসলামাবাদের মদতে তারা কাবুলের দখল নিতে চায়। নির্লজ্জ পাকিস্তানও তাদের সেই কাজেই সাহায্য করছে। সম্প্রতি আফগানিস্তানের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে 'মহম্মদ' নামের এক ইসলামিক স্টেট্ জঙ্গি ধরা পরতেই ইসলামাবাদের এই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। জেরায় ধৃত জঙ্গি আফগান সেনাকে জানিয়েছে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই তাকে জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করিয়েছে। জেরায় ধৃত জঙ্গি আরও জানিয়েছে, পাকিস্তানে ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবির চলছে জোরকদমে। কোয়েট্টার এক শিবিরে ধৃত মহম্মদের প্রশিক্ষণ হয়েছে। ওই সব শিবিরে জঙ্গিদের মগজধোলাই ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলে সমানতালে। জঙ্গিদের আফগানিস্তানে ঢোকাতে আইএসআই এজেন্টরাই জাল আইডি কার্ড বানিয়ে দেয়। তোরখাম সীমান্তে ধৃত জঙ্গির তে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি, আফগানিস্তানের পাশাপাশি ভারতেও নাশকতার ছক ছিল তাদের। জেরায় ধৃত আইএস জঙ্গি জানিয়েছে, ভারতেও 'খিলাফৎ' প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য ছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সন্দেহ, যেহেতু আইএসআই এই জঙ্গিদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে, তাই সুযোগ বুঝে কাশ্মীরে এই জঙ্গিদের সুকৌশলে ঢুকিয়ে নিজেদের নেটওয়ার্ক পোক্ত করছে চাইছে পাকিস্তান। একদিকে জইশ আর লস্কর, অন্যদিকে নয়া ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের ভূস্বর্গে ঢুকিয়ে ত্রিমুখী জঙ্গি ফলায় ভারতের মাটিকে রক্তাক্ত করছে চাইছে আইএসআই। পাকিস্তান জুড়েই জঙ্গিদের বড় নিয়োগ শিবির চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা, বেতন, পরিবারকে অর্থ সাহায্যের লোভ দেখিয়ে ধর্মের আড়ালে আয়োজিত এই শিবিরগুলোতে লোক টানছে পাকিস্তান। চলছে তীব্র ভারত-বিরোধী বিদ্বেষ তৈরির চক্রান্ত। পেটে ভাত নেই, চাকরি নেই, আটা-দুধ মহার্ঘ্য। তাই দুবেলা দুমুঠো খাবারের লোভে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও এই জঙ্গি শিবিরে নাম লেখাচ্ছে। মহিলাদের নিয়ে আলাদা আত্মঘাতী ব্রিগেড-ও গড়ছে জইশ। কেরল থেকেও অন্তত ২১ জন ইসলামিক স্টেট জঙ্গি শিবিরে নাম লিখিয়েছে। পরে এদেরই ভারতে ঢুকিয়ে নাশকতার ছক পাকিস্তানের।

CHANGE OF NAME

I, Rowsanara Bibi (old name) wife of Abdul Majid Laskar, residing at Vill: Uttar Bhangankhali, P.O – Bhangankhali, Basanti, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rosanara Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/11/2025. Rowsanara Bibi (old name) and Rosanara Bibi (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Surojit Paul (old name) s/o Rabin Paul, residing at Pal Para, Dankuni, Ward-1, P.O & P.S-Dankuni, Dist-Hooghly, Pin-712311, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Surajit Paul (new name), as declared before The Notary Public at Kolkata on 06/11/2025.Surojit Paul (old name) and Surajit paul (New name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, POULOMI BANERJEE (OLD NAME) W/O SAYAK BANERJEE, RESIDING AT, BL - 1, FL- 4B , 2946 NAYABAD, PANCHASAYAR, KOLKATA - 700094, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS POULOMI CHATTARAJ (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 06/11/2025 , POULOMI CHATTARAJ (NEW NAME) AND POULOMI BANERJEE (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON,

CHANGE OF NAME

I, SK ABUJAR GOFFARI (OLD NAME) S/O SEKH SAIYAD, RESIDING AT, VILL & P. O. - SARENGA , P. S - SANKRAIL , HOWRAH - 711309, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABUJAR GAFFAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 06/11/2025 , SK ABUJAR GAFFAR (NEW NAME) AND SK ABUJAR GOFFARI (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON,

CHANGE OF NAME

I, SUDHANYO PAL (OLD NAME) S/O- LALIT CHANDRA PAL residing at KULBERI-ADAULATABAD DIST-MURSHIDABAD PIN-742302, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from (old name)SUDHANYO PAL to (new name) SUDHANYA PAL and henceforth, I shall henceforth be known as SUDHANYA PAL(new name)in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Domkal court dated on 06/11/2025.(new name) SUDHANYA PAL (old name) SUDHANYO PAL both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD ZIKRIA (OLD NAME) S/O- ZAKKAR SK residing at BHARSALAPARA WARD NO-15 BASUNDHARA APPARTMENTPS-RAMPURHAT DIST-BIRBHUM PIN-731224, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from(old name) MD ZIKRIA to (new name) MOHAMMAD ZIKRIA and henceforth, I shall henceforth be known asMOHAMMAD ZIKRIA (new name)in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Domkalcourt dated on 06/11/2025.(new name) MOHAMMAD ZIKRIA and (old name) MD ZIKRIAboth name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rohima Khatun (old name) residing at Esserpara,Tenachurapara , Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROHIMA KHATUN to ROHIMA BIBI and henceforth I shall be known as ROHIMA BIBI(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/11/2025. ROHIMA KHATUN and ROHIMA BIBI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manoar Ali Mondal (old name) residing at Esserpara,Tenachurapara , Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANOAR ALI MONDAL to MANAWAR ALI MONDAL and henceforth I shall be known as MANAWAR ALI MONDAL(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/11/2025. MANOAR ALI MONDAL and MANAWAR ALI MONDAL both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ariful Alam Biswas (old name) residing at Lakshmipur ,Lakshmipur, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ARIFUL ALAM BISWAS to AREFUL ALAM BISWAS and henceforth I shall be known as AREFUL ALAM BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/11/2025. ARIFUL ALAM BISWAS and AREFUL ALAM BISWAS both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jahangir Alom (old name) residing at Gangadebi, Gangadevi, Chanchal Dist-Malda, Pin-732139 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JAHANGIR ALOM to JAHANGIR ALAM and henceforth I shall be known as JAHANGIR ALAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/11/2025. JAHANGIR ALOM and JAHANGIR ALAM both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Oilul Islam (old name) residing at panipia, Dhulauri,Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD OLIUL ISLAM to OLIUL ISLAM MIYA and henceforth I shall be known as OLIUL ISLAM MIYA(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/11/2025. MD OLIUL ISLAM and OLIUL ISLAM MIYA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Bishnu Das (Old Name) S/O– Lalu Das resident of Vill & Po-Rameswarpur, Ps-Beldanga,Dist-Murshidabad, West Bengal, do hereby decrared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & my name has changedfrom Bishnu Das to Injamul Haque and hencefort I shall be known as Injamul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/06/2025. My name Injamul Haque & Bishnu Das are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Osman Goni, Osman Gani (Old Name) S/o Abul Hossain Residing at Bharpara, Dadpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Md Osman Goni (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 06-11-2025. Osman Goni, Osman Gani (Old Name) and Md Osman Goni (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nemai Chandra Pramanik (Old Name) S/o Lakshmi Narayan Pramanik Residing at Jotbani, P.o - Jotbani, District - Paschim Medinipur, Pin- 721211, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Nimai Pramanik (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 06-11-2025. Nemai Chandra Pramanik (Old Name) and Nimai Pramanik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Enam (old name) son of Late Sk Kalimuddin Ali, residing at Vill: Durgapur, P.O – Sagareswar, P.S – Ramnagar, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721446, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Enam Ali (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Contai vide affidavit No. 3642 dated 03/11/2025. Sk Enam (old name) and Sk Enam Ali (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bijoy Lama (Old Name) S/o Nimsring Lama Residing at F-S I/4, Diamond Harbour Road, Thakurpukur, Paschim Barisha, District - South 24 Parganas, Pin - 700063, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Vijay Kumar Lama (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 17 Dated 06-11-2025. Bijoy Lama (Old Name) and Vijay Kumar Lama (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kaium Mallick (Old Name) S/o Ayub Mallik Residing at Dakshin Gopalpur, P.o - Panskura, P.s - Panskura, District - East Medinipur, Pin - 721139, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kaiyum Mallik (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 06-11-2025. Kaium Mallick(Old Name) and Kaiyum Mallik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Projit Bhattacharya (old name) son of Pradip Bhattacharya, residing at 132, Satin Sen Road, Ambikapur, P.O – Natagarh, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700113, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Projit Bhattacharjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/11/2025. Projit Bhattacharya (old name) and Projit Bhattacharjee (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Afreen Khatoon (Old Name) W/o Firoz Ahmed Residing at 9, G J Khan Road, Tiljala, P.o - Tiljala, District - South 24 Parganas, Pin - 700039, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Afrin Khatoon (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16 Dated 06-11-2025. Afreen Khatoon(Old Name) and Afrin Khatoon (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hanshapati Sarkar (Old Name) S/o Gopikanta Sarkar Residing at Vill - Uddharanpur, P.o - Sankhai, P.s - Ketugram, District - Bardhaman, Pin - 713123, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Hansapati Sarkar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 06-11-2025. Hanshapati Sarkar (Old Name) and Hansapati Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sumitra Sengupta (Old Name) W/o Kausik Chowdhury Residing at 8 S.P. Mukherjee Road Extension, Belghoria, District - North 24 Parganas, Pin - 700056, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sumitra Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-11-2025. Sumitra Sengupta (Old Name) and Sumitra Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hari Basu (Old Name) S/o Gobinda Basu Residing at Shimulpur Thakurnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743287 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Harilal Basu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18 Dated 06-11-2025. Hari Basu (Old Name) and Harilal Basu (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I Md Salim Mondal, S/O Md Aijuddin Mondal, by religion Islam, residing at 80/2 Exhibition Bagan Road, Gorabazar, P.O. & P.S. Berhampore, District Murshidabad, Pin 742101, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare as follows That I am an Indian CITIZEN BY BIRTH. That my mother 's actual name is Tarifa Bibi. That my mother 's death certificate being Reg. No BER(u) 505, dt 22.07.2009 and in voter card being No DRC2571073 Where my mother 's name recorded as Tarifa Bibi and in my educational Documents where my mother 's name recorded as Mst Tarifa Bibi. That I am swearing this affidavit to declare that Tarifa Bibi and Mst Tarifa Bibi is the same and identically one i.e. my deceased mother.

CHANGE OF NAME

I, Sahabuddin (Old Name) S/o Aiub Ali Residing at Vill - Bharpara, P.o - Golabari Bazar, P.s - Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Sahabuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-11-2025. Sahabuddin (Old Name) and Md Sahabuddin (New Name) both are same and one identical person.

দুর্ঘটনা রোধে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ শুরু করল রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ রেললাইনে বেআইনি চলাচল ও দুর্ঘটনা রোধে শক্তিশালী ফেন্সিং নির্মাণ অভিযান শুরু করল রেল। শিয়ালদহ বিভাগে

বেআইনি ভাবে চলাচলের কারণে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রোধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিভাগভিত্তিক বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান শুরু হয়েছে। দেখা গেছে, শর্টকাট নেওয়ার উদ্দেশ্যে বেআইনি ভাবে লাইন পার হওয়াই এই ধরনের দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। এই বিপজ্জনক অভ্যাস বন্ধ করতে শিয়ালদহ বিভাগ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে কৌশলগতভাবে শক্তিশালী বেড়া (ফেন্সিং) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল রেললাইনে অননুমোদিতভাবে চলাচলের মতো অনিরাপদ আচরণ বন্ধ করা। যা যাত্রীদের জীবন যেমন বিপন্ন করে, তেমনই ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোনও হঠকারিতা আপনার নিজের জীবনই নয়, সহযাত্রীর জীবনকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে। বর্তমানে শিয়ালদহ বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম প্রান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে ফেন্সিং স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে, যাতে কেউ শারীরিকভাবে লাইনে প্রবেশ করতে না পারেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রথম ধাপ শুরু হয়েছে যাদবপুর স্টেশনে, এবং শীঘ্রই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিভাগের অন্যান্য নির্বাচিত স্টেশনেও সম্প্রসারিত করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের চলাচল সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট নিরাপদ পথ-যেমন ফুটওভার ব্রিজ (FOB), সাবওয়ে দিয়েই হবে, ফলে ট্রেনে কাটা পড়ার ঘটনা কার্যকরভাবে কমে যাবে। এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (DRM) শ্রী রাজীব সাক্সেনা বলেন, নিরাপত্তা শুধু অগ্রাধিকার নয়, এটি আমাদের সর্বোচ্চ অঙ্গীকার। এই বেড়া স্থাপন একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, যা মুহূর্তের অসাবধানতার কারণে ঘটে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় দুর্ঘটনা রোধ করবে। আমরা সকল যাত্রীকে অনুরোধ করছি- কয়েক মিনিট বাঁচাতে নিজের মূল্যবান জীবন ঝুঁকিতে ফেলবেন না।

বেতের ঝুড়ি, কুলো বুনেই জীবিকা নির্বাহ করছেন মাহালি সম্প্রদায়, বাড়ছে চাহিদাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৬ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ঝাড়খণ্ডের তপসিলি উপজাতি মাহালিদের হস্তশিল্পের চাহিদা রয়েছে। সেই কারণে ঝাড়খণ্ড থেকে এক ডজন মাহালি পরিবার দুর্গাপুরের কাঁকসায় বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে বসবাস করছেন। তাঁদের পেশা হল বাঁশের ঝুড়ি, কুলো সহ নানা সামগ্রী তৈরি করে পানাগড় সহ দুর্গাপুরের বাজারগুলিতে বিক্রি করা। অতি দরিদ্র পরিবারগুলি কাঁকসার সিলামপুরের রাস্তার পাশে মাটির ঘর করে থাকেন। ওই এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তল্লা বাঁশ পাওয়া যায়। ঝুড়ি সহ নানা সামগ্রী তৈরিতে এই তল্লা বাঁশই ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি বাঁশের বাজার দর ১৫০-২০০ টাকা। একটি বাঁশ দিয়ে নানা আকারের প্রায় ৭-৮ টি ঝুড়ি তৈরি হয়। সেই সমস্ত ঝুড়ি ৩০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি করেন মাহালি সম্প্রদায়ের কারিগরেরা। সারাবছর ঝুড়ি ও বাঁশের নানা সামগ্রী তৈরি করে স্থানীয় বাজার-হাটে বিক্রি করে জীবনজীবিকা অর্জন করছেন তাঁরা। পরিবারের ছোট থেকে বড় সকলেই এই ঝুড়ি তৈরির কাজে লিপ্ত থাকেন। সারাদিনে গোটা বাঁশ কেটে নানা প্রক্রিয়াকরণ করে ঝুড়ি, কুলো, ফলের সাজি সহ বিভিন্ন সামগ্রী বুনতে বসেন ওই পরিবারের সদস্যরা। ওই ঝুড়ি কারিগরদের দাবি, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে মাহালি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। বংশপরম্পরায় তাঁরা বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। কাঁকসা এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেই ঝুড়ি তৈরির অনেক স্থানীয় কারিগর রয়েছেন। বহু পরিবারের মহিলা থেকে পুরুষ সকলেই ঝুড়ি, কুলো ও নানা সামগ্রী তৈরি করেন। তবু দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ঝুড়ির চাহিদা কখনও কমে যায়। জোগান দিতে হিমসিম খান স্থানীয় হস্তশিল্পীরা। দুর্গাপুজোর সময় ও ছট পুজোর সময় শহর সহ গ্রামগঞ্জে

ঝুড়ির চাহিদা তুঙ্গে থাকে। সেই সময় ভিন জেলা ও ঝাড়খণ্ড সহ ভিনরাজ্য থেকে শিল্পাঞ্চলের বাজারে ঝুড়ি আমদানি হয়। ঐতিহ্যবাহী বাঁশের ঝুড়ির কদর দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বলে দাবি হস্তশিল্পীদের। মাহালি পরিবারের সদস্যরা জানান, বাঁশের ঝুড়ির বিকল্প হিসেবে বাজারে ছোট থেকে বড় নানা ডিজাইনের প্লাস্টিকের ঝুড়ি এসেছে। কিন্তু তাঁদের দাবি, প্লাস্টিকের ঝুড়ি এলেও বাঁশের ঝুড়ির চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

রাস্তা তো নয়, মরণ ফাঁদ! চাঁদা তুলে নিজেরাই রাজ্য সড়ক সারাইয়ে নামলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ নভেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী ব্লকের জঙ্গলমহল শুকুর মূল ফটক থেকে লালগড়গামী রাজ্য সড়কের বেহাল দশা। আর তাই নিজেদের রাস্তা নিজেরাই মেরামতে এগিয়ে এলেন সেখানকার মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে খানাখন্দে ভরে থাকার জেরে বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু করেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী ব্লকের জঙ্গলমহল শুকুর মূল ফটক থেকে লালগড়গামী রাজ্য সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা অবস্থায় রয়েছে। খানাখন্দে ভরে গেছে ভাদুতলা থেকে লালগড় যাওয়ার রাজ্য সড়ক। জঙ্গলমহল রেল স্টেশনের রেলগেটের কাছে রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। একপ্রকার মরণ ফাঁদ। যার ফলে প্রায়ই ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও বর্ষা পেরিয়ে শীতের মরশুমের মুখে একই অবস্থা ওই লালগড়গামী রাজ্য সড়কের। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা রবিবার বিকেল থেকে নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে শুরু করল রাস্তা সারাইয়ের কাজ। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, 'রাজ্য সড়ক ধরে সাধারণ মানুষ, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, অফিস যাত্রী-সহ বহু ভিআইপি ব্যক্তিত্বের যাতায়াত। নিত্য দুর্ঘটনা, নিত্য ঝক্কি আর সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে আমরা চাঁদা তুলে নিজেরাই রাস্তা মেরামত করছি'। রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গেছে। জঙ্গলমহল রেল স্টেশনের রেলগেটের কাছে রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও রাস্তার অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। রাস্তার বেহাল দশার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকার মানুষ দেখিয়ে দিলেন তারা অনেক ঐক্যবদ্ধ। নিজেদের অসুবিধাতে নিজেরাই এগিয়ে এলেন। দল বেঁধে সমস্যা নিরসনে বড় ভূমিকা পালন করলেন তারা। সামাজিক সমস্যায় তারা সবাই এক। এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জ্বলন্ত নজির।

নবদ্বীপের মহাচক্র রাসে একসঙ্গে ১০৮ রাধাকৃষ্ণ মূর্তি পুজো, ঐতিহ্যের ৬৯ বছরে পদার্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ৬ নভেম্বর ঃ নবদ্বীপের রাস উৎসব মানেই ঐতিহ্য, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন। সেই ঐতিহ্যেরই অন্যতম প্রতীক প্রাচীন মায়াপুর এলাকার সর্বজনীন শ্রী শ্রী মহাচক্র রাস উৎসব, যেখানে একসঙ্গে ১০৮ টি রাধাকৃষ্ণ মূর্তির পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপের একমাত্র এই পুজোতেই দেখা যায় এক তিথিতে নানা দেবদেবীর পূজার পাশাপাশি এমন অনন্য রাধাকৃষ্ণ চক্ররাসের আয়োজন। এবছর এই মহাচক্র রাস উৎসব পা দিল ৬৯ বছরে। পুজো কমিটির সম্পাদক রঘুনাথ দাস জানান, এই পুজোর সূচনা হয়েছিল সিদ্ধপুরুষ এক বালক সাধুর হাত ধরে। তাঁর মাধ্যমেই নবদ্বীপে প্রথম রাধাকৃষ্ণের চক্ররাস প্রথার সূচনা হয়। প্রতিমায় ১০৮টি রাধাকৃষ্ণ মূর্তি চক্রাকারে স্থাপন করা হয়, যা পুজোর সময় ঘূর্ণায়মান থাকে-এ কারণেই এর নাম চক্ররাস। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত এই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করতে নবদ্বীপে ভিড় জমান। পুজো কমিটির তরফে প্রায় তিন হাজার দর্শনার্থীর জন্য প্রসাদের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য, আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে এই মহাচক্র রাস উৎসবের আয়োজন করে নবদ্বীপের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া।

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work Under APAS Scheme within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_940077_1	07.11.2025	26.11.2025	28.11.2025
2.	2025_MAD_940077_2	07.11.2025	26.11.2025	28.11.2025
3.	2025_MAD_940077_3	07.11.2025	26.11.2025	28.11.2025
4.	2025_MAD_940249_1	07.11.2025	26.11.2025	28.11.2025
5.	2025_MAD_940249_2	07.11.2025	26.11.2025	28.11.2025
6.	2025_MAD_940249_3	07.11.2025	26.11.2025	28.11.2025
7.	2025_MAD_940338_1	07.11.2025	27.11.2025	29.11.2025
8.	2025_MAD_940338_2	07.11.2025	27.11.2025	29.11.2025
9.	2025_MAD_940338_3	07.11.2025	27.11.2025	29.11.2025
10.	2025_MAD_940338_4	07.11.2025	27.11.2025	29.11.2025

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites Quotation Notice for following Development work Under APAS Scheme within Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender for Project ID	Bid submission start date	Bid submission end date	Technical Bid Opening date
Tender Notice No. TM/PW/APAS/250/03 Dated 07.11.2025				
1	APAS/01/198/250/0001	07.11.2025	17.11.2025	18.11.2025
2	APAS/01/198/250/0007	07.11.2025	17.11.2025	18.11.2025
Tender Notice No. TM/PW/APAS/249/04 Dated 07.11.2025				
3	APAS/01/198/249/0005	07.11.2025	17.11.2025	18.11.2025
Tender Notice No. TM/PW/APAS/247/05 Dated 07.11.2025				
4	APAS/01/198/247/0002	07.11.2025	17.11.2025	18.11.2025
5	APAS/01/198/247/0005	07.11.2025	17.11.2025	18.11.2025
6	APAS/01/198/247/0010	07.11.2025	17.11.2025	18.11.2025

Details information will be available from the Tarakeswar Municipal Office
Chairman
Tarakeswar Municipality

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
Corrigendum
Corrigendum No.: 03
Dated: 06.11.2025
Ref. e- NIT No -09 Dated: -15.10.2025. Regarding Documents download end date (Online),Bid Submission closing (Online),Bid opening date for Technical Proposals (Online Sl No 5,6,11, 12,13,14 & 15. **Tender Ref. no.:** WBMAD/ULB/RM/NIeT-09/2025-26,**Tender ID** :2025_MAD_917424, Last date & time for submission of bid through online is **26.11.2025 upto 01:50 P.M.**The details will be available on websites:**www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board,
S/d-Chairman,
Ramjibonpur Municipality

ভাগলপুর থেকে লোকমান্য তিলক এবং এসএমভিবি বেঙ্গালুরু পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের সামাল দিতে, পূর্ব রেলওয়ে ভাগলপুর থেকে লোকমান্য তিলক এবং এসএমভিবি বেঙ্গালুরু পর্যন্ত অসংরক্ষিত একমুখী বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩৪০১ ভাগলপুর - লোকমান্য তিলক একমুখী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৭.১১.২০২৫ তারিখে ভাগলপুর থেকে ০৫.০০ টায় ছেড়ে পরের দিন ১৭.২০ টায় লোকমান্য তিলক পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের এক্তিয়ারের সুলতানগঞ্জ, বারিয়ারপুর, জামালপুর, আভাইপুর এবং কাজরা স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩৪০৩ ভাগলপুর - এসএমভিবি বেঙ্গালুরু একমুখী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৭.১১.২০২৫ তারিখে ভাগলপুর থেকে ২২.৩০ টায় ছেড়ে তৃতীয় দিনে ২২.৩০ টায় এসএমভিবি বেঙ্গালুরু পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন সুলতানগঞ্জ, জামালপুর, ধরহরা এবং আভাইপুর স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল দ্বিতীয় শ্রেণীর থাকার ব্যবস্থা থাকবে।

বাগডোগরার সেনা ছাউনিতে গ্রেফতার বাংলাদেশি চর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর ঃ শ্রমিক সেজে বাগডোগরার ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনিতে ঢোকার চেষ্টা। এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নন্দ মণ্ডল। দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ধৃত ওই ব্যক্তিকে। জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক অসঙ্গতি পান পুলিশ আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, কোনও বৈধ নথিও ধৃত নন্দ মণ্ডল দেখাতে পারেননি বলে দাবি পুলিশের। এরপরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ির বাগডোগরা থানা। তবে পরিচয় লুকিয়ে শ্রমিকের পরিচয়ে কেন সে সেনা ছাউনিতে ঢোকার চেষ্টা করছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গুপ্তচরবৃত্তি নাকি নাশকতার কোনও ছক! তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। যদিও সেনা পুলিশ এবং গোয়েন্দারা দফায় দফায় ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাগডোগরার ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনিতে নির্মাণ সংক্রান্ত বেশ কিছু কাজ চলছে। সেই কাজের জন্য বৃহস্পবিার সকালে ক্যাম্পে পৌঁছান বেশ কয়েকজন শ্রমিক। জানা যায়, শিলিগুড়ির এক ঠিকাদার সংস্থা সেনা ক্যাম্পে কাজের বরাত পায়। সেই ঠিকাদার সংস্থার হয়েই এদিন সকালে কাজে যান শ্রমিকরা। কিন্তু ধৃত নন্দ মণ্ডলের গতিবিধি এবং কথাবার্তায় সন্দেহ তৈরি হয় কর্তব্যরত জওয়ানদের। প্রথমে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেনা আধিকারিকরা জানতে পারেন, নন্দ মণ্ডল আদৌতে বাংলাদেশি। এরপরেই তাঁকে আটক করে বাগডোগরা পুলিশের হাতে তুলে দেয় সেনা। উল্লেখ্য, গত ২৮ মে ভোর পাঁচটা নাগাদ ব্যাংডুবির এমিইএস মোড়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে এক ব্যক্তিকে আটক করে সেনা জওয়ানরা। জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা যায় ওই ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক। এরপর আবারও এক বাংলাদেশি নির্মাণ কর্মীর পরিচয়ে সেনা ছাউনিতে কর্মরত অবস্থায় গ্রেফতার হতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চিংড়িঘাটা মোড়ে গাড়ির যানজট কমাতে পদক্ষেপ নিচ্ছে কেএমডিএ

কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সায়েন্স সিটি অভিমুখী চিংড়িঘাটা মোড়ে গাড়ির যানজট কমাতে পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কেএমডিএ। শান্তিনগর খালের ওপর বর্তমান সরু সেতুর পাশেই একটি নতুন কংক্রিট সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। যা ক্যাপ্টেন ভেরি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বর্তমান সেতুটি ইএম বাইপাসের ওই অংশে সবচেয়ে অপরিসর, ফলে এখানে প্রায়ই যানজটের সৃষ্টি হয়। তার উপর সেতুর শুরুতেই রয়েছে একটি বাসস্টপ, যেখানে যাত্রী ওঠানামার সময় যানবাহনের গতি কমে যায়। এই যানজটের সমস্যা দূর করতেই নতুন আরও একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। বাসস্টপটিও সেখানে স্থানান্তরিত করা হবে বলে কেএমডিএ-র তরফে জানানো হয়েছে। সল্টলেক থেকে সায়েন্স সিটি যাওয়ার গাড়ির গতি বজায় রাখতে এই পদক্ষেপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ফাইলেরিয়া মুক্ত নানুর ব্লক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর, ৬ নভেম্বর ঃ নানুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আয়োজিত থুপসরা অঞ্চলের আতকুলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে TAS-১ তথা ফাইলেরিয়া মূল্যায়ণ সার্ভের কাজ পরিদর্শন সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। বৃহস্পতিবারের এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অভিভাবকরা বক্তব্য রাখে। ব্লকের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ফাইলেরিয়া টেস্ট করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। তিনি বলেন, দশ বছর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জেলাকে ফাইলেরিয়া মুক্ত হওয়ার কথা বলেন। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বিগত তিন বছর ধরে এই রোগ নির্ণয়ের কাজ চলছে। নানুর ব্লকে একজন রোগী এই রোগে আক্রান্ত পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে নানুর ব্লক ফাইলেরিয়া মুক্ত বলা যায়। জেলার দুই একটি জায়গাই ফাইলেরিয়া আক্রান্ত দেখা গেছে। সেগুলো নিরাময় হলে বীরভূম অচিরেই ফাইলেরিয়া মুক্ত হবে প্রথম জেলা হিসেবে। এদিন কচিকাচাদের মধ্যে চকলেট বিতরণ করেন কাজল সেখ।

বন্দুকের নলে পরিযায়ী পাখি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ৬ নভেম্বর ঃ শীতের মরশুম শুরু হতেই উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা থেকে সুন্দরবন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোরা শিকারিদের দাপট বেড়েছে। ঘুঘু, পানকৌড়ি, বকসহ নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখি বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে। ফলে এলাকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে আশঙ্কা পরিবেশবিদদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সংরামপুর, ইটিন্ডা, পানিটর, গাছা বিল, বল্লি-সহ একাধিক এলাকায় চোরা শিকারিরা বাইক ও এয়ারগান নিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখি মারার পর ব্যাগভর্তি করে তারা পালিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ অজুহাত দিচ্ছে- ধানক্ষেত ও মাছের ঘের রক্ষা করার জন্য পাখি তাড়াচ্ছে-তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নির্বিচারে পাখি হত্যা চলছে।

দম্পতির বিরুদ্ধে চোর অপবাদ- পুলিশের হাতে বেধড়ক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ নভেম্বর ঃ নদীয়ার এক পরিযায়ী শ্রমিক দম্পতির বিরুদ্ধে চোরের অপবাদ দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কর্নাটক পুলিশের বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পলাশিপাড়া থানার বার্নিয়া এলাকার এই দম্পতি কাজের কারণে বেঙ্গালুরুতে ছিলেন, যেখানে তারা চরম হেনস্তার শিকার হন। স্বামী রাজিম শেখ নোংরা ফেলা গাড়ির চালক। স্ত্রী সুন্দরী বিবি পরিচারিকার কাজ করেন। ওই বাড়ি থেকে একটি মূল্যবান গয়না চুরি হয়ে যায়। সন্দেহ গিয়ে পড়ে পরিচারিকা সুন্দরী বিবির উপর। তাই সে বাড়ির মালকিন পরিচারিকা সুন্দরী বিবিকে পরীক্ষা করার জন্য ৩০ অক্টোবর সকালে ঘরে সোফার নিচে একটি ১০০ টাকার নোট ফেলে রাখেন। নিত্যদিনের মতো সুন্দরী বিবি ঘর সাফাই করতে গিয়ে টাকাটি দেখতে পান। এক হাতে রেখে ঘর সাফাই করতে থাকেন। এই টাকা তুলে হাতে নেওয়ার দৃশ্য সিসিটিভিতে বাড়ির মালকিন নজরদারির সময় দেখতে পান। এরপরই হাতেনাতে চোর ধরেছি বলে মারধর করেন। এবং তাঁর স্বামীকে ডাকা হয়। তাঁকেও মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়- স্থানীয় থানার পুলিশকে ডেকে চোরের অপবাদ দিয়ে দম্পতিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যায় এবং বাংলায় কথা বলার কারণে বাংলাদেশি ভেবে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। অবশেষে স্থানীয় একটি সংগঠন এই ঘটনার খবর জানতে পারে এবং থানায় ফোন করে। রাত ৮ টার দিকে দম্পতিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, পরে সংগঠনের কর্মীরা তাদের হাসপাতালে ভর্তি করেন। যদিও হাসপাতাল থেকে ছুটি মেলে, আতঙ্ক এখনও কাটেনি। খবর পলাশিপাড়া থানার দম্পতির বাড়িতেও পৌঁছায় এবং পরিবারের সদস্যরাও ভয় পেয়েছেন। এই ধরনের পৈশাচিক ঘটনার পর রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-04/ BGP/2025-26(2 nd Call), Dated-06/11/2025.
The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the work of Installation of Submersible pump with over head tank at **2(Two)** different places. Document download/sell date from **06/11/2025 from 18.00 hrs. up to 23/11/2025 up to 03.00 p.m.** Bid submission starting from **07/11/2025 from 10.00 a.m. up to 28/11/2025 up to 1.00 p.m**. Bid Opening Date **01/12/2025 at 2.00 p.m.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah
Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- **1) NIT No:-WB/HZP/ BAG-I/HAT-II/NIT- 05/APS/2025-26** Sl. No:-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Dated:-04/11/2025, Document download:- **07/11/2025 at 10.00 AM**, Bid submission date:- **07/11/2025 to 10:00 AM** and End of Bid Submission:-**24/11/2025 (SL No.-01, 02, 03) And 26/11/2025 (Sl No.-04, 05, 06, 07) up to 5:00 PM.** Date of Opening Technical Bid:- **27/11/2025(SL No.-01, 02, 03) & 28/11/2025 (Sl No.-01, 02, 03) at 10:30 PM** and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/৩৬_২০২৫/কে/৯০৬, তারিখঃ ৩০-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ৩৬_২০২৫, **কাজের নামঃ** "সিনি. ডিইএন/।/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বারসুইতে পুরানো কোয়ার্টারগুলিকে ১৬ ইউনিট টাইপ-॥ এবং ৪ ইউনিট টাইপ-III মাল্টিস্টোরিজ কোয়ার্টার দ্বারা প্রতিস্থাপন" -এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২৩,৫৭,০১৭/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৪৭,২০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Shibrampur Gram Panchayat
P.O.- Rajnagar Biswambhar, Block-Namkhana, Dist-South 24 Pgs. W.B.
NIT NO.-400/SGP/2025 Dated-07/11/2025
Last date of Submission On or before **27/11/2025 (up-to 4.30 PM)** Date of Opening- **01/12/2025 (From 04.30 P.M)** (For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**)
Sd/-
Pradhan
Shibrampur Garm Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৩৫_২০২৫/কে/৯০৫; তারিখ: ৩০-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ৩৫_২০২৫। কাজের নাম ঃ** ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "নিউ জলপাইগুড়ির সাউথ ইয়ার্ডে, নর্থ ইয়ার্ড নিউ জলপাইগুড়িতে লং হুল (পাইথন স্পেশাল) রেকের জন্য পথ নির্মাণ, এবং নিউ জলপাইগুড়িতে এআরটি স্টেবল সাইডিং"। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০৪,১১,৮৬০.২৫/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,০২,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **২১-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল মনোরঞ্জন মন্ডল, পিতা ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল সাং ও পোঃ- বিকিহাকোলা, থানা-পাঁচলা, জেলা-হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০৮.০৭.২০০৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১০১৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অসীমা সামন্ত, স্বামী লক্ষীকান্ত সামন্ত এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন পাঁচপাড়া মৌজায় জে. এল.৩৭ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৯৯ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৯৪০ নং দাগে ডাঙ্গা ০৩ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৯৯৫ সালে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ১০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে শৈলেন সাঁতরা, পিতা কার্ত্তিক চন্দ্র সাঁতরা, সাং- পাঁচপাড়া, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর, ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।
Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

অগ্নিবীর নিয়োগ সমাবেশ - ভারতীয় সেনা
(জিডি, টেক, ক্লার্ক / এসকেটি, টিডিএন ১০ম, টিডিএন ৮ম ও ডব্লিউএমপি)
১৮ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট
একটি সেনা নিয়োগ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে, যেখানে **হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম** জেলার শর্টলিস্ট করা অগ্নিবীর প্রার্থীদের জন্য **১৮ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ** পর্যন্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলবে। অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটি (উইমেন মিলিটারি পুলিশ) পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং ওড়িশা রাজ্যের মহিলা প্রার্থীদের নিয়োগ সমাবেশ ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। যেসব প্রার্থী অনলাইন কমন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (CEE)-এ সফল হয়েছেন এবং পরবর্তীতে র‍্যালির জন্য শর্টলিস্ট হয়েছেন, তাদের শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা (Physical Fitness Test) ও চিকিৎসা পরীক্ষা (Medical Examination)-এর জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড সফল প্রার্থীদের নিবন্ধিত ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। প্রার্থীরা তাঁদের প্রোফাইলে লগইন করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকেও অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেনঃ **www.joinindianarmy.nic.in** প্রার্থীদের কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় কোনও অবস্থাতেই মূল নথিপত্র (Original Documents) অন্য কারও হাতে প্রদান করবেন না, যাতে দালাল বা প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত না হন। কোনও প্রতারণা বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে তা অবিলম্বে স্থানীয় পুলিশ এবং রেক্রুটিং অফিস (হেডকোয়ার্টার), কলকাতা-কে জানাতে হবে। স্থানীয় পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় দালাল / এজেন্টদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নিয়োগ সমাবেশে কোনও রকম অনিয়ম বা প্রতারণা না ঘটে। যেকোনও প্রশ্ন বা তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ রেক্রুটিং অফিস (হেডকোয়ার্টার), কলকাতা টেলিফোন নম্বরঃ **০৩৩-২২২৩-৬৮৮১**

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-05/ BGP/2025-26 Dated-06/11/2025.
The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the 2 (Two) different works at **2(Two)** different places. Document download/ sell date from **06/11/2025 from 18.00 hrs. up to 23/11/2025 up to 03.00 p.m.** Bid submission starting from **07/11/2025 from 10.00 a.m. up to 28/11/2025 up to 4.00 p.m.** Bid Opening Date **01/12/2025 at 2.00 p.m.** For details please contact at GP office and visit website
www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
এস এণ্ড ডি বিভাগ
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ওয়েবসাইটঃ **www.hmc.org.in**
Memo No: CN/ED/S&D/25/25-26 **Dated: 31/10/25**
সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
এনআইটি নং. **WB-HMC/TN/ED/S&D/15/2025-2026** তারিখ-০৮.১০.২০২৫
ক্রমিক নং. ৩, ১১, ১২
সকল সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হচ্ছে যে জনপ্রশাসনের স্বার্থে **দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১.১০.২০২৫ থেকে ১৯.১১.২৫ পর্যন্ত** বর্ধিত করা হচ্ছে।
173(2)/25-26
6.11.25
নির্বাহী প্রকৌশলী
হাওড়া পৌর নিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil) / Br.-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/001/74/2025-2026
Name of work : **Repairing of bustee privies at 95/1/2/H/4 etc. Cossipore Road in Ward No. 001**; Estimated Cost : **₹ 3,45,099.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 7,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/001/174/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 35/2 etc. B.T. Road in Ward No. 001**; Estimated Cost : **₹ 4,99,951.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/002/121/2025-2026
Name of work : **Conversion of open surface drain to box drain at 9/4F/1G South Sinthi Road in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 3,97,242.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 8,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/002/84/2025-2026
Name of work : **Repairing of bustee privies at 5/H/21 etc. Raja Bagan Lane in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 3,99,248.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 8,000.00.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/002/87/2025-2026
Name of work : **Repairing of UG sewer at 58/5A etc. B.T. Road in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 1,99,592.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/002/108/2025-2026
Name of work : **Repairing of UG sewer at 6/32, 7/9 etc. Dum Dum Road in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 1,99,631.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/002/114/2025-2026
Name of work : **Repairing of open surface drain at 8, 10 Samar Sarani in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 1,49,970.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 3,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/002/88/2025-2026
Name of work : **Repairing of UG sewer at 58/5A/19 etc. B.T. Road in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 1,99,790.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/002/172/2025-2026
Name of work : **Repairing of asphaltum road at 76 K.C. Ghosh Road in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 1,00,140.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 3,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/002/176/2025-2026
Name of work : **Improvement of paver block passages at 4B, 5/2 etc. Samar Sarani in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 4,99,339.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/I/002/175/2025-2026
Name of work : **Repairing of asphaltum road at 141 etc. S.S. Road in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 1,50,448.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/I/002/171/2025-2026
Name of work : **Repairing of asphaltum road at 6/6 etc. Gour Sundar Seth Lane in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 1,17,048.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 3,000.00.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/I/002/110/2025-2026
Name of work : **Repairing of UG sewer in 9E, 9G, 9H etc. Dum Dum Road in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 4,99,884.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/I/002/174/2025-2026
Name of work : **Repairing of asphaltum road at 7F Samar Sarani in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 2,23,392.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,000.00.**

(15) NIT No. : KMC/EEC/I/002/177/2025-2026
Name of work : **Repairing of asphaltum road from 1 to 16 Seven Tanks Lane in Ward No. 002**; Estimated Cost : **₹ 2,48,307.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Period of completion : **21 Days (For Sl. No. 1 to 15)**; Last date and time of submission of bid : **17.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 15)**; Tender will be opened on : **19.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 15).**

(16) NIT No. : KMC/EEC/I/003/227/2025-2026
Name of work : **Thorough restoration of asphaltum road at 14F / 1G, 14F/1 etc. Dum Dum Road in Ward No. 003**; Estimated Cost : **₹ 4,92,032.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00.**

(17) NIT No. : KMC/EEC/I/004/094/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 5/H/8, 4 etc. Chandranath Simlai Lane in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 2,96,856.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(18) NIT No. : KMC/EEC/I/004/091/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 17P, 16A etc. Rani Branch Road in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 3,17,531.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 7,000.00.**

(19) NIT No. : KMC/EEC/I/004/087/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 1/4, 5/1B/H/6 etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 3,62,952.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 8,000.00.**

(20) NIT No. : KMC/EEC/I/004/089/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 61/3, 66/3, B.T. Road in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 2,80,586.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(21) NIT No. : KMC/EEC/I/004/088/2025-2026
Name of work : **Repairing of privy at 61/3, 66/3 etc. B. T. Road in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 1,99,749.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

(22) NIT No. : KMC/EEC/I/004/084/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 60/4 etc. B.T. Road in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 2,69,872.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(23) NIT No. : KMC/EEC/I/004/076/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passages at 20A, Sreenath Mukherjee Lane in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 2,93,599.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(24) NIT No. : KMC/EEC/I/004/083/2025-2026
Name of work : **Renovation of bathroom at 13/H/11, 13/H/22 etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 1,97,327.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

(25) NIT No. : KMC/EEC/I/004/081/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 26/16, 26/5 etc. Dum Dum Road in Ward No. 004;** Estimated Cost : **₹ 2,94,497.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(26) NIT No. : KMC/EEC/I/008/58/2025-2026
Name of work : **Repairing of drainage system at 9/2A Khetra Dhole Lane and other places in Ward No. 008**; Estimated Cost : **₹ 2,48,184.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Period of completion : **21 Days (For Sl. No. 16 to 26).**

(27) NIT No. : KMC/EEC/I/007/62/2025-2026
Name of work : **Repairing of privies at P-27, Khirod Vidya Vinod Avenue and others area in Ward No. 007**; Estimated Cost : **₹ 2,96,299.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(28) NIT No. : KMC/EEC/I/004/090/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 15E, 5C/1B, 7H/5 etc. Rani Branch Road in Ward No. 004**; Estimated Cost : **₹ 4,91,973.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00.**

(29) NIT No. : KMC/EEC/I/008/59/2025-2026
Name of work : **Repairing of paver block, IPS pavement, Kerb and channels at 8/2A, 8/2B Khetra Dhole Lane and other places in Ward No. 008**; Estimated Cost : **₹ 4,48,169.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 9,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 27 to 29).**

(30) NIT No. : KMC/EEC/I/006/174/2025-2026
Name of work : **Conversion of open drain to UG sewer at 1/6C, 1/6D, Cossipore Road in Ward No. 006 under Br.-I, KMC**; Estimated Cost : **₹ 1,98,225.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.11.2025 - 1 pm (For Sl. No. 16 to 30)**; Tender will be opened on : **26.11.2025 - 1 pm (For Sl. No. 16 to 30)**; The bid forms and other details are available on and from **08.11.2025 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 30)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 30).** 1328/25-26

কবে অবসর ঠিক করে ফেললেন রোনাল্ডো

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৬ নভেম্বরঃ ২০২২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার পর বিস্ফোরক ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই সাক্ষাৎকার নিয়ে তুমুল চর্চা হয়েছিল। তিন বছর পর সেই সাংবাদিককেই আবার সাক্ষাৎকার দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এবার বিতর্ক নেই। বরং অচেনা রোনাল্ডোকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন পিয়ের্স মর্গ্যান। কী নিয়ে কথা বললেন সিআর সেভেন? অবসর, বিশ্বকাপ এবং অবসর নেওয়ার পর কী করবেন তা নিয়ে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে আবার খেলতে দেখা যাবে রোনাল্ডোকে। ৪১ বছরের ফুটবলার এখনও দারুণ ফিট। ছন্দেও রয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকাপ জেতেননি। যে কারণে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিও মেসির থেকে অনেক পিছিয়ে আছে রোনাল্ডো, এমনও কেউ কেউ বলেন। রোনাল্ডো বলেছেন, ''আমি যে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার, সেটা প্রমাণ করার জন্য বিশ্বকাপ জিততে হবে? একটা টুর্নামেন্ট জিতলেই সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে? ৬-৭টা ম্যাচের মধ্যে দিয়ে। এটা কি যথাযথ?'' কবে অবসর নিচ্ছেন সিআর সেভেন? তাঁর কথায়, ''খুব তাড়াতাড়ি। আমার মনে হয় আমি তৈরি। খুব কঠিন একটা সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নেই। হয়তো আমি কাঁদব। এটুকু বলতে পারি, এই সময়টার জন্য আমি ২৫-২৬ বছর বয়স থেকে তৈরি হচ্ছি। আমার মনে হয়, চাপটা সামলানোর জন্য আমি তৈরি। পরিবারের জন্য অবশেষে সময় পাব। আমার ব্যবসায় সময় দেব।''

আগুন বোলিংয়ে সুবাদে সিরিজের দখল নিল ভারত!

সংবাদ সংস্থা, কুইন্সল্যান্ড, ৬ নভেম্বরঃ অজিদের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১৬৭ রানের স্বল্প লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই অসাধারণ বোলিং পারফরম্যান্সের সুবাদে ভারত

জিতেছে ৪৮ রানে। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে সূর্যকুমার যাদবরা। ভারতের ব্যাটাররা যদিও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি, তবে বোলাররা পুরোপুরি ম্যাচের ধারা বদলে দিয়েছেন। অর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী ও শিবম দুবেরার নিয়ন্ত্রিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ ভাঙা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে অক্ষর প্যাটেলের জোরাজুরি এবং স্মার্ট বোলিং নজর কাড়েছে। শেষ পর্যায়ে ওয়াশিংটন সুন্দরও উইকেট তুলে ম্যাচ নিশ্চিত করেছেন। টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ভারত ৮ উইকেটে ১৬৭ রান সংগ্রহ করে। শুরু থেকেই ব্যাটিংয়ে সমস্যায় পড়ে ভারত। শুভমন গিল এবং অভিষেক যাদবকে মন্থর পিচে খেলার সময় সমস্যা হচ্ছিল। গোল্ড কোস্টের বড় মাঠ এবং অসমান বাউন্সে শুরুতে ব্যাটাররা আগ্রাসীভাবে খেলতে পারেননি। ষষ্ঠ ওভারে স্টোইনিসের লাফানো বলের কারণে অভিষেককে হেলমেট দিয়ে আঘাত পেয়ে কনকাশন পরীক্ষা করাতে হয়। এরপরও পাওয়ার প্লে-তে প্রায় ৫০ রান ওঠে। কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারে পরীক্ষামূলক পরিবর্তন সফল হয়নি। শিবম দুবেরা, সূর্যকুমার যাদব ও তিলক বর্মার ব্যাটিং যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি। শিবম ১৮ বল খেলে ২২ রান করেন, সূর্য ২০ রান সংগ্রহ করেন, তিলক ৫ রান ও জিতেশ শর্মা ৫ রান করে আউট হন। অক্ষর প্যাটেল ১১ বল খেলে ২১ রান করেন, যা দলের জন্য যথেষ্ট ছিল না, তবে তার বোলিং পুরো ম্যাচে ভারসাম্য রেখেছে। অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা ধীর ছিল, তবে তৃতীয় ওভার থেকে আক্রমণ শুরু করে তারা। অর্শদীপ সিং এবং বরুণ চক্রবর্তী যথাযথভাবে উইকেট নিয়েছেন। বিশেষ করে অক্ষর প্যাটেলের রিভিউ গ্রহণ এবং সঠিক বলের জোরে ম্যাথু শর্ট ও জশ ইংলিসকে আউট করা ভারতীয় জয়ের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। মার্শ ও টিম ডেভিডরাও চেষ্টা করেছেন, তবে প্রতিটি ওভারেই চাপের মুখে পড়ে তারা ব্যর্থ হন। ওয়াশিংটন ও জসপ্রীত বুমরাহর শেষ দিকে নিয়ন্ত্রিত বোলিং অস্ট্রেলিয়ার ফিরতি পথ বন্ধ করে দেয়। ১৯তম ওভারে অ্যাডাম জাম্পার আউটের মাধ্যমে ভারত নিশ্চিত করে জয়। এই জয়ের ফলে ভারতের মনোবল বেড়েছে, এবং পাঁচ ম্যাচের সিরিজে অজিদের বিরুদ্ধে তারা ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে। তবে ভারতকে ভাবাবে ব্যাটিং অর্ডারের পরীক্ষামূলক পরিবর্তন ও ব্যাটারদের অনিশ্চিততা। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে দলের কাঠামো তৈরি হওয়া দরকার। এই ম্যাচে বোলারদের অবদান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে স্বল্প রানেই ভারত জয় নিশ্চিত করতে পেরেছে। সিরিজের শেষ ম্যাচ হবে শনিবার ব্রিসবেনে, যেখানে ভারতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হবে। গোল্ড কোস্টে ভারত প্রথমবার খেললেও পিচের অজানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বোলাররা জয় এনে দিয়েছে। প্রতিটি বলের বৈচিত্র এবং নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় বোলারদের দক্ষতার প্রতিফলন। ব্যাটাররা যদিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে সফল হননি, তবে দলীয় সমন্বয়ে ভারত জয়ী হয়েছে।

নিলামের আগে এই চার তারকাকে ছেড়ে দিচ্ছে শাহরুখের ফ্র্যাঞ্চাইজি!

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৫ সালের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পারফরম্যান্স ছিল একেবারেই হতাশাজনক। অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দল ১৪ ম্যাচে মাত্র ৫টি জয় পেয়ে অষ্টম স্থানে শেষ করে এবং প্লে-অফের টিকিট হারায়। এমন ফলাফলের পর ২০২৬ সিজনের আগে বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারে

কেকেআর। দলের ব্যর্থ পারফর্মারদের ছেড়ে দিয়ে নিলামের আগে পার্স বাড়িয়ে নতুন ও প্রভাবশালী ক্রিকেটারদের দলে টানতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

দেখে নেওয়া যাক, আইপিএল ২০২৬ নিলামের আগে কেকেআর সম্ভাব্য চারজন খেলোয়াড়কে ছেড়ে দিতে পারে-

১. ভেঙ্কটেশ আইয়ার

আইপিএল ২০২৫ মেগা নিলামে কেকেআর ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ২৩.৭৫ কোটিতে দলে নিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশার তুলনায় পারফরম্যান্স ছিল খুবই খারাপ। তিনি ১১ ম্যাচে করেছেন মাত্র ১৪২ রান, গড় ছিল মাত্র ২০.২৮। এমন পারফরম্যান্সের পর তার বিশাল প্রাইস ট্যাগ এখন কেকেআরের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দল সম্ভবত আইয়ারকে ছেড়ে দিয়ে নতুন কোনো অলরাউন্ডারকে দলে নেবে। উল্লেখ্য, আইপিএলে ভেঙ্কটেশ আইয়ার এখন পর্যন্ত ৬২ ম্যাচে ১৪৬৮ রান করেছেন, যেখানে রয়েছে ১২টি অর্ধশতক ও ১টি শতরান।

২. আনরিখ নকিয়া

দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার আনরিখ নকিয়াকে কেকেআর আইপিএল ২০২৫ নিলামে ৬.৫ কোটিতে দলে নিয়েছিল। তবে চোটের কারণে তিনি মাত্র দুই ম্যাচ খেলেন এবং বল হাতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। তার ইনজুরি-প্রবণতা ও ধারাবাহিকতার অভাবের কারণে দলটি নর্টিয়েকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৪৮ ম্যাচে ৬১ উইকেট নিয়েছেন এবং লিগের অন্যতম দ্রুতগতির বোলার হিসেবে পরিচিত।

৩. কুইন্টন ডি কক

দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটার কুইন্টন ডি কককে কেকেআর ৩.৬ কোটিতে কিনেছিল। কিন্তু ২০২৫ মরশুমে তিনি ৮ ম্যাচে করেছেন মাত্র ১৫২ রান। তার পারফরম্যান্স দলকে হতাশ করেছে। আগামী নিলামে অন্য কোনো তরুণ বা দেশীয় উইকেটকিপার পাওয়া গেলে কেকেআর ডি কককে ছেড়ে দিতে পারে। আইপিএলে এখন পর্যন্ত ১১৫ ম্যাচে ডি কক করেছেন ৩৩০৯ রান, যেখানে রয়েছে ২টি শতরান ও ২৪টি অর্ধশতক।

৪. স্পেন্সার জনসন

অস্ট্রেলিয়ান বামহাতি পেসার স্পেন্সার জনসনকে কেকেআর আইপিএল ২০২৫ নিলামে ২.৮ কোটিতে দলে নিয়েছিল। কিন্তু তার পারফরম্যান্স ছিল একেবারেই নিষ্প্রভ, ৪ ম্যাচে মাত্র ১টি উইকেট। এমন পারফরম্যান্সের পর তাকে ছেড়ে দিয়ে দলটি নতুন কোনো কার্যকর বিদেশি পেসার খুঁজতে পারে। জনসন এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৯ ম্যাচে মোট ৫টি উইকেট নিয়েছেন।

২০২৫ মরশুমের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কেকেআর এবার বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটবে বলেই ধারণা। টিম ম্যানেজমেন্ট হয়তো তরুণ প্রতিভা ও ফর্মে থাকা বিদেশি খেলোয়াড়দের দিকে ঝুঁকবে। ২০২৬ আইপিএলে নিজেদের পুরনো জয়ী ছন্দ ফিরে পেতে দলটির প্রয়োজন নতুন উদ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড।

আবার নিষিদ্ধ সুয়ারেজ

মায়ামি, ৬ নভেম্বরঃ ভারতীয় সময় গত রবিবার সকালে অনুষ্ঠিত প্লে-অফের দ্বিতীয় রাউন্ডে অ্যাক্ট অফ দ্য বল ইনসিডেন্টের কারণে সুয়ারেজকে নিষিদ্ধ করেছে মেজর লিগ সকারের ডিসিপ্লিনারি কমিটি। ম্যাচের ৭১তম মিনিটে ন্যাশভিলের ডিফেন্ডার অ্যান্ডি নোহারকে লাথি মারেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড। ম্যাচ চলাকালীন অবশ্য ওই ঘটনার জন্য কোনো কার্ড দেখাননি রেফারি, এমনকি ফাউলও ধরা হয়নি। তবে নিয়ম অনুযায়ী, এমন ক্ষেত্রে ম্যাচের পরেও এমএলএস ডিসিপ্লিনারি কমিটি যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিতে পারে। ওই ম্যাচ ২-১ গোলে জিতে তিন ম্যাচের প্লে-অফের লড়াইটা তৃতীয় রাউন্ডে টেনে নেয় ন্যাশভিল। প্রথম ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। আগামী শনিবার শিরোপা লড়াইয়ে টিকে থাকার লক্ষ্যে প্লে-অফের তৃতীয় রাউন্ডে ন্যাশভিলের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। লিভারপুল ও বার্সেলোনার প্রাক্তন ফরোয়ার্ড সুয়ারেজের মাঠে বাজে আচরণের একাধিক পুরনো ইতিহাস আছে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে কামড়ানোর দায়ে তিনবার নিষেধাজ্ঞার শাস্তিও পেয়েছেন তিনি। ৩৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার একবার বর্ণববিদ্বেষের দায়েও শাস্তি পেয়েছিলেন, যদিও তিনি ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। লিগ কাপ ফাইনালের পর প্রতিপক্ষ সিয়াটল সাউন্ডার্সের একজনকে থুতু দেওয়ার অপরাধে গত সেপ্টেম্বরে সুয়ারেজকে তিন ম্যাচে নিষিদ্ধ করেছিল এমএলএস। এছাড়া লিগস কাপ আয়োজক কমিটি তাকে নিষিদ্ধ করেছিল ছয় ম্যাচে। গত ৩১ আগস্টের ওই ফাইনালে ৩-০ গোলে হেরে যায় মেসি-সুয়ারেজের ইন্টার মায়ামি।

হলান্ড ও ফোডেনের গোলে ডর্টমুন্ডকে ৪-১ গোলে হারাল ম্যানচেস্টার সিটি

লন্ডন, ৬ নভেম্বরঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। দ্বিতীয়ার্ধে সফরকারীদের ভাল্দামার আন্টন একটি গোল শোধ করার পর, শেষ সময়ে ফের ব্যবধান বাড়ান হায়ান শের্কি। আসরে অপরাজেয় যাত্রা ধরে রাখল ম্যানচেস্টার সিটি। আর প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল ডর্টমুন্ড। চার রাউন্ড শেষে তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠেছে সিটি। শতভাগ সাফল্যে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বায়ার্ন মিউনিখ। পরের দুটি স্থানের দল আর্সেনাল ও ইন্টার মিলানের পয়েন্টও সমান ১২ করে। দারুণ সব গোছানো আক্রমণে ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করে সিটি। প্রথম আধা ঘণ্টার মধ্যেই দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা। গোল তারা পেতে পারতো দশম মিনিটেই তবে জোরাল শট গোলরক্ষক বরাবর নেন ফোডেন। ছয় মিনিট পর তার ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া আরেকটি শটও ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। ২২তম মিনিটে আর ফোডেনকে আটকাতে পারেনি বরুশিয়া। টিয়ানি রেইনডার্সের পাস ধরে লক্ষ্যে চোখ রেখে কয়েক পা

এগিয়ে নিচু কোনাকুনি শট নেন ইংলিশ মিডফিল্ডার, গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে বল দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেয়। পাঁচ মিনিট পর হলান্ডের পাস পেয়ে জোরাল শট নেন নিকো ও'রাইলি, দারুণ ক্ষিপ্রতায় এক হাতে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান গ্রেগর কোবেল। এরপরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অসাধারণ ছন্দে থাকা হলান্ড। জেরেমি ডোকুর কাটব্যাক ডি-বক্সের মাঝামাঝি পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় জোরাল শটে গোলটি করেন নরওয়ের তারকা। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চার ম্যাচেই জালের দেখা পেলেন হলান্ড। আসরে চার ম্যাচে তার গোল হলো পাঁচটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটির জার্সিতে চলতি মরসুমে তার মোট গোল হলো ১৮টি। ৫৭তম মিনিটে তৃতীয় গোল হজম করে ডর্টমুন্ডের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা একরকম শেষ হয়ে যায়। ডাচ মিডফিল্ডার রেইনডার্সের পাস পেয়ে ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ফোডেন। ৭২তম মিনিটে অবশ্য একটি গোল শোধ করে নাটকীয়তার আভাস দেয় ডর্টমুন্ড। ডান দিক থেকে সতীর্থের পাসে বাঁ পায়ের ছোঁয়ায় কেবল বলের দিক পাল্টে দেন আন্টন, আর কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ায়। বাকি সময়ে অবশ্য পয়েন্ট পাওয়ার মতো তেমন কিছু করতে পারেনি জার্মান দলটি। উল্টো যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে জালে বল পাঠিয়ে ব্যবধান আবার তিন গোলে নেন ফরাসি মিডফিল্ডার শের্কি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম তিন রাউন্ডের প্রতিটিতেই চারটি করে গোল করেছিল ডর্টমুন্ড। এবার তাদের হলো উল্টো অভিজ্ঞতা, চার গোল হজম করে বাড়ি ফিরল দলটি। ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে নেমে গেছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।

চাবি পেয়ে আপ্লুত মেসি

মায়ামি, ৬ নভেম্বরঃ লিওনেল মেসির হাতে তুলে দেওয়া হলো মায়ামি শহরের চাবি। মায়ামিতে বুধবার আমেরিকা বিজনেস ফোরামে এই সম্মাননা জানানো হয় অসংখ্য রেকর্ডের নায়ক এই কিংবদন্তিকে। মেসির হাতে প্রতীকী চাবি তুলে দেওয়ার পর উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া জানান শহরের মেয়র ফান্সিস সুয়ারেজ। ''আমাদের এই মহান শহর, এই দেশ ও বিশ্ব ফুটবলের জন্য আপনি যা করেছেন, এই চাবি আপনাকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। ধন্যবাদ সবকিছুর জন্য।'' ইন্টার মায়ামির সত্বাধিকারীদের একজন হোর্হে মাস বলেন, ''এই উপহার মেসির গোটা পরিবারের জন্যই। আমাদের ইন্টার মায়ামির অধিনায়ক, আমাদের ১০ নম্বরের জন্য কিছু বলার ছিল আমার। এই শহরের পক্ষ থেকে এটি ছোট্ট এক উপহার, যেখানে মিশে আছে আমাদের হৃদয়। শুধু আপনাকেই নয়, আপনার স্ত্রী আন্তোনেলা, আপনার চমৎকার পরিবারকেও স্বাগত জানাচ্ছি, যাতে আপনারা এখানে সবসময় নিজের বাড়ির মতোই মনে করতে পারেন।'' এমন সম্মান পেয়ে মেসি নিজেই দারুণ আপ্লুত। ''ধন্যবাদ, এটি পেয়ে নিজেকে খুবই সম্মানিত মনে করছি। খুবই সত্যি যে, এখানে আমরা অনেক ভালোবাসা অনুভব করি। এই শহরে থাকতে পেরে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ ও খুবই খুশি এবং এই বিশেষ স্বীকৃতিও আমার জন্য দারুণ সম্মানের। আবারও ধন্যবাদ।'' ২০২৩ সালের জুলাইয়ে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই অসাধারণ পারফরম্যান্সে ক্লাবকে এগিয়ে নিচ্ছেন মেসি। তিনি আসার পরই লিগস কাপ জিতে প্রথমবার ট্রফি জয়ের স্বাদ পায় মায়ামি। গত মরসুমে নিয়মিত মরসুমে পয়েন্টের রেকর্ড গড়ে জিতে নেয় সাপোর্টার্স শিল্ড। পরে শিরোপার মূল লড়াই প্লে-অফ থেকে ছিটকে গেলেও এবার প্লে-অফে এখনও টিকে আছে তাদের সম্ভাবনা। প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার 'মোস্টা ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' স্বীকৃতি পাওয়াও তার জন্য এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ৩৮ বছর বয়সী ফুটবলার সম্প্রতি তিন বছর চুক্তি বাড়িয়েছেন এই ক্লাবে।

তিনবার পিছিয়ে পড়েও ক্লাব ব্রুজের মাঠে ড্র করল বার্সেলোনা

উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়া বার্সেলোনা খেই হারাল আবারও। গতিময় ফুটবলে ঘরের মাঠে চমক দেখাল ক্লাব ব্রুজ। উজ্জীবিত ফুটবলে পাঁচবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে বারবার এগিয়ে গেল তারা। তবে লামিনে ইয়ামালের নৈপুণ্যে কোনোমতে হার এড়াল হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, ব্রুজ,৬ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বুধবার রাতে রোমাঞ্চকর ম্যাচটি শেষ হয়েছে ৩-৩ সমতায়। শুরুতেই এগিয়ে যায় ব্রুজ, ফেররান তরেসের গোলে একটু পরেই সমতা ফেরায় বার্সেলোনা। সপ্তদশ মিনিটে আবার গোল হজমের পর লম্বা সময় পিছিয়ে থাকে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধে ইয়ামালের চমৎকার কারিকুরিতে সমতা ফেরায় তারা। দুই মিনিট বাদে ফের পিছিয়ে পড়ার পর, প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে হার এড়ায় বার্সেলোনা! বার্সেলোনার একটি শট লাগে পোস্টে, দুটি ক্রসবারে। ভিএআর মনিটরে দেখে ব্রুজের একটি পেনাল্টি ও গোল বাতিল করেন রেফারি। ৭৮ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৩টি শট নেয় বার্সেলোনা, এর কেবল ৬টি থাকে লক্ষ্যে। অন্যদিকে ব্রুজের ১০ শটের ছয়টি ছিল লক্ষ্যে। ঘরের মাঠে প্রথম ভালো সুযোগেই এগিয়ে যায় ব্রুজ। ষষ্ঠ মিনিটে কার্লোস ফোর্বসের ক্রসে নিকোলো ট্রেসোল্ডি খুঁজে নেন জাল। ঝাঁপ দিলেও বলের নাগাল পাননি বার্সেলোনা গোলরক্ষক ভয়চেখ স্ট্যান্সনি। এক মিনিট পর প্রায় একইভাবে গোল করে সমতা ফেরায় বার্সেলোনা। ফের্মিন লোপেসের ক্রসে ছুটে গিয়ে বল জালে পাঠান ফেররান তরেস। একাদশ মিনিটে লোপেসের বাঁকানো শট দূরের পোস্ট ছুঁয়ে বাইরে চলে যায়। ছয় মিনিট পর ফের এগিয়ে যায় ব্রুজ। প্রতি আক্রমণ থেকে বল পেয়ে আড়াআড়ি শটে জাল খুঁজে নেন অরক্ষিত ফোর্বস। ২৭তম মিনিটে একটুর জন্য গোল পাননি জুল কুন্দে। লামিনে ইয়ামালের কাছ থেকে বল পেয়ে গতিময় শট নেন ফরাসি ডিফেন্ডার। ক্রসবারে লেগে বল চলে যায় বাইরে। ব্রুজের ডি বক্সের আশেপাশে প্রচুর খেলোয়াড় থাকায় শট

নেওয়ার জায়গা পাচ্ছিলেন না বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা। গোলরক্ষককে চমকে দিতে খেলোয়াড়দের পায়ের ফাঁক দিয়ে কাছের পোস্টে শট নেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। তৎপর গোলরক্ষক ঝাঁপ দিয়ে নিয়ন্ত্রণে নেন বল। ৪৫তম মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে গোলের দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন তরেস। ইয়ামালের চমৎকার থ্রু বলে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এই ফরোয়ার্ড। গোলরক্ষক লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসায় তার কেবল শট লক্ষ্যে রাখতে পারলেই হতো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এক মিনিটের ব্যবধানে লোপেস ও ইয়ামালের দুটি শট কোনোমতে ঠেকিয়ে ব্যবধান ধরে রাখেন ব্রুজ গোলরক্ষক নুরদিন ইয়ার্কাস। ৫৯তম মিনিটে আবার ক্রসবারের বাধায় গোল পায়নি বার্সেলোনা। এরিক গার্সিয়ার গতিময় শট ক্রসবারে লেগে ফেরে। পরের মিনিটে দুর্দান্ত গোলে সমতা ফেরান ইয়ামাল। ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে দুই জনকে কাটিয়ে দানি ওলমোকে বাড়িয়ে ডি বক্সে ঢুকে পড়েন এই ফরোয়ার্ড। ফিরতি পাস পেয়ে পায়ের কারিকুরিতে আরও দুই জনকে এড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় জাল খুঁজে নেন ইয়ামাল। ৬২তম মিনিটে ব্রুজকে ফের এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ নষ্ট করেন ফোর্বস। খুব কাছ থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। পরের মিনিটেই অবশ্য আবার দলকে এগিয়ে নেন তিনি। হান্স ফানাকেনের রক্ষণচেরা পাস পেয়ে অনেকটা দৌড়ে ডি বক্সে ঢুকে বাম দিকের পোস্ট ঘেঁষে জালে বল পাঠান পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। ৬৯তম মিনিটে ইয়ামালের বাঁকানো শট দূরের পোস্টে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ব্রুজ গোলরক্ষক। পরের মিনিটে ব্রুজকে পেনাল্টি দিলেও পরে ভিএআর মনিটরে রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টান রেফারি। ৭৭তম মিনিটে সৌভাগ্যের গোলে তৃতীয়বারের মতো সমতা ফেরায় বার্সেলোনা। ইয়ামালের বলে মাথা ছুঁয়ে দেন খ্রিস্তোস জোলিস। একটু উঁচুতে উঠে দিক পাল্টে বল চলে যায় জালে! যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে স্ট্যান্সনির কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে জালে পাঠান রোমিও ভেরমন্ট। তবে ভিএআর মনিটরে দেখে ফাউল দেন রেফারি। স্লাইড করার সময় বার্সেলোনা গোলরক্ষককে ফাউল করেছিলেন ভেরমন্ট। বাকি সময় বল পায়ে রেখে কোনোমতে কাটিয়ে দিয়ে ১ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে ব্রুজ। চার ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রয়েছে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ২৪ নম্বরে আছে ব্রুজ। চার ম্যাচে টানা জয়ে যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থানে আছে বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com